ইসলাম সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি'!
পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা

মাওলানা খন্দকার
মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী
উস্তায, জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
৩/৪, কোতোয়ালী রোড, তাঁতী বাজার, ইসলামপুর
ঢাকা–১১০০

পরিবেশনায় ঃ
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মোবাঃ 01712-306364

www.maktabatulabrar.com

পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা

মাওলানা খন্দকার
মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী

প্রকাশনা ঃ
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী

প্রকাশনা স্বত্ব মাকতাবাতুল আবরার
কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ
৮০/= (আশি টাকা মাত্র)

Nabi jiboner tukro katha
Written by : Maolana khandakar Mushtak Ahmad shariatpury
Published by : Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

ইসলাম সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি'!
পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

যাদের ইসলাম গ্রহণের আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা বইটি সাজানো হয়েছে–

- ◈ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)
- ◈ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)
- ◈ হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হরব (রাযি.)
- ◈ হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযি.)
- ◈ হযরত সা'দ ইবনে মা'আয (রাযি.)
- ◈ হযরত আমীর হামযা (রাযি.)
- ◈ হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)
- ◈ হযরত আসহামা ইবনে আবযর নাজ্জাশী (রহ.)
- ◈ হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রাযি.)
- ◈ হযরত শাহজাদা তৈমুর খান (রহ.)
- ◈ হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)
- ◈ হযরত তুফাইল ইবনে আমর (রাযি.)
- ◈ হযরত ওয়াহ্‌শী ইবনে হরব (রাযি.)
- ◈ হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রাযি.)
- ◈ হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহহাব (রাযি.)
- ◈ হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.)
- ◈ হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযি.)

www.maktabatulabrar.com

কি কোথায়?

◈ নব দিগন্ত ১১
হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ কাহিনী
◈ চাঁদের পরশ ১৯
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের আশ্চর্য ঘটনা
◈ বন্দী আসামী ২৪
হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের অলৌকিক বিবরণ।
◈ আলোর মিছিল ২৯
হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রাঞ্জল বর্ণনা
◈ প্রতিশোধ ৩৬
হযরত আমীর হামযা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা
◈ গন্তব্যের পথে ৪০
হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত
◈ নূরের কাফেলা ৪৯
আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা ইবনে আবযর নাজ্জাশী (রহ.)-এর ইসলাম গ্রহণের চমৎকার আলেখ্য।
◈ মুক্তির সন্ধানে ৫৩
হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের অম্লান ইতিহাস।
◈ ঈমানের জয় ৫৮
তাতারী সম্রাট শাহজাদা তৈমুর খান (রহ.)-এর ইসলাম গ্রহণের অভূতপূর্ব ইতিবৃত্ত।
◈ মক্কার মুসাফির ৬৩
হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের মর্মস্পর্শী চিত্র।

◈ আলোর জীবন ৬৮

হযরত তুফাইল ইবনে আমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

◈ হত্যার বদলা ৭৪

হযরত ওয়াহ্শী ইবনে হরব (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের বিমুগ্ধ ইতিকাহিনী।

◈ স্বপ্নের হাতছানি ৮০

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের অভিনব বিশ্লেষণ

◈ নতুন ভাবনা ৮৫

হযরত উমাইর ও সাফওয়ান (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের আকর্ষণীয় আলোকপাত।

◈ আরেক জীবন ৯০

একদল দস্যুসহ হযরত বুরাইদা আসলামী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রাণবন্ত ইতিকথা।

www.maktabatulabrar.com

প্রসংগ কথা

একটি অতুলনীয় সুন্দর গাড়ী। বিশাল তার আয়তন। গোটা বিশ্ব যার পরিধি। চলন যার দূরন্ত। গতি যার দুর্বার। যে গতি থামাতে সক্ষম নয় কোন ট্রাফিক। যানজট যার গতিরোধ কিংবা মন্থর করতে ব্যর্থ। ইঞ্জিন যার সর্বশ্রেষ্ঠ আর পার্টসগুলো যার সর্বোৎকৃষ্ট। যার পরিচ্ছন্ন গ্লাসের ঐজ্জ্বল্যের কাছে দীপ্তিমান চাঁদের উজ্জ্বলতাও যেনো হার মানে। সিটগুলো যার স্বর্ণের ন্যায় ঝকঝকে-চকচকে।

যে গাড়ীর চালক অসীম দক্ষ ও অভিজ্ঞ। পারদর্শিতার বিচারে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ। দক্ষ থেকে দক্ষতর মহান শিক্ষকের কাছ থেকে যিনি গ্রহণ করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা।

যে গাড়ীর দ্বার সকলের জন্যই সদা উন্মুক্ত। যাতে আরোহণ করার সুবিধা সীমাহীন আর না চড়ার পরিণতি ভয়ংকর। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে যার যাত্রা শুরু হয়েছে। শাঁ শাঁ করে এগিয়ে চলছে যে গাড়ী দূর্বার গতিতে। তার যাত্রা কখন থাকবে তা দুনিয়ার কেউ জানে না। যার গন্তব্য জান্নাত।

হাঁ, এমনি একটি গাড়ীর সাথে তুলনা করা চলে ইসলামকে, আর সে গাড়ীর চালকের সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া যায় মযলুম মানবতার মুক্তিদূত নবী মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। না! এ তুলনাও যথার্থ নয় বরং ইসলাম এর চাইতেও মহৎ আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো গুণবান আরো মহান। এ উপমা শুধু একটি ভাব ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

যুগে যুগে এ ইসলাম নামের গাড়ীতে আরোহণ করেছে অগণিত যাত্রী। আবার কখনো জান্নাত পানে অগ্রসরমান এ গাড়ীতে সওয়ার হয়েও নেমে গেছে কিছু হতভাগা।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। দুনিয়া যখন হাজারো তন্ত্র-মন্ত্র আর মানব মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন ইজমে বিভ্রান্ত। শয়তানী তাণ্ডব লিলায় জগতের প্রতিটি জনপদ যখন অত্যন্ত জঘন্যভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত। বিভিন্নমূখী অত্যাচার-অনাচার, নির্যাতন-নিপীড়ণসহ হাজারো বীভৎস কর্মকাণ্ডে সমাজ ও রাষ্ট্র যখন চরমভাবে আক্রান্ত। এমনি এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে মানবজাতিকে এ ধ্বংসাত্মক বিভীষিকার তিমির পটল থেকে উদ্ধার করার জন্যই বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধমে আগমন করেছিলেন।

ধরায় আগমন করে তিনি বিশ্বমানবকে হাজারো কল্পিত দেব-দেবীর পূজা-আর্চনার পরিবর্তে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর তাওহীদ ও রিসালাতের পথে আহ্বান করেন। আর এটিই মূলতঃ ইসলামের পথে আহ্বান। যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী আদর্শের প্রভাবে দলে দলে মানব সন্তানেরা ইসলামী জীবনাদর্শ গ্রহণ করে।

তৎকালীন মক্কা-মদীনার চরম বৈরী পরিবেশে, আরববাসীর হাজার হাজার বছরের লালিত ও অনুসৃত মতবাদ থেকে ফিরে এসে ইসলামে দিক্ষিত হওয়া কোন

www.maktabatulabrar.com

সাধারণ ব্যাপার ছিলো না। আর এ কারণেই অনেকের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্তে রয়েছে ঐতিহাসিক বিস্ময়।

একজন মানুষের অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসা, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মহাকল্যাণের সন্ধান লাভ করা, জাহান্নামের রাস্তা পরিহার করে জান্নাত পানে অগ্রসর হতে পারা, সর্বপরি কুফরীর যুলমাত থেকে ঈমানের নূরে নূরানী হয়ে উঠার যে কোন সংবাদই একজন মুমিনের মনে পুলক সৃষ্টি করে, তার ঈমানকে করে জ্যোতির্ময় ; করে নবদীপ্ত।

বর্তমান গ্রন্থটি মূলতঃ সে ধরনেরই কিছু ঐতিহাসিক, বাস্তব তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। যাদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা অলৌকিকত্ব সংযোজিত হয়েছে। যা পাঠকবর্গকে পুলকিত করার সাথে সাথে বিস্মিত করতে পারে, সেসব বিষয়াবলী হতে বাছাইকৃত কয়েকটি বিষয় দ্বারাই সাজানো হয়েছে 'পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা'।

ইসলাম নামের পরশ-মানিকের ছোঁয়ায় যুগে যুগে অনেক মাটির মানুষ সোনায় পরিণত হয়েছেন। ইসলামের যথার্থ গতি-প্রকৃতি ও তার যথাযথ মর্ম, তত্ত্ব ও তথ্যের পূর্ণাংগ সন্ধানলাভ করা একমাত্র বিশ্ববিধাতা মহান আল্লাহ ও তার নির্বাচিত বান্দাদের ছাড়া সাধ্য কার ? তবে ইসলামের পরশে যারা ধন্য হয়েছেন, যারা পরিণত হয়েছেন খাঁটি রত্নে, আমরা শুধু তাদেরকেই কিছুটা অনুধাবন ও অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারি।

বিদ্রোহী কবির ভাষায়–

ইসলাম সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি'!
পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

বর্তমান গ্রন্থে যেসব মহামানবের ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে তাদের প্রায় সকলেই

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবী।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.), হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.), হযরত আমীর হামযা (রাযি.), হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.), হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ ও মর্মস্পর্শী ঐতিহাসিক বর্ণনাসহ প্রায় বিশ জন বিশিষ্ট সাহাবী ও মহামনীষীর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর বৃত্তান্ত দ্বারাই বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন ও নির্ভুল করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। তা সত্ত্বেও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমিত পরিসরে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠকবর্গ এ ব্যাপারে অবগত করালে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করবো।

পরিশেষে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু-এর শাহী দরবারে দু'হাত উঁচিয়ে ফরিয়াদ করছি, "হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দাদের কথামালা দিয়ে সাজানো এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তুমি কবুল কর। এর দ্বারা তোমার বান্দাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দাও এবং এ সামান্য খিদমতকে তুমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা সহ আমার নাজাতের উসীলা বানিয়ে দাও! আমীন।"

বিনয়াবনত
মুশতাক আহমদ
জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
৩/৪, কোতয়ালী রোড, ইসলামপুর
ঢাকা- ১১০০

www.maktabatulabrar.com

নব দিগন্ত

আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে আছে সর্বত্র। লোকজনের আনাগোনা আজ খানিকটা কম মনে হয়। ইসলামের প্রতি বুকভরা আক্রোশ নিয়ে দম্ভ ও অহমিকায় মদমত্ত হয়ে এদিক ওদিক হাঁটছে ইসলামের একজন বড় দুশমন। ইসলামকে যে এক মুহূর্তের

জন্যও সহ্য করতে রাযী নয়। এক নিমিষেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চায় ইসলামকে, তার বাহককে, তার সমর্থক ও অনুসারীকে। বড় উঁচু দরের কাফের নেতা সে। বেশ শক্তি আছে তার গায়ে, যথেষ্ট বাহাদুর প্রকৃতির মানুষ সে, মনে হয় কাউকেও পরওয়া করে না। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল বাহাদুর লোকটি। পাশেই নযরে পড়লো একটি মসজিদ, চোখ দু'টো ফিকে দিলো মসজিদের অভ্যন্তরে। অমনি দ্বিগুণ চৌগুণ বেড়ে গেলো তার আক্রোশ। দেখলো মসজিদের ভিতরে একাকী একটি লোক দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গুণ গুণ করে কি যেনো পড়ছে। আবার হাঁটুর উপর ভর করে মাথা হেঁট করছে। আবার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সোজা কপাল মাটিতে রেখে সেজদা করছে। এবারই উপযুক্ত সময় তাকে আর সুযোগ দেয়া যায় না। নগ্ন তরবারী হাতে এগিয়ে গেলো কাফের নেতা– মসজিদে ইবাদতরত লোকটির শেষ ফায়সালা করে দিতে হবে আজই।

এ কাফের নেতা আর কেউ না, মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ইসলামের পক্ষে নবশক্তির উদ্ভাবক, সত্য-মিথ্যার ব্যবধান সৃষ্টিকারী সাহাবী হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)। মসজিদে ইবাদতরত ছিলেন সকল নবী-রাসূল (আ.) গণের শ্রেষ্ঠ, উম্মতের কাণ্ডারী, পথহারা দিশেহারা মানুষের পথের দিশারী প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদেরই কথা, অর্থাৎ–

একদিন একাকী পবিত্র কা'বা গৃহে নামায পড়ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত উমর (রাযি.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মসজিদে হারামের সে পথ ধরে কোনদিকে যাওয়ার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে গেলো। আর অমনি জোর কদমে নগ্ন তরবারী হাতে এগিয়ে গেলেন হযরত উমর (রাযি.)। ইচ্ছা ছিলো এ নির্জন পরিবেশে নতুন ধর্মের প্রচারককে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিবেন। (মহান আল্লাহর পানাহ) তার

www.maktabatulabrar.com

ইচ্ছা ছিলো আর ছাড়বেন না তিনি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবার তিনি হত্যা করবেন।

ইতিমধ্যে তাঁর মনে একটা খেয়াল হলো, আজ আমার হাত থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষা করবে কে ? সুতরাং তাকে হত্যা করার আগে তার কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নেয়া যাক। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয়া যাক যে, সে কি করতে চায়, তার মনের আসল বাসনাটা কি? তরবারী নামিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন হযরত উমর (রাযি.)। জিজ্ঞাসা করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আচ্ছা বলোতো কোন্ কারণে তুমি একটি নতুন ধর্মের সূচনা করে আমাদের পরস্পরের মাঝে একটা বিবাদ লাগিয়ে দিলে ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সবকিছুর জবাবে সূরা আল-হাক্কাহ পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁরা আরবী ভাষা ভাষী, তাই পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ বুঝতে তাঁদের তেমন কষ্ট হয় না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আল-হাক্কাহ-এর যতটুকু অংশ হযরত উমর (রাযি.)কে পড়ে শুনালেন তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ

"এ দুনিয়া একদিন মহাপ্রলয়ের শিকার হবে। সে মহাপ্রলয় বা কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করেছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ফেরাউন এবং তার অনুচররা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূলকে অস্বীকার করার কারণে তারাও আল্লাহর হাতে পাকড়াও হয়েছে। এরপর এমন এক সময় আসবে যখন শিংগায় একটিমাত্র ফুৎকার দেয়ার দ্বারা পৃথিবী ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। আমলনামা প্রত্যেকের হাতে দিয়ে তাকে তা পড়তে বলা হবে। যাদের আমলনামা ভাল হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে মহা আনন্দে বসবাস করবে। যাদের আমলনামা খারাপ হবে তারা সেদিন সীমাহীন অনুশোচনা করে বলবে, হায়! আমার কোন কিছুই আজ আমাকে উপকার করতে পারছে না। যদি মৃত্যুই আমার শেষ হতো (বিচার না হতো)। এরপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা বিশ্বাস কর আমার রাসূলগণ (আ.) যা বলেন তা তাদের বানানো কথা নয় বরং তা আমিই অবতীর্ণ করেছি। এ কথা কোন কবি-সাহিত্যিক কিংবা জ্যোতিষী-গণকের কথা নয়। আমার নবী (আ.) গণ বানিয়ে কোন কথা বলেন না। এমনটি হলে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতাম।"

(সারমর্ম-সূরা আল-হাক্কাহ, পারা-২৯)

কথাগুলো অত্যন্ত উচ্চাংগের আরবী ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিরক্ষর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে এহেন সাহিত্যপূর্ণ ও অলংকার সমৃদ্ধ বক্তব্য শুনে মনে মনে হযরত উমর (রাযি.) ভাবলেন, এত সুন্দর কাব্যভাব সমৃদ্ধ ও ছন্দপূর্ণ কথাগুলো বলছে বিধায় সে হয়তো কোন কবি হবে কিংবা কোন কবির কাব্যই হয়তো সে আমাকে পড়ে শোনাচ্ছে। ঠিক তখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আল-হাক্কার এ আয়াত পড়লেন– 'অলা বি-ক্বওলি শা-ঈরীন।' যার অর্থ- 'এটি কোন কবির কাব্য নয়।' যা ছিল হযরত উমর (রাযি.)-এর মনের মধ্যকার একটি কল্পনার জবাব।

হযরত উমর (রাযি.) ভাবলেন, আমি মনে মনে একথাগুলোকে কবির কাব্য কল্পনা করলাম আর সে তা বুঝে ফেললো এবং আমার সে কল্পনার জবাব দিলো। তবে লোকটি হয়তো জাদুকর বা গণক হবে। ইতিমধ্যেই নবীকণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'অলা বি-ক্বওলি কা-হিনীন' অর্থাৎ এ বক্তব্য কোন জাদুকরের বক্তব্যও নয়। হযরত উমর (রাযি.) এবারও তার কল্পনার জবাব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কণ্ঠে শুনতে পেয়ে ভাবলেন, আমি যা কল্পনা করি সে তারই উত্তর দিয়ে দেয়। তবে এ বক্তব্য কার ? কোথা থেকেই বা এলো এ সুন্দর বাণী ? এরই মাঝে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, 'তানযীলুম্ মির রব্বিল আ-লামীন' অর্থাৎ–এ বাণী সারা দুনিয়ার প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকের সান্নিধান থেকে অবতারিত।

এ বিষয়টি ইবনে হিশামের একটি বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে। একবার এক গভীর রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে ইবাদত করার জন্য কাবাগৃহে যাচ্ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষতিসাধনের জন্য তাঁকে অনুসরন করে কাবাগৃহ পর্যন্ত গেলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগলেন। হযরত উমর (রাযি.) বলেন, আমি তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছাকাছি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নামাযের তিলাওয়াত শুনছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে তখন সূরা আল-হাক্কাহ পড়ছিলেন। বাকী কথা পূর্বের ন্যায়। (মুস্তফা চরিত, পৃঃ ৪০৩)

www.maktabatulabrar.com

এদিনের পর থেকে হযরত উমর (রাযি.)-এর মাঝে একটা ব্যতিক্রমী অনুভূতি নাড়া দিতে থাকলো। তার বিবেকের কাছে তিনি অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। সেদিনকার অবস্থায় উমর (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে চলে গেলেন এবং বিভিন্ন কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাটি তাঁর মনের মাঝে ভালভাবেই রেখাপাত করেছিলো।

এর কিছুদিন পর– কাফেরদের ষড়যন্ত্র বৈঠক চলছে। হযরত উমর (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) হত্যা করা হবে। সেমতে ঘোষিত হলো পুরস্কার। যে কেউ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যা করতে পারবে তাকে বড় ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে। দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত উমর (রাযি.)। সকলেই সমর্থন জানালো তাঁকে, এ ব্যক্তির পক্ষেই এ কার্য সম্পাদন সম্ভব। বেরিয়ে পড়লেন হযরত উমর (রাযি.), হাতে তার নগ্ন তরবারী।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার (নাউযুবিল্লাহ) ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে চললেন হযরত উমর (রাযি.)। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হলো একজন পরিচিত লোকের সাথে। নাম তার না'ঈম (রাযি.)। ইতিমধ্যেই গোপনে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রাযি.)কে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে কোথাও যেতে দেখে তিনি জানতে চাইলেন, কি হে উমর! এত দ্রুত তুমি কোথায় চলেছো ? হযরত উমর (রাযি.) জবাব দিলেন, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ ফায়সালা করতে যাচ্ছি।

সাহাবী হযরত নাঈম (রাযি.) ভাবলেন, সর্বনাশ! এত বড় ভয়ানক কথা। হযরত উমর (রাযি.) এর গতি ফিরাতে তিনি তাঁকে বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়। এ কাজ তুমি পারবে না। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, কেন ? হযরত নাঈম (রাযি.) বললেন, তবে তুমি এ বকরীর বাচ্চাটি ধরে দাও তো। হযরত উমর (রাযি.) অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাটি ধরতে পারলেন না। হযরত নাঈম (রাযি.) বললেন, সামান্য বকরীর বাচ্চাটি ধরতে পারলে না, তবে আল্লাহর বাঘ ধরবে কিভাবে ? হযরত উমর (রাযি.) বললেন, বুঝেছি হতভাগা তুইও বুঝি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ম গ্রহণ করেছিস। হযরত নাঈম

(রাযি.) নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, সে কথা পরে হবে, আগে তুমি তোমার নিজের ঘর সামলাও! তোমার বোন আর ভগ্নিপতি যে ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকি তোমার জানা আছে ? এ খবর শুনে হযরত উমর (রাযি.) রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং নিজের গতি পরিবর্তন করে বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর দিকে ছুটে চললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোনের বাড়ী পৌঁছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ। কান লাগিয়ে শুনলেন তারা যেনো কি পড়ছে। হযরত উমর (রাযি.)-এর বুঝতে বাকী রইলো না, এরা নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তারা যা পড়ছিলো তা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিতাব কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এবার সজোরে দরজায় আঘাত করলেন তিনি। আওয়াজ শুনে তারা দ্রুত তাদের পঠিত পবিত্র কুরআন লুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর দরজা খুলে দিলে হযরত উমর (রাযি.) গর্জন করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করলেন। বোন-ভগ্নিপতিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি জানতে পেলাম– তোমরা নাকি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ম গ্রহণ করেছো, জীবনে রক্ষা পেতে চাইলে এ মুহূর্তে সে ধর্ম পরিত্যাগ কর। আর তা না হলে এর জন্য এখনই তোমাদেরকে ভয়ানক পরিণতি বরণ করতে হবে।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ভগ্নিপতি এ কথা শুনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, তিনি বললেন, আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন, আমরা যে দ্বীন গ্রহণ করেছি তাই সত্য ও সঠিক বিধায় এক মুহূর্তের জন্যও আমরা আর সে দ্বীন পরিত্যাগ করতে পারবো না। এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত উমর (রাযি.) নিজ ভগ্নিপতির উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ভাইয়ের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে হযরত উমর (রাযি.)-এর বোন ফাতিমা (রাযি.)ও ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত হলেন। বোন-ভগ্নিপতি উভয়কে বেদম প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেললেন তিনি।

বোন-ভগ্নিপতিকে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তার সীমাহীন দয়া হলো, দিলটা খানিকটা নরম হয়ে এলো। এবার তিনি কিছুটা বললেন, আচ্ছা! তোমরা এতক্ষণ যা পড়ছিলে তা আমাকে একটু দেখাও তো।

www.maktabatulabrar.com

তারা জবাব দিলেন, আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর কালাম। অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না তাই আপনি ওযূ করে আসুন। হযরত উমর (রাযি.) অযূ করে এলে তারা তাদের পঠিত পবিত্র কুরআনের অংশ হযরত উমর (রাযি.)-এর হাতে দিলেন। হযরত উমর (রাযি.) তা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করলেন। আজকের এ তিলাওয়াত হযরত উমর (রাযি.) কিছুদিন পূর্বে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কণ্ঠে শ্রুত সূরা আল-হাক্কাহ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। দু'দিনের তিলাওয়াতেই হযরত উমর (রাযি.) এক ব্যতিক্রমী অনুভূতি আঁচ করলেন। আজ নিজের মুখে যে অংশ তিনি পাঠ করলেন তার সারমর্ম হলো নিম্নরূপ ঃ

'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও গুণগান করে থাকে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।'

(সুরা-হাদীদ-১)

এভাবে পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে হযরত উমর (রাযি.) এ আয়াতটিও পড়লেন, যার অর্থ হচ্ছে– 'এবং তোমরা মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ঈমান গ্রহণ করো।' (সূরা-হাদীদ-৭)

এতক্ষণে হযরত উমর (রাযি.)-এর মাঝে এক বিরাট বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়ে এসেছে তার পুরোনো দিনের অপবিত্র ধ্যান-ধারণা। হযরত উমর (রাযি.) আর স্থির থাকতে পারলেন না। মন মিনারে তিনি যেনো এক নতুন আলোকের সন্ধান লাভ করেছেন। ইতিমধ্যে অপূর্ব এক ভাব-বিহ্বলতার মাঝে তিনি ঘোষণা করলেন– 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'।

অর্থাৎ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং রাসূল।

এ দৃশ্য অবলোকন করে হযরত উমর (রাযি.)-এর বোন হযরত ফাতিমা (রাযি.) ও তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ (রাযি.) আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। আশাতীত এ সৌভাগ্যে তারা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করলেন। হযরত উমর (রাযি.) আর স্থির থাকতে

পারছিলেন না। তিনি প্রকম্পিত কণ্ঠে বার বার বলে চলছিলেন, কোথায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

আর বিলম্ব না করে নওমুসলিম হযরত উমর (রাযি.)কে সাথে নিয়ে হযরত সাঈদ (রাযি.) বেরিয়ে পড়লেন দারুল আরকাম অভিমুখে। ঐ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের পাদদেশে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের (রাযি.) বাড়ীতে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)কে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সকলকে তিনি দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তা'লীম দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত উমর (রাযি.) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে তখনো ছিলো খোলা তরবারী। খোলা তরবারী হাতে হযরত উমর (রাযি.)কে আসতে দেখে সাহাবীগণ (রাযি.) কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আসতে দিতে বললে হযরত আমীর হামযা (রাযি.) বললেন, আসতে দাও! সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকলে তো ভাল, অন্যথায় তার তরবারী দিয়েই তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হবে।

হযরত উমর (রাযি.) গৃহে প্রবেশ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে এসে হযরত উমর (রাযি.)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন, উমর! আর কত দিন অন্ধকারে ডুবে থাকবে, আর কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাতের পরশে হযরত উমর (রাযি.)-এর সমস্ত শরীর প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। তিনি উত্তর দিলেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবার আত্মসমর্পন করতে এসেছি, অধমকে দয়া করে আপনার পবিত্র কদমে ঠাঁই দিন। এরপর তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। এরপর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)ও একবাক্যে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। সে তাকবীর এত উচ্চ আওয়াজে উচ্চারিত হলো যাতে মক্কার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। গুঞ্জরিত হলো অলি-গলি, মাঠ-ঘাট আর পথ-প্রান্তর। তাকবীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়-পর্বত।

এতদিন যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা সকলে নিজেদের ইসলামকে গোপন রেখেছেন। কারণ কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা এতই

www.maktabatulabrar.com

বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাঁরা তাদের ইসলামকে প্রকাশ করতেও ভয় পেতেন। হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর পরিস্থিতি পাল্টে গেলো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলেন, আমরা সত্যধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও লুকিয়ে থাকবো কেন ? এই বলে তিনি দারুল আরকাম থেকে বের হয়ে সোজা বাইতুল্লাহ শরীফে যান এবং নিজের ইসলামের কথা সকলের সামনে ঘোষণা করেন। তার বিরুদ্ধে সামান্যতম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বা কথা বলতেও কোন মুশরিক সাহস পায়নি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রাযি.)কে এই বলে দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ! তুমি উমরকে হিদায়াত দান কর এবং তাকে দৃঢ়পদ রাখ।'

যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিনই সকলকে সাথে নিয়ে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস কারো হয়নি। কারণ, তারা জানতো হযরত উমর (রাযি.) কাউকে পরওয়া করে না, সে নিতান্তই নির্ভীক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এ ব্যতিক্রমী ভূমিকা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিনই তাকে 'ফারূক' (সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

হিজরতের সময় সকলে যখন গোপনে হিজরত করছিলেন, তখনো তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আমি মদীনায় যাচ্ছি। তোমাদের মাঝে আমাকে বাধা দেয়ার কেউ আছে কি ? কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে স্বামীহারা করতে চাও কিংবা নিজের সন্তানদের এতীম বানাতে চাও তবে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে হারাম শরীফের বাইরে এসো।'

এ ঘোষণায়ও কাফেরদের মাঝে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা কেউ কোন কথা বলারও সাহস করেনি। (বিরল ঘটনাবলী/৫৬)

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর হযরত উমর (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন হযরত উমর (রাযি.)-এর বয়স ছিলো প্রায় ৩৩ বছর।

এভাবেই হযরত উমর (রাযি.)-এর জীবনের একটি নবদিগন্ত রচিত হলো। সূচনা হলো আরেকটি নতুন জীবনের।

চাঁদের পরশ

'মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইনাইন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলো মুসলমানদের এক বিরাট বাহিনী। ইতিমধ্যে আমি দেখলাম তিনি তাঁর বাহিনীসহ একই সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলাম এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়া যায় না। এখনই একটা কিছু করে ফেলা দরকার। বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে চেষ্টা চালাতে লাগলাম। কিন্তু হায়! কোন চেষ্টাই যে কাজে আসছে না। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। অনেক অভিনব পদ্ধতিতেও চেষ্টা চালালাম। কিন্তু কোনটাই যখন ফলপ্রসূ হলো না তখন আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই এদের খোদাই এদেরকে রক্ষা করছেন। সুতরাং দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের উপর বিজয়ী হতে সক্ষম হবে না।'

কথাগুলো বলেছেন, বিশিষ্ট সাহাবী আল্লাহর তরবারী (সাইফুল্লাহ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)। তবে তখনো তিনি ছিলেন অন্ধকারের কুহেলিকায় নিমজ্জিত। লাভ করেননি তখনো তিনি 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী হওয়ার সম্মানজনক উপাধি। ছিলেন না তিনি একজন সাধারণ সাহবীও। বরং তিনি তখন ছিলেন কাফির নেতা, ইসলামের বিরুদ্ধশক্তির পৃষ্ঠপোষক। ইসলামের এতবড় দুশমন একদিন পরিণত হবেন ইসলামের বন্ধুতে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জবান থেকে তিনি লাভ করবেন 'সাইফুল্লাহ'-এর সম্মানজনক উপাধি। নেতৃত্ব দান করবেন ইসলামের পক্ষশক্তির। জয় করবেন ইরাক, হিরা, মোজীহ, সিরিয়া, দামেশ্‌ক, বসরা, ইয়ারমুক সহ অসংখ্য রাজ্য ও অঞ্চল– তা হয়তো তখন কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু কালের চাকা ঘুরে এক সময় সে অকল্পনীয় বিষয়টিই বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) কুফর-শিরক ও পৌত্তলিকতার বন্ধন মুক্ত হয়ে লাভ করলেন এক নূরানী জীবন। তিনি উদ্ভাসিত হলেন ইসলামের উজ্জ্বলতম আলোক রশ্মিতে। সকল অসভ্যতা ও বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে তিনি নিজেকে পরিণত করলেন একজন সোনার মানুষে। আর হাঁ, সে কথাই নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করছি।

৬ষ্ঠ হিজরীর কথা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারত তথা উমরা পালনের জন্য মক্কার পথে রওয়ানা

www.maktabatulabrar.com

হলেন। সাথে ছিলো চৌদ্দশত সাহাবীর এক বিশাল কাফেলা। মক্কার কাফেররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সংবাদ শুনে বিচলিত হলো, তারা ভাবলো তিনি দল-বল নিয়ে হয়তো মক্কানগরী দখল করতে আসছেন। তাই তারা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। আর মক্কার দক্ষ রণকুশলী খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে দুইশত সৈন্যসহ মক্কার বাইরে পাঠিয়ে দিলো মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) তাঁর দলবলসহ টহল দিয়ে চলছিলেন। তিনি সুযোগ সন্ধান করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো সুযোগ পেলেই মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কোন ছোট্ট অসীলা পেলেই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসবেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ভাবেই যুদ্ধের সকল পথ এড়িয়ে চললেন। কারণ তিনি 'যুদ্ধ নয় শান্তি' চান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রাযি.)কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে মক্কাবাসীদের জানালেন যে, তিনি মক্কা বিজয় কিংবা যুদ্ধ করতে আসেননি। তিনি এসেছেন পবিত্র বাইতুল্লাহ যিয়ারত ও উমরা পালন করার জন্য। সে সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতিহাসে যা 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে খ্যাত।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) এবং তাঁর সংগীরা এ চুক্তির চরম বিরোধিতা করলো। কারণ তাদের মতামত ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা এখন অস্ত্র-শস্ত্রহীন অবস্থায় আছে। এখন কোন সন্ধি না করে বরং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিপর্যস্ত করাই যুক্তিযুক্ত। তাঁর ধারণা ছিলো এমন সুযোগ হাতছাড়া করা হলে অচিরেই হয়তো মুসলমানগণ মক্কা-মদীনাসহ গোটা আরব ভূখণ্ডে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করবে। এ আশঙ্কা করেই কয়েকজন মক্কার লোক মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়া গিয়ে আশ্রয় নিলো। তারাও সন্ধি বিরোধী ছিলো।

যেহেতু খালিদ ইবনে ওয়ালীদও একইভাবে সন্ধি চুক্তির বিরোধী ছিলেন, সেহেতু তাঁকেও তারা সাথে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু খালিদ মক্কার ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য আরো কিছুদিন মক্কায় অবস্থান

করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তবে খালিদ ইতিমধ্যে নিজের মাঝে এক নতুন অনুভূতি লক্ষ্য করলেন। তিনি যেদিন দু'শ সংগীসহ মক্কায় আগমনরত মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন, সেদিন অনেক চেষ্টা করেও মুসলমানদের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারার ফলে তাঁর মাঝে ইসলামের প্রতি সামান্য দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি ভাবছিলেন, তবে কি ইসলামের অনুসারীরাই সঠিক পথের পথিক! ধীরে ধীরে সে দুর্বলতা প্রকট হতে লাগলো। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন অবস্থাদি ও ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করে দারুনভাবে প্রভাবিত হতে থাকলেন। এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে ইসলামের যথার্থ মাহাত্ম্য ও মহিমা অনুধাবন করতে লাগলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় হযরত খালিদ (রাযি.) প্রথমবারের মত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের সংস্পর্শ হলেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুতচরিত্র, উত্তম গুণাবলী, উন্নত স্বভাব ও অসাধারণ নীতি-নৈতিকতা আঁচ করতে পেরেছিলেন বিচক্ষণ মহাবীর হযরত খালিদ (রাযি.)। মুসলমানদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও প্রাণোৎসর্গী মনোভাব দেখে তিনি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন।

দিন যেতে লাগলো। মহাবীর খালিদের মনেও ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এখন তিনি মনের মাঝে ইসলামের প্রতি এক আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এবার তিনি অতীত জীবনকে নতুনভাবে খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন।

অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ (রাযি.)-এর এ অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুধাবন করতে পারলেন। এক পর্যায়ে তিনি খালিদের অপর ভাই হযরত ওয়ালীদ (রাযি.) (যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) তাঁর সাথে বিষয়টি আলোচনা করলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালিদের নিকট ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাওয়ার পরেও সে ইসলাম গ্রহণ করতে দেরী করছে কেন ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে এমন কথা শুনে হযরত ওয়ালীদ (রাযি.) ভাই খালিদের বরাবরে একটি চিঠি লিখলেন। সে পত্রে তিনি বললেন, ভাই! আজ হঠাৎ কেন যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার কথা স্মরণ

www.maktabatulabrar.com

করলেন এবং আপনার ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করলেন। এরপর হযরত ওয়ালীদ (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ সম্পর্কে যা আলাপ করেছেন তা সবিস্তারে সবই লিখলেন।

খালিদের মনে পূর্ব থেকেই ইসলামের মাহাত্ম্য জায়গা করে নিয়েছিলো। তিনি নিজ অন্তরে ইসলামের প্রতি এক অভিনব আকর্ষণ অনুভব করছিলেন। হযরত ওয়ালীদের (রাযি.) এ পত্র পেয়ে তার মনে হালকা অগ্নিতে পেট্রোল ঢেলে দেয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হলো। ইসলামের প্রতি এবার তার হৃদয়ের আকর্ষণ চূড়ান্তে পৌঁছে গেলো। তিনি আর এক মুহূর্তের বিলম্বও সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ নিজের অজান্তেই তাঁর মুখ থেকে তাওহীদের কালিমা উচ্চারিত হতে লাগলো। তিনি পড়ে ফেললেন, 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

হযরত খালিদ (রাযি.) এখন অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও মুসলমান হয়ে গেছেন। এবার দু'নয়নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক দর্শন লাভে তাঁর অন্তর দারুনভাবে তৃষিত হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমার মনের অবস্থা তখন এমন হলো যে, আমার যদি পাখা থাকতো তবে তৎক্ষণাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে আমার তপ্ত-তাপিত হৃদয় মনকে শীতল করতাম। আমার হৃদয়-মন সর্বস্ব তাঁর পবিত্র চরণে সমর্পণ করে ধন্য হতাম।'

এসব কল্পনার মাঝেই তৃষ্ণার্ত হৃদয়-মনের আকুল আবেদনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী দর্শন লাভের অভূতপূর্ব আকর্ষণে হঠাৎ মক্কার পানে ছুটে চললেন হযরত খালিদ (রাযি.)। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় নেই তিনি তাঁর নূরানী ও পবিত্র সত্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দর্শন লাভের আকুল আকাংখায় পাগলপারা হযরত খালিদ (রাযি.) আর মুহূর্তকালও মক্কায় বিলম্ব করতে পারলেন না। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই তিনি মদীনার পানে ছুটে চললেন। পথিমধ্যে হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাযি.)ও হযরত ইবনে আস (রাযি.) দ্বয়ের সাথে হযরত খালিদ (রাযি.) এর সাক্ষাৎ হলো। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি

জানতে পারলেন, তারাও একই আবেগ, একই অনুভূতি ও একই পিপাসায় পিপাসার্ত হয়ে মদীনার পানে ছুটেছেন।

এবার তারা তিনজন একই সাথে একই লক্ষ্যে গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলছেন। ওদিকে মদীনায় পূর্ব থেকেই এ তিন খ্যাতনামা বাহাদুর ব্যক্তির আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিনজনকে 'মনিমুক্তা সদৃশ পুত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, মক্কানগরী এতদিন পরে তার মুনিমুক্তাতুল্য তিন পুত্রসন্তানকে মদীনায় প্রেরণ করছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এহেন উক্তি শ্রবণ করে নবীপ্রেমিকগণের এক বিশাল কাফেলা তাদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকলো। তারা পবিত্র মদীনায় উপস্থিত হলে সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) সে বিশাল কাফেলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করলো।

হযরত খালিদ (রাযি.) যেনো এসব কিছুই অনুভব করতে পারছেন না। তাঁর মনে এক বাসনা, এক ধ্যান– তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা ব্যতীত যেনো কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না।

ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রাযি.)-এর ভ্রাতা ওয়ালীদ (রাযি.) দ্রুত এসে হযরত খালিদ (রাযি.)কে বললেন, ভাইজান! তাড়াতাড়ি চলুন! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত খালিদ (রাযি.) আরো ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি উড়ন্ত পাখির ন্যায় ছুটে গিয়ে পরম প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দরাবারে হাযির হলেন এবং সাথে সাথে সকলের সামনে পবিত্র কালিমা পাঠ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

হযরত খালিদ (রাযি.) অস্থির হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ সত্যধর্ম ইসলামের বিরোধিতা করেছি, আমার সে অপরাধরাশিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে

www.maktabatulabrar.com

সান্তনা দিয়ে বললেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার অতীতের সমস্ত পাপরাশি মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

হযরত খালিদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আরো কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে যার কোন কোন বর্ণনার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও মৌলিকভাবে তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনাটিকেই অনুসরণ করেছি।

ইসলাম গ্রহণ করে সত্যধর্মের আলোর ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) নতুন আলোয় পথ চলতে শুরু করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠ থেকে তিনি 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী উপাধি লাভ করলেন। বীরবিক্রমে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি করে চললেন। হযরত খালিদ (রাযি.) ছিলেন অপরাজেয় যোদ্ধা। তিনি জীবনে কোন যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করেননি। পরাজয় কাকে বলে তিনি তা জানতেন না। হযরত খালিদ (রাযি.)-এর নাম শুনলেই ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেতো। বীরযোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) ইসলামের অমীয় সুধা পান করে গোটা বিশ্বে এক মহাবিস্ময়ে পরিণত হয়েছিলেন। বীরত্বের অহমিকা, দাম্ভিকতা পরিহার করে একজন মাটির মানুষ হিসেবেই তিনি আত্মপরিচয় দান করতেন। এটাই ছিল ইসলাম নামের পরশ মানিকের অদৃশ্য স্পর্শ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামের নূরানী চাঁদের পরশের অলৌকিক প্রতিক্রিয়া।

বন্দী আসামী

দশ সহস্র দুর্দমনীয় সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী এগিয়ে চলছে মদীনা শরীফ হতে মক্কাভিমুখে। কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আখেরী নবী সরকারে দো'জাহাঁ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মাঝে মাঝে অযুতকণ্ঠের তাকবীর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছে হেজাজের পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট, মুখরিত হচ্ছে আকাশ-বাতাস।

দৃশ্যটি ছিলো মক্কা বিজয়কালীন সময়ের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পবিত্র মদীনা হতে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। চলতে চলতে কাফেলা পৌঁছে গেলো মক্কার অদূরে

অবস্থিত 'মাররুজ যাহরান' নামক স্থানে। রাত্রিযাপনের জন্য কাফেলার শিবির স্থাপিত হলো তথায়। রাতের খানা তৈরী করার জন্য আগুন জ্বালাতে হলো। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বেশী পরিমাণে চুলা তৈরী করতে হুকুম দেয়া হলো। যাতে মক্কার দাম্ভিক কুরাইশ সম্প্রদায় মুসলিম সৈন্যসংখ্যার আধিক্য বুঝতে পেরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে জেনে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান তিন সদস্যের একটি বাহিনী নিয়ে বিষয়টি সরেজমীনে তদন্তের জন্য মক্কার বাইরে ঘুরে ফিরে খোঁজ-খবর নিতে লাগলো। গভীর অন্ধকার রাতে মাররুজ যাহরান উপত্যাকায় অসংখ্য চুলা জ্বলতে দেখে দক্ষ আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো ওটাই মুসলমানদের শিবির। সে ধীরে ধীরে আগাতে লাগলো সেদিকে।

অপর দিকে মুসলিম শিবিরের চতুস্পার্শ্বে একদল মুসলিম মুজাহিদ সহ পাহারারত আছেন হযরত উমর (রাযি.)। বীরদর্পে শিবিরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। হঠাৎ হযরত উমর (রাযি.)-এর নযরে পড়লো আবু সুফিয়ান। এই সেই আবু সুফিয়ান যে দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইসলাম ও মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। মক্কায় থাকাকালীন খোদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কত নিষ্ঠুর আচরণই না সে করেছে। আর দেরী নয় হযরত উমর (রাযি.) টহল সঙ্গীদের নিয়ে ঘিরে ধরলেন আবু সুফিয়ানকে। সাথে আটকা পড়লো আবু সুফিয়ানের সংগী আরো দু'জন, হাকীম ইবনে হেযাম ও বুদাইল ইবনে আরকা।

হযরত উমর (রাযি.) বন্দীত্রয়কে নিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যের শত্রুদেরকে সমূলে নিপাত করে দেয়ার সময় এসে গেছে। ইসলামের একজন বড় দুশমন আবু সুফিয়ান আজ আমাদের হাতে বন্দী। দয়া করে অনুমতি দিন আর বিলম্ব করা যায় না আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেব।

www.maktabatulabrar.com

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)কে বারণ করে বললেন, কাল ভোরে বন্দী আবু সুফিয়ানকে আমার সামনে হাজির করবে। পরদিন ভোরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ মতে আবু সুফিয়ানকে 'দরবারে রিসালাতে' হাজির করা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে সামান্যতম প্রতিশোধ স্পৃহা ছিলো না। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও আদুরে কণ্ঠে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, এখনো কি তোমার একথা বুঝে আসেনি যে, এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই?

উত্তরে আবু সুফিয়ান বললো, আমার মাতা-পিতা আপনার কদমে কুরবান হোক! আপনি কত উদার কত ধৈর্য্যশীল, আপনার স্নেহ-মমতা বেনযীর। আমারও তো এখন মনে হচ্ছে যে, যদি আমার উপাস্যরা সত্য উপাস্য হতো, তবে এ বিপদ মুহূর্তে তারা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতো।

আবু সুফিয়ানের মাঝে সত্যের আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু সুফিয়ান! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এখনো কি তুমি বুঝে উঠতে পারছো না যে, আমি মহান আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল?

আবু সুফিয়ান ভেবেছিলো, আমার তো কোনক্রমেই রক্ষা নাই। বন্দী হওয়ার পর থেকে এ সময় পর্যন্ত সে শুধু তাকে কখন যেনো হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়, তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলো। কিন্তু এবার নবী আদর্শের মহত্ত্ব ও উদারতার সুযোগে সে স্পষ্টভাবে উত্তর দিলো, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক আপনি কত মহৎ, কত ধৈর্যশীল। আপনার স্নেহ-মমতা অতুলনীয়। তবে আপনি সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে এখনো আমার কিছুটা সন্দেহ আছে।

হযরত আব্বাস (রাযি.) আবু সুফিয়ানের এ আগড়াম-বাগড়াম দেখে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে রাগত স্বরে বললেন, আবু সুফিয়ান! তোমাকে এখনো বলছি– সময় থাকতে তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, অন্যথায় আমাদের লোকেরা তোমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

কারো কারো মতে বাইরে তখন হযরত উমর (রাযি.)-এর গর্জন শোনা যাচ্ছিলো। তাই আর দেরী করার সুযোগ নেই ভেবে সে দ্রুত পড়ে নিলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'। আবু সুফিয়ান এবার হয়ে গেলেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয়া সাহাবী হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) যিনি কিছুক্ষণ আগেও ছিলেন ইসলামের একজন বড় শত্রু তিনি ক্ষণিকের ব্যবধানে পরিণত হলেন ইসলাম ও মুসলমানদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে। তিনি যেহেতু কুরাইশদের নেতা ছিলেন তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্মানের বিষয়টি বিবেচনা করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, মক্কায় প্রবেশের সময় ঘোষণা করে দিবে, কেউ যদি আজ আবু সুফিয়ানের (রাযি.) ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে নিরাপদ থাকবে। আরো ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন, যদি কেউ কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বেলিত না হয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

এভাবেই আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর মত কুরাইশদের একজন প্রভাবশালী সরদার ইসলামের পরশে অবাধ্যতা ও কুফরীর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

হযরত আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর হাতে বন্দী হলে হযরত উমর (রাযি.) তাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে আসেন। এখানে কোন কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এভাবে–

হযরত আব্বাস (রাযি.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খচ্চরে চড়ে মাররুয যাহরান থেকে মক্কায় যেতে লাগলে পথিমধ্যে একস্থানে হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) ও তার সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং হযরত আব্বাস (রাযি.) তাদেরকে বলেন, এবার মজা বুঝবে, কারণ– ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.maktabatulabrar.com

নিজে নিবেদিত প্রাণ একদল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মক্কার অদূরে মাররুয যাহরানে পৌঁছে গেছেন, এবার আর কুরাইশদের রক্ষা নাই।

এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি এখন কি করতে পারি। হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, একটাই পথ, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া। এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। তুমি যেতে চাইলে আমি তোমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারি। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে নিজের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। একথায় রাজি হয়ে আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর খচ্চরের পিছনে চড়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলেন অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উপরের দু'টি বর্ণনার মধ্যে শেষে আলোচিত বর্ণনাটিই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে অধিক গ্রহণযোগ্য। যেভাবেই হোক হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মুসলমানদের সাথে ইতিহাস খ্যাত হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাইফ অভিযানেও তিনি শরীক হন। শেষ বয়সে তিনি দু'টি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। তাঁর একটি চোখ তাইফ অভিযানের সময় নষ্টপ্রাপ্ত হয়। আর অপরটি নষ্ট হয়ে যায় ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে। সে যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পবিত্র মক্কার পথে দশ হাজার মুসলিম বাহিনীর কাফেলা যেদিন রওয়ানা হয়, সেদিনটি ছিলো অষ্টম হিজরীর মাহে রমাযানের দশম তারিখ। আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর প্রকৃত নাম ছিলো, সখর। আবু সুফিয়ান ছিলো তাঁর ডাক নাম বা কুনিয়াত। তার পিতার নাম "হরব"।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন তিনি কাফের কুরাইশদের নেতৃত্বের আসনে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও তেমনি তিনি মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হতেন।

আলোর মিছিল

এক টুকরো ছেঁড়া কম্বল। এছাড়া আর কিছুই নেই তাঁর। তিনি হয়ে পড়েছেন সহায় সম্বলহীন। মাথা গোজার একটু ঠাঁই নেই, সময়মত এক মুঠো খাবার নেই, শরীর ঢেকে রাখার মত একটু ভাল কাপড় নেই। জীবন যাপনের অনেক প্রয়োজনীয় সামান-পত্র থেকেই তিনি আজ বঞ্চিত। না! তিনি তো কোন দুঃস্থ বাপের সন্তান নন। তাঁর পিতা অগাধ সম্পদের মালিক। তিনি নিজেও এক সময় পরিধান করতেন বাজারের সবচাইতে সেরা কাপড়। ঝকঝকে বেশ ক্বীমতী কাপড় পরিধান করে তিনি যখন মক্কার অলি গলিতে বিচরণ করতেন, তখন তার আগে-পিছে চলতো অনেক চাকর-বাকর, দাস-দাসী আর্দালী-চাপরাসী।

কিন্তু তাঁর বাপতো এখনো অঢেল সম্পদের মালিক তা সত্ত্বেও তাঁর এ করুণ অবস্থার কারণ কি ? একটিই কারণ আর তা হচ্ছে তিনি শরীক হয়েছেন আলোর মিছিলে। ইসলাম নামের পরশ পাথরের ছোঁয়ায় তিনি নিজেকে পরিণত করেছেন একজন সোনার মানুষ হিসেবে। এটাকি কোন অপরাধ ? নিশ্চয়ই না, আর তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ঐ ধনসম্পদের ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে সাগ্রহে গ্রহণ করে নিয়েছেন ইসলাম, বরণ করেছেন সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার। ইসলামের জন্য এহেন ত্যাগী মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাযি.)।

ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে পবিত্র মক্কায় আগমন করে পবিত্র মদীনার অধিবাসী যেসব লোক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে স্বর্ণ মানবের কাফেলায় নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, তাঁদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দানের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাযি.)কে শিক্ষক হিসেবে মক্কা হতে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব যখন আদর্শের প্রশিক্ষক হিসেবে মদীনা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর অঙ্গভূষণ ছিলো মাত্র একটুকরা ছেঁড়া কম্বল।

হযরত মুস'আব (রাযি.) চলে গেলেন, মদীনায়, সাথে ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)। ইসলামের আক্ষরিক কিংবা বর্ণনাগত দাওয়াতের চাইতে তার মোহনীয় আদর্শই ছিলো সর্বাধিক ফলপ্রসূ দাওয়াত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বল্প সময়ের সংস্পর্শ লাভে ধন্য প্রত্যেক সাহাবী (রাযি.) এক একটি পরশ পাথরে পরিণত হয়েছিলেন। আদর্শিক, নৈতিক সহ প্রায় সকল মানবিক দিক

www.maktabatulabrar.com

থেকে মৃত মানুষগুলো যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনায় পরিণত হয়েছিলেন, এখানেও ঠিক তেমনি ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা তখনো মদীনায় সৃষ্টি হয়নি। তাই প্রশিক্ষকদ্বয় কতিপয় মুসলমানকে সংগে নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটি নিভৃত স্থানে বসে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার প্রসার কার্য চালাতে লাগলেন। মোহনীয় আদর্শ আর পবিত্র কুরআনের মনোরম তিলাওয়াতে মূর্খসমাজের লোকেরা জ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত হয়ে একে একে তাদের ডাকে 'লাব্বাইক' বলতে থাকলো।

তৎকালীন মদীনার গোত্রপ্রধান ছিলো সা'দ বিন মা'আয। তার কানে এ খবর পৌঁছুতেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। যে গোত্রে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিলো সে গোত্রের নাম ছিলো আবদুল আশহাল গোত্র। যার সরদার ছিলো উসাইদ নামক এক ব্যক্তি। সা'দ বিন মা'আয তৎক্ষণাৎ উসাইদকে ডেকে পাঠালো। উভয় গোত্রপতি মিলে কি করা যায় ভাবতে লাগলো। পরামর্শ চলছে, বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে, এক পর্যায়ে সা'দ উসাইদকে লক্ষ্য করে বললো–

মহাসর্বনাশ! এ লোক দুটি সেই কোথাকার মক্কা হতে এসে আমাদের দেশের সরলপ্রাণা লোকদের পথভ্রষ্ট করছে। এখন দেখছি একেবারে আমাদের মাথার উপর চড়ে বসেছে। আমাদের নিজ গোত্রের লোকদের মধ্যে এরা এদের তৎপরতা চালাতে শুরু করেছে। আর সহ্য করা যায় না। উসাইদ! তুমি এক্ষণি সেখানে যাও। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এমনভাবে শাসিয়ে দিবে যাতে তারা আর কোন দিন আমাদের এ এলাকার দিকে পা বাড়াতে সাহস না পায়।

উসাইদ পূর্ব থেকেই মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলো। এবার প্রধান দলপতির নির্দেশ পেয়ে সে চরমভাবে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং সাথে সাথে অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে মুসলমানদের সে নীরব নিভৃত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালি দিতে দিতে সে বলতে লাগলো, ওরে দুরাত্মার দল, আমাদের দেশে এসেছিস কেন ? আমাদের দেশের সরল মানুষগুলোকে প্রতারণার ছলে ধর্মান্তরিত করতে ? যদি তোদের প্রাণের মায়া থেকে থাকে, তবে এক্ষণি এখান থেকে ভেগে যা। আর তা না হলে এখানেই তোদের শেষ ফায়সালা করে দিব।

বিকারগ্রস্ত লোকের ন্যায় এমনি ধরনের বিভিন্ন কটুবাক্য ও হুমকি-ধমকি দিয়ে উসাইদ যখন একটু শান্ত হলো, তখন হযরত মুস'আব (রাযি.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আরে মহাশয়! এত চটে গেলে চলবে কিভাবে ? একটু শান্ত হয়ে বসুন। আর আপনি যেহেতু গোত্র প্রধান সেহেতু আমরা কি বলতে চাই তাও একটু শুনুন। আমাদের কথাগুলো আপনার বিবেকের বিচারে যদি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, তবে আপনি তা গ্রহণ করুন। আর যদি আপনার বিবেকের বিচারে তা অবাস্তব, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে মনে হয়, তবে আপনি নিজেও তা উপেক্ষা করুন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করুন। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

উসাইদের অত্যন্ত রুঢ় ও চরম উগ্র এবং কর্কশ আচরণের পরেও হযরত মুস'আব (রাযি.)-এর মুখ থেকে এত সুন্দর নম্র ও যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য শ্রবণ করে উসাইদ কিছুক্ষণ বিষয়টি নিয়ে ভাবলো–অতঃপর সে বললো, আচ্ছা বলো দেখি তোমরা কি বলতে চাও।

এখান থেকেই উসাইদের জীবনে আলো সংযোজনের সূচনা হতে যাচ্ছে। অন্ধকারের কুহেলিকা থেকে মুক্তিলাভের এখানেই হতে যাচ্ছে শুভ সূচনা। হযরত মুসআবের (রাযি.) ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে উদ্বেলিত ও নিবেদিত সাহাবী এবং তার মত একজন পরশ পাথর তুল্য মানবাত্মার সামান্য সময়ের সংস্পর্শ উসাইদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিতে যাচ্ছে।

হযরত মুস'আব (রাযি.) তখন অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ধারায় এবং প্রাঞ্জল ভাষায় আর ধীর গম্ভীরভাবে উসাইদের সামনে ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরলেন। বিভিন্ন প্রমাণাদি সহ অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তিনি উসাইদকে ইসলামের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বুঝাতে চেষ্টা করলেন। আর পরিশেষে প্রয়োগ করলেন সে কুদরতী দাওয়াই, যা এ যাবৎ হাজারো অন্ধকার নিমজ্জিত ভ্রান্ত পথযাত্রীকে টেনে এনে সঠিক পথের পথিক হিসেবে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছে। অর্থাৎ এবার তিনি পবিত্র কুরআনের প্রাঞ্জল কয়েকটি আয়াত তাকে পড়ে শোনালেন।

কি অপূর্ব আকর্ষণ, কি আশ্চর্য কার্যকারিতা, কি মোহনীয় প্রতিক্রিয়া। চরম আক্রোশ আর উত্তেজিত হয়ে আসা উসাইদ এবার ধরাসায়ী হয়ে পড়লেন। হযরত মুস'আব (রাযি.)-এর দীর্ঘক্ষণের আলোচনা শুনতে শুনতে তার মনের গতি ইতিমধ্যেই পাল্টে গেলো। তিনি তার পিছনের জীবনকে ভুল ভাবতে শুরু করলেন। সর্বপরি পবিত্র কুরআনের কয়েকটি

www.maktabatulabrar.com

আয়াতের সুমধুর তিলাওয়াত তাঁকে দারুনভাবে প্রভাবিত করলো। এ পর্যায়ে তিনি নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, আহ! কতই না সুন্দর!

হযরত মুস'আব তাকে বললেন, উসাইদ! আরো বিলম্ব করবে ? উসাইদ আর সামান্য পরিমাণও বিলম্ব করতে রাযী নন। তিনি জানতে চাইলেন, এ আলোর মিছিলে শরীক হতে তাকে কি করতে হবে। হযরত মুস'আব (রাযি.) তাকে গোসল করে পবিত্র হয়ে আসার কথা বললেন। তৎক্ষণাৎ তিনি গোসল করে শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করে আত্মিক পবিত্রতা লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এবং তখনই তিনি পবিত্র কালেমা পাঠ করে মহান আল্লাহর দরবারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। এভাবেই তিনি ইসলাম নামের পরশ পাথরের পরশে নিজেকে সোনার মানুষে পরিণত করলেন। এখন থেকে তিনি হলেন সত্যপথের অনুসারী এক মহামানব।

ইসলামের এ সুমহান কাফেলায় কেউ শরীক হওয়ার পর তার স্কন্ধে দায়িত্ব অর্পিত হয় ইসলামের উন্নতি অগ্রগতি, প্রচার-প্রসার তথা অন্যকে এ মহান কাফেলায় শরীক করার চেষ্টা চালানোর মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করার মহান কার্য চালিয়ে যাওয়া। হযরত উসাইদ (রাযি.) সে বিষয়টি অনুধাবন করতে ভুল করেননি। তিনি এবার প্রধান গোত্রপতিকে এ আলোর মিছিলে শামিল করার চিন্তায় আত্মনিয়োগ করলেন। যাতে এ দ্বীনের ব্যাপক প্রসারের পথ সুগম হয়। তিনি হযরত মুস'আব (রাযি.)কে বললেন, আমি এখন আমাদের প্রধান দলপতি সা'দ-এর কাছে যাচ্ছি। কোন কৌশলে আমি তাঁকে আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা তাকে ইসলামের মাহাত্ম সম্পর্কে বুঝাবেন। এর ফলে মহান আল্লাহ যদি তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করেন, তার হৃদয়তন্ত্রী হতে অন্ধকার দূরীভূত করে যদি আলোর বিচ্ছুরণ ঘাটান, তবে একটা মহাকার্য সম্পাদিত হবে। কারণ আমার বিশ্বাস সা'দ যদি আমাদের কাফেলায় শরীক হয় তবে এ গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস আর কারো হবে না।

এ কথাগুলো বলে হযরত উসাইদ (রাযি.) তথা হতে প্রস্থান করলেন। তিনি এখানে এসেছিলেন ইসলামকে তথা ইসলামের প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করতে। এসেছিলেন ইসলামের বাহকগণকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতের কীর্তি বুঝা ভার। এবার তিনি ফিরে যাচ্ছেন নিজেই ইসলামের একজন প্রচারক হয়ে। তিনি এসেছিলেন শত্রু হয়ে, ফিরে

যাচ্ছেন বন্ধু হয়ে। এসেছিলেন অন্ধকারের কুহেলিকায় নিমজ্জমান অবস্থায় আর ফিরে যাচ্ছেন আলো ঝলমল এক উজ্জ্বল জ্যোতির বাহক হয়ে।

হযরত উসাইদ (রাযি.) সোজা চলে গেলেন গোত্রপতি সা'দ-এর কাছে। হযরত উসাইদ (রাযি.)কে দেখেই সা'দ বলে উঠলো, তোমার গতিবিধি বড় ভাল মনে হচ্ছে না। বোধ হয় তুমি বড় বিশেষ কিছু করতে পারোনি। আচ্ছা বলো তুমি কি করে এলে ?

সা'দের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কৃত এ প্রশ্নের জবাবে হযরত উসাইদ (রাযি.) অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললেন, আমি আগন্তুক পরদেশীদ্বয়ের সাথে কথাবার্তা বলেছি। তাদের ভূমিকায় বিচলিত হওয়ার তো তেমন কিছুই দেখলাম না। আমি তাদেরকে তাদের এহেন তৎপরতা থেকে ফিরে থাকতে বললে, তারা কোন বাক বিতণ্ডা না করে বললো, ঠিক আছে আপনি যা বলেন আমরা তাই করবো।

তবে একটা কথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করছি, আর তাহলো আপনার খালাতো ভাই আস'আদ যে ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকে নাকি হারিসা বংশের লোকেরা হত্যা করে ফেলবে। আমি আস'আদকে মক্কার ঐ দুই ব্যক্তির কাছে দেখে এসেছি। ফিরে আসার সময় পথে শুনতে পেলাম হারিসা গোত্রের লোকেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আস'আদকে হত্যা করার জন্য সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। আর হারিসা গোত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আপনাকে অপমানিত করা। আস'আদ যেহেতু আপনার বংশের লোক, আপনার খালাতো ভাই তাই তাকে হত্যা করে তারা আপনাকে অপমান করতে চায়।

একথা শুনে সা'দ খুব বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়লো। সে আর বিলম্ব না করে আস'আদকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করে নিজের এবং নিজ গোত্রের সম্মান ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে হযরত মুস'আব (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলো। সা'দ তখন অত্যাধিক ক্রোধ ও আক্রোশে ফেটে পড়ার উপক্রম। গোস্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে নগ্ন তরবারী হাতে তেজদীপ্ত কণ্ঠে হযরত আস'আদ (রাযি.)-কে লক্ষ্য করে সে বলতে লাগলো, তোকে কিছু বলার ভাষা আমার নেই। তবে তোর সাথে যদি আমার ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক না থাকতো, তবে এতক্ষণ তোর মুণ্ড এ ভূমির উপর গড়াগড়ি করতো। তোরা এখানে একটা জুয়াচুরীর ফাঁদ পেতে আমাদের এলাকার বোকা লোকদের মজাতে বসেছিস।

www.maktabatulabrar.com

এভাবেই সা'দ গর্জন করে চলছিলো। বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হযরত মুস'আব (রাযি.) সা'দকে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে দিলেন না বরং পূর্বের ন্যায় অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে ও যুক্তিযুক্ত বক্তব্যের প্রভাবে এবং মোহনীয় আদর্শের ছোঁয়ায় তাকে বশে আনার চেষ্টা করলেন। এহেন দুর্ব্যবহারের জবাবে অকল্পনীয় সম্ভ্রান্ততা ও নম্রতার আদর্শে বিমোহিত হয়ে সা'দ খানিকটা শান্ত হলো।

এবার হযরত মুস'আব (রাযি.) সা'দের সামনে ইসলামের সারগর্ভ বক্তব্য তুলে ধরলেন। সা'দ অমুসলিম হলেও সে গোত্রপতি। তার একটা জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তো ছিলো। যার দ্বারা সে হযরত মুস'আব (রাযি.)-এর আলোচনার যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করলেন। অন্য সকলের ন্যায় সা'দকেও ইসলামের যৌক্তিক ও আদর্শিক নীতি-নৈতিকতা আকর্ষণ করলো। এবার হযরত মুস'আব (রাযি.) সে মহামন্ত্রের প্রয়োগ করলেন, যা হযরত উমর (রাযি.)-এর মত কঠিন ব্যক্তিকেও মোমের মত নরম করে দিয়েছিলো। অন্ধকার পথযাত্রী অসংখ্য পথিককে দেখিয়েছিলো আলোর পথ, শরীক করেছিলো আলোর মিছিলে। আর তা হচ্ছে তিনি মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের সুমধুর কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালেন।

হযরত মুস'আব (রাযি.)-এর তিলাওয়াত শেষ হতেই তা সা'দকে মন্ত্রের ন্যায় অসাধারণভাবে প্রভাবিত করলো। তবে এ মন্ত্র সে মন্ত্র নয়, যে মন্ত্র মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ করে দেয়, যা মানুষকে বোধশূন্য করে ফেলে। বরং এ মন্ত্র এমন এক মন্ত্র, যা মানুষের বিবেক-বিবেচনাকে করে সজীব, করে জাগ্রত। তাদেরকে চলতে শিখায় সত্যের পথে, শরীক হতে শিখায় আলোর মিছিলে। প্রদর্শন করে এক নূরানী পথ। হযরত সা'দও সেভাবেই প্রভাবিত হলেন। জাগ্রত হলো তার বিবেক বুদ্ধি। অত্যন্ত ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে তিনিও সত্য, সঠিক ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি পড়ে নিলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

হযরত উসাইদ (রাযি.)-এর ন্যায় হযরত সা'দ (রাযি.)ও এসেছিলেন হযরত মুস'আব (রাযি.)সহ অন্য সকল মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে প্রয়োজন হলে মেরে পিটিয়ে এ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। যাতে তারা এখানে ইসলাম প্রচার

করতে না পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতী খেলা বুঝার সাধ্য কার ? বড় দুশমন এবার সামান্য সময়ের সংস্পর্শে, মহত্তম আদর্শের সামান্য ছোঁয়ায় বড় বন্ধুতে পরিণত হলো।

এদিকে সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো। তারা ভাবতে লাগলো গোত্রপতি সা'দ সেখানে গিয়েছে, এবার সে মুসলমানদের বারটা বাজিয়েই তবে ছাড়বে। সা'দ (রাযি.)-এর যাওয়ার পর থেকে একে একে অনেক লোক আশহাল গোত্রের সভাকক্ষে একত্রিত হলো। তারা সা'দের (রাযি.) আগমন ও তার কার্য বিবরণী শুনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। এক সময় ঠিকই হযরত সা'দ (রাযি.) সেখানে এসে হাযির হলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি সুকৌশলে সকলকে লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন, হে আশহাল গোত্রের লোক সকল! তোমরা সঠিকভাবে বলো আমাকে তোমরা কেমন লোক মনে করো ?

সকলেই সমস্বরে উত্তর দিলো, আপনি আমাদের গোত্রপ্রধান, আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা। আপনার জ্ঞান গভীরতা ও ন্যায়-নীতি সকলের কাছে স্বীকৃত। এবার হযরত সা'দ পুনরায় বললেন, যদি তাই হয় তবে শুন, আমি পৌত্তলিকতার অনাচার, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার সব পরিহার করে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং এখন থেকে তোমাদের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তবে তোমরাও যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন করে এক আল্লাহর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে যাও, তবে এখনো আমি পূর্বের ন্যায় তোমাদের গোত্রপতিই থাকবো।

অপর গোত্রপ্রধান হযরত উসাইদ (রাযি.) তো পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এ দুই গোত্রপ্রধানের ইসলাম গ্রহণের ফলে অবশেষে সেদিনই একই সময়ে আসহাল গোত্রের সকলে একত্রে ইসলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিলেন। এবং নারী-পুরুষ সকলে মিলে এক আল্লাহর উপর এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে পড়ে নিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

এভাবেই দু'জন গোত্রপতিসহ একটি গোত্র একই সাথে মহাসত্যের সন্ধান লাভ করলো। সকলে মিলে শরীক হলো এক নূর ঝলমল আলোর মিছিলে।

www.maktabatulabrar.com

প্রতিশোধ

নির্জন, নিভৃত সাফা পর্বত। গভীর ধ্যানে মগ্ন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ জগৎ থেকে যেনো তিনি ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন। সংবাদ পেলো দুরাচার আবু জাহ্ল। দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। বিভিন্ন প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জুড়ে দিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে। যাতে তিনি ধৈর্য্য হারিয়ে অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম হলো না সে।

এবার দুরাচার আবু জাহল অত্যন্ত নোংরা ভাষায় ইসলামের প্রতি বিভিন্ন কটুক্তি করতে লাগলো। তা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করে রইলেন। শয়তান আবু জাহল কোনক্রমেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্যহারা করতে না পেরে এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র শরীরে আক্রমণ চালাতে উদ্যত হলো। একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে তা সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মস্তকে নিক্ষেপ করলো। পাথরের আঘাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মস্তক ফেটে বিগলিত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। রক্তে লাল হয়ে গেলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মুবারক। কিন্তু রহমতের সাগর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এতেও বিন্দুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হলো না। তবে আবু জাহলের এ মূর্খতা দেখে তিনি নিজেই ব্যথিত হয়েছেন, আহ ! এলোকগুলো এতই নির্বোধ যে, নিজের ভাল-মন্দ পর্যন্ত বুঝে না।

রক্তাক্ত শরীর নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী চলে এলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কাউকেই কিছু বললেন না। তবে মক্কার একজন ক্রীতদাসী দূর থেকে আবু জাহলের দুর্ব্যবহার সম্পূর্ণই দেখেছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আরবের বীরযোদ্ধা হামযা (রাযি.) সফর থেকে বাড়ী ফিরে আসার সাথে সাথে ঐ ক্রীতদাসী হামযা (রাযি.)-এর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে দিলো। হামযা (রাযি.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।

এ বিবরণ শুনে তিনি রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমার ভাতিজা সৎ ও মহৎপ্রাণের মানুষ। সে এমন কি অপরাধ করেছে, যার কারণে যখন তখন যে কেউ তাকে যেখানে সেখানে অমানসিকভাবে প্রহার করবে ? 'গাছ, পাথর, মানুষের তৈরী মূর্তি খোদা হতে পারে না। সুতরাং এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সকলকে'- এ কথা বলা কি কোন অন্যায় কাজ। পাষণ্ড আবু জাহল আমার ভাতিজার সাথে যখন তখন এভাবে অন্যায় আচরণ করতে থাকবে ? আর আমি তা নীরবে সহ্য করবো ? না ! তা কোন দিনও হতে পারে না।

হযরত হামযা (রাযি.)-এর আলোড়িত বীর হৃদয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। কালবিলম্ব না করে তিনি আবু জাহলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আজ আবু জাহলকে তার এ অন্যায় আচরণের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই তবে ছাড়বেন। দ্রুতবেগে ঘোড়া নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে তিনি নিজের শিকার আবু জাহলকে খুঁজছেন। আর মনে মনে ভাবছেন এক নতুন কথা.......

আমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরপরাধ। তিনি সত্যের সেবক, তিনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিপ্রত্যয়ী। আর আবু জাহল দুরাচার-পাষণ্ড, সে কেবল বিদ্বেষ, হীনস্বার্থ ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমার অতি প্রিয় ভাতিজার উপর নির্মম আচরণ চালিয়ে যাচ্ছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে এসব অত্যাচার সহ্য করছেন করুণ, কিন্তু তাই বলে তিনি কি অসহায় ? কোনদিনও নয়। সুতরাং আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর সহোদর ভ্রাতা হামযা এ অন্যায় আচরণ কোনদিনও সহ্য করতে পারে না।

এসব চিন্তা-ভাবনার মাঝেই হঠাৎ হামযা (রাযি.) আবু জাহলকে পেয়ে গেলেন। সে তখন একটি স্থানে বসে কুরাইশ নেতাদের সাথে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিলো। ইতিমধ্যে হামযা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত হয়ে বীরদর্পে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, পাষণ্ড ! তুই আমার ভাতিজা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাবি আর আমি সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবো, তুই জানিস কার গায়ে তুই হাত তুলেছিস ? বলেই ধনুক দ্বারা আবু জাহলের মস্তকে সজোরে আঘাত করলেন। আর বললেন, তার ধর্মের কারণে তার প্রতি এ অত্যাচার ? তবে শুনে রাখ! আমিও তার ধর্ম গ্রহণ

www.maktabatulabrar.com

করেছি, তোর ক্ষমতা থাকলে আমাকে যা করতে পারিস কর। আমীর হামযা (রাযি.)-এর বীরসুলভ আঘাত কোন সাধরণ ব্যাপার নয়। আবু জাহলের মস্তক ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগলো। আবু জাহলের এ দুর্গতি দেখে তার গোত্রের কয়েকজন ছুটে এলো হামযা (রাযি.)-এর দিকে। কিন্তু আজ অবস্থা বেগতিক লক্ষ্য করে আবু জাহল তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, তোমরা থাম–আজ হামযার (রাযি.) সাথে কেউ লড়তে যেও না।

আবু জাহলকে রক্তাক্ত করে রেখে হামযা (রাযি.) সোজা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি আনন্দিত হও। আমি এইমাত্র তোমার প্রতি অত্যাচারের যথাযথ প্রতিশোধ নিয়ে এলাম। নিজের শ্রদ্ধার পাত্র চাচার মুখ থেকে সম্পূর্ণ বক্তব্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শুনলেন ঠিক, কিন্তু তিনি তাতে তেমন কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করলেন না। কারণ যিনি সর্বদা মানুষের মুক্তি চিন্তায় বিভোর, যিনি নিজে শত কষ্টক্লেশ স্বীকার করেও উম্মতের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি আবু জাহলের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধের কথা শুনে খুশি হতে পারেন না। বরং তিনি শুধু খুশি হতে পারেন এমন সংবাদে, যার মধ্যে কোন মানবপ্রাণের কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয়ে প্রবেশ করার কথা থাকে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়ে বললেন, চাচা আবু জাহল থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সংবাদ শুনে আমার সামান্যতমও আনন্দ অনুভূত হয়নি। তবে আপনি যদি সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতেন আর আমি যদি শুনতাম যে, আপনি সত্যকে গহণ করেছেন, মহান আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকতো না।

পূর্ব থেকেই হযরত হামযা (রাযি.)-এর মনে ইসলামের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। তিনি যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি তথাপি তিনি আবু জাহল থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সময় সকলের সামনে 'আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি' বলে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ করুণ আকুতি শুনে তিনি আর বিলম্ব করতে পারলেন না সাথে সাথে তিনি বললেন, যদি তাই হয় তবে তুমি সাক্ষী থাক, আমি পড়ে নিলাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

এভাবেই হযরত আমীর হামযা (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বর্ণছোয়ায় দ্বীন-ইসলামের অভূতপূর্ব পরশে সোনার মানুষে পরিণত হলেন।

মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো চুতুর্দিকে 'হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছে।' ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের পক্ষের একজন বীর বাহাদুর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তাদের মাঝে একটা অস্থিরভাব ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর থেকে হযরত হামযা (রাযি.) ইসলামের বিজয় প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের অনেক যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি বীরদর্পে যুদ্ধ করে সেসব যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের বিজয় পতাকা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকা সর্বপ্রথম হযরত হামযা (রাযি.)কেই দেয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তাঁর সেদিনের বীরবিক্রম রণহুংকার মুসলিম ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে আছে। অতঃপর তিনি তৃতীয় হিজরীতে ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম রণ অভিযান ঐতিহাসিক উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত বীরদর্পে যুদ্ধ করেন। পরিশেষে যে যুদ্ধেই তিনি সত্যের পক্ষে মিথ্যার বিরুদ্ধে নিরাপোষ সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাত বরণের পর হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর অমুসলিম স্ত্রী হিন্দা তাঁর লাশের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করে। লাশের নাক ও কান কর্তন করে এবং বুক চিরে কলিজা বের করে তা চিবিয়ে নিজের আক্রোশ নিবারণ করতে চেষ্টা করে। এভাবেই সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা বা শহীদ-শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা (রাযি.)-এর পবিত্র লাশকে বিকৃত করা হয়।

হযরত হামযা (রাযি.)-এর শাহাদাতের দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর পর, হিজরী চল্লিশ সালে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআবিয়া (রাযি.) একটি খাল খনন করেন। তার নির্দেশে খননকৃত সে খালটি উহুদ প্রান্তরের কাছে ছিলো বিধায় তা থেকে বেশ কয়েকজন শহীদের লাশ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। সে লাশগুলোর মধ্যে হযরত হামযা (রাযি.)-এর লাশও সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। শহীদগণের লাশ যে মাটি

www.maktabatulabrar.com

খেয়ে ফেলে না এবং তা যে পঁচে না কিংবা গলে যায় না তার আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপিত হলো।

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন বিধায় ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে তাঁকে উহুদের ময়দানের এক পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়। আজও ঐতিহাসিক সে উহুদ প্রান্তরে হযরত হামযা (রাযি.)-এর কবর সুরক্ষিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে যাঁরা পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্ব ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কামুকাররমায় আগমন করেন তাঁরা ঐতিহাসিক উহুদের ময়দানে যান এবং হযরত হামযা (রাযি.)-এর কবর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'আসা'দুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন। শাহাদতের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উপাধি দেন 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা' বা শহীদ-শ্রেষ্ঠ হিসেবে।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিনদিন পূর্বে হযরত হামযা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের পর কাফিরদের মাঝে এক ধরণের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। এবং মুসলমানগণ এক নব উদ্যম ও নবশক্তি অনুভব করতে থাকেন। ইসলামী ইতিহাসের পাতায় অগণিত মুজাহিদ, শহীদ ও মহামনীষীদের সাথে হযরত আমীর হামযা (রাযি.)ও হয়ে আছেন অমর, অম্লান ও অক্ষত।

গন্তব্যের পথে

চারিদিকে হতাশা! কোথাও শান্তির লেশ নেই, নেই নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত আদর্শের বিন্দুমাত্র। মানুষ মানুষের গোলাম আবার সে মানুষই মানুষের প্রভু। মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে উঠেছে চারদিকে। মানবতা হয়ে পড়েছে অবরুদ্ধ নীতি দৈন্যতার কঠিন জিন্দানখানায়।

না ! এটা কোন সমাজনীতি হতে পারে না। মানব সমাজে এ অবস্থা চলতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার, প্রয়োজন তাদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য জীবন বিধানের। মানব জাতি যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ-বাতাস, গাছপালা,

তরুলতা তিনি এসবের জন্য অবশ্যই কোন সুনিয়ন্ত্রিত নীতিমালা দান করেছেন। কি সেই নীতিমালা ? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সে আদর্শের সন্ধান ? কে আমাকে বাতলে দিতে পারবে সে পথ ও পন্থা ?

এ জাতীয় অজস্র প্রশ্ন আর সীমাহীন ভাবনা ভীড় করছে কিশোর সালমানের মাথায়। সত্য সন্ধানী কিশোর সালমান রাত-দিন খুঁজে বেড়াচ্ছে সে আলোর পথের মহান দিশারীকে। কিন্তু হায় ! কেউ যে তাকে বলে দিচ্ছে না সে রাহবরের সন্ধান, বাতলে দিচ্ছে না সঠিক পথের দিশা। কিন্তু কিশোর সালমান নিরাশ নয়, তাকে খুঁজে পেতেই হবে সে পথ, সন্ধান লাভ করতেই হবে সে পথের মহান দিশারীর, সর্বোপরি তাকে পৌঁছুতেই হবে জীবন সংগ্রামের সে কাংখিত স্বর্ণদ্বারে।

হাঁ, প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)-এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। যিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) স্বর্ণযুগের অন্যতম স্বর্ণমানব। যার পুরো জীবনটাই একটা ব্যতিক্রমী ইতিহাস। বিশেষতঃ যার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি মানব মেধাকে করে দেয় বিস্মিত-হতভম্ব। যা মানব মস্তিষ্ককে করে সজাগ ও সচেতন। মানব মনে সৃষ্টি করতে পারে নতুন উদ্যম নতুন আবেগ। সে বিরল কাহিনীটিই এখন সবিস্তারে আলোচনা করছি।

এ ব্যাপারে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হযরত ফারেসী (রাযি.)-এর নিজ মুখেই শুনুন ! তিনি বলেন, আমি পারস্যের হরমুয নামক জিলার অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন আমাদের এলাকার চৌধুরী। যাকে লোকেরা গোত্রপতি বা অঞ্চল প্রধান হিসেবেই দেখতো। আমি ছিলাম আমার পিতার অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের পাত্র। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি আমাকে এমনভাবে নিরাপদ সংরক্ষণে রাখতেন, যেমনিভাবে কোন কুমারী মেয়েকে রাখা হয়। আমাকে তিনি বাড়ী থেকে বের হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে থেকে তিনি আমাকে বলেছিলেন এ অগ্নিকুণ্ড যেনো নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

যেহেতু আমরা তখনো অগ্নিপূজারী ছিলাম সেহেতু আগুন ছিলো আমাদের উপাস্য। একদিন আমার পিতা খুব ব্যস্ত থাকার কারণে আমাকে

www.maktabatulabrar.com

মাঠে পাঠালেন আর বললেন, আমাদের জমি-জমার খোঁজ-খবর নিয়ে আমি যেনো তাড়াতাড়ি চলে আসি, মোটেও যেনো দেরী না করি। আব্বার ফরমান মতে আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম। পথিমধ্যে একটি গীর্জা ছিলো, আমি তার কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গীর্জার ভীতর থেকে আওয়ায শুনতে পেয়ে আমি তার কাছে গেলাম এবং দেখতে পেলাম তারমধ্যে কয়েকজন খ্রীষ্টান নামায পড়ছে। আমার কাছে তাদের এ ইবাদত খুব ভাল লাগলো। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, এ ধর্ম নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। আমি ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের এ ধর্মের উৎপত্তি কোথা থেকে ? তারা জবাব দিলো, আমাদের ধর্মের গোড়া হলো সিরিয়ায়।

সেদিন আমি যখন বাড়ী ফিরে এলাম তখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। আমার আব্বা আমার জন্য অপেক্ষা করে করে অস্থির হয়ে আমাকে খোঁজ করা জন্য লোক পাঠালেন। আমি বাড়ী আসার পর আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত সময় কোথায় ছিলে ?

আমি আব্বাকে পুরা ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন আমার আব্বা আমাকে বললেন, নাসরানী ধর্মে কিছুই নেই, বরং তোমার বাপ-দাদার ধর্মই (অগ্নিপূজা) উত্তম। আমি বললাম, কস্মিনকালেও নয় বরং নাসরানী ধর্মই আমাদের ধর্মের চাইতে ভাল। আমার এ কথা আব্বার মনপুত হলো না। ফলে এরপর থেকে আমার আব্বা আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে লাগলেন। তিনি আমার দু'পায়ে শিকল লাগিয়ে দিলেন এবং বাহিরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। তার ভয় ছিলো যে, আমি নাসারাদের ধর্ম গ্রহণ করে ফেলি কি না ?

এদিকে আমি গোপনে নাসারাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম যে, তাদের কোন কাফেলা যদি সিরিয়া যায়, তবে আমাকে যেনো সে খবর জানানো হয়। অল্প কিছুদিন পরেই আমার কাছে খবর এলো। সুযোগ বুঝে আমি আমার পায়ের বন্ধন খুলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঐ কাফেলার সাথে যোগ দিলাম। সিরিয়া পৌঁছেই প্রথমে আমি নাসারাদের সবচাইতে বড় আলেম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। লোকেরা আমাকে একজন ধর্মযাজকের সন্ধান দিলো। আমি তৎক্ষণাৎ তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। এবং তার কাছেই অবস্থান করতে শুরু করলাম। যাতে নামায ইত্যাদি সহ ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা যায়। এর কিছুদিন পরে আমি জানতে পারলাম– এ লোকটি অত্যন্ত লোভী। অন্যদেরকে

দানের কথা বলে, সে ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে টাকা-পয়সা জমা করে সেগুলো নিজেই রেখে দেয়। গরীবদের দেয় না। ফলে তার কাছে সাত মটকা (মাঠি) টাকা জমা হয়েছে। সে যখন মারা গেলো তখন তার স্থানে অনুরূপ আরেকজন আলেমকে বসিয়ে দেয়া হলো।

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) বলেন, এখন যাকে বসানো হয়েছে সে লোক খুব ভাল আলেম। দুনিয়াত্যাগী, আবেদ, আত্মিক শুদ্ধি সম্পন্ন, পরকালের প্রতি আসক্ত এবং নামাযী। তার সাথে আমার এত প্রগাঢ় মহব্বত সৃষ্টি হলো যে, এর পূর্বে এত গভীর মহব্বত আর কারো সাথে ছিলো না। তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেন এবং তাঁর ইন্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো চলে যাচ্ছেন। আমাকে বলে যান আপনার পরে আমি কার খিদমত করবো ? তিনি আমাকে বললেন, মোসেল নামক অঞ্চলে একজন আলেম আছেন, তার খিদমতে থাকবে। আমি তার খিদমতে হাজির হলাম এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকলাম।

অতঃপর তিনিও যখন ইন্তিকাল করলেন। তখন অন্য এলাকার অপর একজন আলেমের খিদমতে কাটালাম। তারপর উমুরিয়া শহরের এক আলেমের খিদমতে থাকলাম। তিনি ইন্তিকালের পূর্বে আমাকে বলে গেলেন, একজন নবী আগমনের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী। তিনি মিল্লাতে ইবরাহীমীর (আঃ) অনুসারী হবেন। আরব দেশে তিনি আবির্ভূত হবেন এবং খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের দিকে হিজরত করবেন। সম্ভব হলে তুমি অবশ্যই তার কাছে হাজির হবে। তার নিদর্শন হবে তিনটি– ১. তিনি কোন সদকার মাল খাবেন না। ২. হাদিয়া গ্রহণ করবেন। ৩. তার দুই স্কন্ধের মাঝে মহরে নবুওওত থাকবে। তুমি তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) বলেন, এ সময়ের মধ্যেই কিছু বকরী এবং গাভী আমার মালিকানায় জমা হলো। হঠাৎ একদিন আমি আরব দেশগামী একটি কাফেলা পেয়ে গেলাম। আমি তাদের সাথে আমাকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলাম। আর বললাম, আমাকে সাথে নিয়ে গেলে এ বকরী এবং গাভী সব আমি তোমাদেরে দিয়ে দিবো। তারা আমার প্রস্তাব মেনে আমাকে সাথে নিলো।

অতঃপর কাফেলা যখন 'ওয়াদিয়ে কোরা' নামক স্থানে পৌঁছুলো, তখন কাফেলার লোকেরা আমার সাথে গাদ্দারী করে আমাকে এক ইহুদীর

www.maktabatulabrar.com

হাতে বিক্রি করে দিলো। ইয়াহুদী আমাকে তার এলাকায় নিয়ে গেলো। তখন আমার নযরে প্রচুর খেজুর বৃক্ষ ভেসে উঠলো। খেজুর গাছ দেখে আমার মনে খেয়াল হলো, এটাই হয়তো সে এলাকা হবে, যে এলাকায় শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করবেন।

এর কিছুদিন পরে বনী কুরাইযার একজন ইয়াহুদী আমাকে ক্রয় করে নিয়ে গেলো এবং সে আমাকে তার এলাকা মদীনায় নিয়ে এলো। এখানে এসে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হলো, এটাই ঐ শহর যে শহরে শেষ যামানার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরত করার কথা আমাকে বলা হয়েছে। এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে নিজ গন্তব্যের পথে এগিয়ে চললেন।

প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সহী বুখারী শরীফে স্বয়ং হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি দশেরও অধিকবার বিক্রিত হয়েছি। প্রতিবারই ক্রেতা অত্যন্ত অল্প টাকায় খুবই গুরুত্বহীনভাবে আমাকে ক্রয় করেছে। তিনি বলেন, আমি মদীনায় ঐ ইয়াহুদীর কাছে থাকতে লাগলাম এবং বনী কুরাইযা গোত্রে তার বাগানের দেখাশুনা করতে থাকলাম।

একদিনের কথা। আমি একটি খেজুর গাছের উপর চড়ে কাজ করছিলাম। সে গাছের নিচে আমার মুনিব (যিনি আমাকে ক্রয় করে এনেছেন) বসেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর চাচাতো ভাই তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, খোদা আনসারদের সর্বনাশ করুন, কোবা নামক পল্লীতে মক্কা থেকে একজন লোক এসেছে আর তার কাছে দিন রাত লোকের সমাগম। লোকেরা তার আশেপাশে ভীড় করছে। সে লোকটি দাবী করছে সে নাকি আল্লাহর নবী।

হযরত সামলাম ফারেসী (রাযি.) বলেন আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি, একথা শুনার সাথে সাথেই আমার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। আমার অবস্থা এমন হলো যে, আমার মনে হচ্ছিল আমি গাছের উপর থেকে আমার মুনিবের উপরে পড়ে যাবো। ঐ দুনো ইয়াহুদী আমার এ অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আস্তে আস্তে গাছের উপর থেকে নেমে এলাম। এবং আগন্তুক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভাই তুমি যা বলছিলে তা আবার একটু বলো তো। আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে দেখে আমার মুনিব অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং আমাকে সজোরে একটি চপেটাঘাত করলেন।

অতঃপর গোস্বাভরে বললেন, যাও এসব দিয়ে তোমার কোন কাজ নেই। তুমি তোমার কাজ করো গিয়ে।

যখন সন্ধ্যা হলো এবং আমার কাজ শেষ হলো, তখন আমি আমার কাছে যা কিছু ছিলো তাই নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কোবায় অবস্থান করছিলেন। আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলাম, আমি জানি বর্তমানে আপনার কাছে এবং আপনার সাথীদের কাছে তেমন কিছুই নেই আপনারা সকলেই যথেষ্ট অভাব-অনটনের মধ্যে কাটান। আমি আপনার খিদমতে এ সদকা পেশ করছি। একথা বলে আমি কিছু সদকা পেশ করলাম। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য সদকাহ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বলে দিলেন যে, আমি সদকার মাল ভক্ষণ করি না। তিনি নিজ সাহাবীদের তা গ্রহণ করতে অনুমতি দান করলেন।

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম সদকা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা-আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিনটি নিদর্শনের একটি। আমি সেদিন ফিরে এলাম এবং আরো কিছু সামানপত্র জমা করতে লাগলাম। অতঃপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফ পদার্পন করলেন, তখন পুনরায় আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হলাম। এবং আরয করলাম, আমি আপনার খিদমতে কিছু পেশ করতে চাই। সদকাহ তো আপনি গ্রহণ করেন না। এটা হাদিয়া হিসেবে পেশ করছি। এবার তিনি তা গ্রহণ করলেন। তা থেকে তিনি নিজে খেলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) কে খাওয়ালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম এটা নবুওয়াতের দ্বিতীয় নিদর্শন। আমি ফিরে এলাম।

এর কিছুদিন পর পুনরায় আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি একটি জানাযা নিয়ে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে যাচ্ছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) এক কাফেলা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে ছিলেন। আমি প্রথমে সামনের দিক থেকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলাম। এরপর আবার পিছনের দিকে ফিরে এলাম, উদ্দেশ্য ছিলো যাতে মহরে নবুওয়তের দর্শন লাভ করতে পারি। নবীজী সাল্লাল্লাহু

www.maktabatulabrar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম অলৌকিকভাবে আমার মনোভাব বুঝতে পারলেন এবং তিনি নিজেই উভয় হাত দিয়ে আপন জামা মুবারক উঠালেন ফলে মহরে নুবওওত প্রকাশ পেলো এবং আমি পরিষ্কার ভাবে তা দেখতে পেলাম। আনন্দের আতিসহ্যে আমি মহরে নবুওওত চুম্বন করলাম। এটি ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওতের তৃতীয় নিদর্শন। মহরে নবুওওত দেখার পরে আমার মনে এক আবেগপূর্ণ আনন্দের উদ্রেক হলো। ফলে আমার দু'চোখ গড়িয়ে পানি পড়তে লাগলো।

আমার প্রিয় রাহবর আমাকে বললেন, সামনে এসো আমি সামনে উপস্থিত হলাম এবং সে মজলিসেই আমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। অতঃপর হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে বললেন, হে ইবনে আব্বাস (রাযি.)! এখন আপনার কাছে আমি যেভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম ঠিক এভাবেই ঐ মজলিসেও ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলাম। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরপর আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতি নিয়ে সে মজলিস থেকে বিদায় নিলাম।

কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমি আমার মুনিবের খিদমতে থাকার কারণে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। একবার যখন আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার মুনিবের সাথে 'কেতাবত' (মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া)-এর চুক্তি করে নাও। নির্দেশমতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) নিজ মুনিবের কাছে গিয়ে কেতাবাত চুক্তির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু মুনিব তাতে তেমন সম্মত ছিলো না। তাই সে এমন কঠিন শর্ত আরোপ করলো, যাতে তিনি মুক্ত হতে না পারেন। সে বললো, তুমি যেদিন আমাকে চল্লিশ আউকিয়া (যার পরিমাণ প্রায় সোয়া ছয় সের) স্বর্ণ দিতে পারবে এবং তিনশত খেজুর গাছ লাগিয়ে দিবে এরপর যেদিন সে খেজুর গাছগুলোতে খেজুর ধরবে, সেদিন তুমি মুক্ত হতে পারবে। হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) কিছুটা নিরাশ অবস্থায় এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানালেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এ শর্ত মেনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাও।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)কে খেজুরের চারা সংগ্রহ করার জন্য বললেন। সেমতে সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) কেউ দশটি, কেউ পাঁচটি, এমনিভাবে কেউ বেশী, কেউ কম চারা সংগ্রহ করলেন। যখন তিনশত চারা পূর্ণ হলো তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গর্ত খননের হুকুম করলেন। আমি গর্ত খনন করে সংবাদ জানালাম। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নিজ হাতেই চারাগুলো গর্তের মধ্যে লাগালেন এবং বরকতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। সাথে সাথে খুশিও প্রকাশ করলেন।

মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ বিফল হতে পারে না। সারা দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিকে হতভম্ব করে দিয়ে মাত্র এক বছরের মধ্যেই সকল খেজুর গাছে খেজুর ধরতে শুরু করলো। তিনশত খেজুর গাছের একটিও মরলো না বা শুকিয়ে গেলো না। এরপর আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলাম, আল্লাহ পাক একটি শর্ত তো পূর্ণ করে দিলেন। এখনো তো আরো একটি অপূর্ণ রয়ে গেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন।

এর কিছুদিন পর এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে একটি ডিম পরিমাণ স্বর্ণ এনে দিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সেটি দিয়ে বললেন, নাও এটি নিয়ে তোমার মুনিবকে দিয়ে তুমি ঋণমুক্ত হয়ে এসো। আমার মনে খেয়াল হলো এটি তো মোটেও যথেষ্ট হবে না বরং অনেক কম হয়ে যাবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন এবং আমাকে বললেন, নিয়ে যাও কম হবে না। বরং এতেই তোমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

আমি যখন সেটি নিয়ে ওজন করলাম, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা বুঝতে পারলাম। ওজন করে দেখি একেবারে পুরোপুরি চল্লিশ আউকিয়া একটুও কম নয়। একটু বেশীও নয়। আমি সেটি আমার ইয়াহুদী মুনিবের কাছে নিয়ে গেলাম। তাকে সেটি দেয়ার পর তার আর বিস্ময়ের অন্তঃ থাকলো না। কারণ এত অল্প সময়ে এ অলৌকিক পদ্ধতিতে যে আমি সে শর্ত পূর্ণ করে ফেলতে পারবো তা ঐ ইয়াহুদী মুনিব কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু এখানে যে

www.maktabatulabrar.com

এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব কাজ করছে তা তো আর ঐ ইয়াহুদীর জানা নেই।

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) বলেন, আমি মুক্ত হয়েই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। এবং সেখানেই থাকতে লাগলাম। এর পরে সংঘটিত ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধেই আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করলাম।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাফেয ইবনে কাইউম (রহ.) এক চমৎকার পদ্ধতিতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)-এর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি সালমান ফারেসী (রাযি.)-এর নাম জানতে চায় তবে তার নাম আবদুল্লাহ। যদি তার নসব সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবে তার নসবী পরিচয় হলো 'ইবনুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের সুসন্তান। তার ধনসম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ছিলেন দুঃস্থ। তাঁর দোকান ছিলো মসজিদ, কামাই ছিলো ধৈর্য। পোশাক ছিলো তাকওয়া। বালিশ ছিলো রাত্রিজাগরণ। তার গর্বের শব্দ ছিলো 'সামলান আমাদের' (যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন)। যদি তার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তবে তা ছিলো 'আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি'। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কোন্‌দিকে অগ্রসর হচ্ছে? তবে তার জবাব হবে 'জান্নাতের দিকে'। আর যদি প্রশ্ন করা হয়– তার রাহবর কে ? তবে তার জবাব হলো, ইমামুল মুরসালীন, রাহমাতুল লিল আলামীন, সাইয়েদুল কাউনাইন, খাতিমুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত সালমান ফারেসীর (রাযি.) প্রকৃত নাম ছিলো, 'সালমান' তার কুনিয়্যত বা উপনাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ। 'সালমানুল খাইর' বা উত্তম সালমান উপাধিতেও তিনি পরিচিত ছিলেন। যেনো তার আপাদমস্তক পুরোটাই মঙ্গল ও ভালোয় ছিলো পরিপূর্ণ। পারস্যের হরমুয নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁকে ফারেসী বা পারস্যের অধিবাসী বলা হয়ে থাকে। সে দেশের শাহী খান্দানে তিনি ছিলেন চোখের মণিতুল্য। যে কেউ তাকে প্রশ্ন করতো তুমি কার ছেলে ? সাথে সাথে তিনি উত্তর দিতেন আমি 'সালমান ইবনে ইসলাম' অর্থাৎ আমি সালমান-

ইসলামের পুত্র। যার দ্বারা তিনি হয়তো এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমার আত্মিক অস্তিত্ব ইসলামের জন্যই আর সে ইসলামই আমার একমাত্র অবলম্বন। (আল-ইস্তিআয ২/৫৬)

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)কে মহান আল্লাহ পাক অনেক দীর্ঘ হায়াত দান করেছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে, তিনি হযরত ঈসা (আ.) ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর একজন সংগীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তিনি সর্বমোট কত বছর বেঁচে ছিলেন, এ নিয়ে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, তিনি আড়াইশত বছরেরও অধিককাল হায়াত লাভ করেছিলেন। তবে কোন বর্ণনায় তিনি তিনশত বছর হায়াত লাভ করেছিলেন বলেও উল্লেখ আছে।

নূরের কাফেলা

অত্যাচার ! নির্যাতন !! নিপীড়ন !!! সহ্যসীমা অতিক্রম করেছে। দিন-রাত কখনো বিরাম নেই। যেখানে যে অবস্থায় যাকেই পাওয়া যাচ্ছে, তার সাথেই করা হচ্ছে অমানবিক দুর্ব্যবহার। কি অপরাধ তাদের ? কেনই বা চালানো হচ্ছে তাদের উপর এহেন পাশবিক নির্যাতন ? মানুষ হয়েও কেন পশুর ন্যায় তাদের মার খেতে হচ্ছে দিবা-নিশি?

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর জানা নেই তাদের। যারা তাদের সাথে এ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে যাচ্ছে অহর্নিশ– তাদের কাছেও নেই এর কোন সদুত্তর। তবুও চালানো হচ্ছে নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। চলছে হত্যা-সন্ত্রাস, জুলুম-অবিচার। সইতে হচ্ছে তাদের সবই মুখ বুজে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য দ্বীনের আহ্বানে 'লাব্বাইক' বলে যারা সাড়া দিয়েছিলেন। যারা বুকে ধারণ করেছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনিত ইসলামের সুমহান আদর্শকে, উপরে তাদের অবস্থার কথাই বলা হলো। মক্কার কাফের বেঈমানেরা তাদের উপর দিবানিশি চালিয়ে যাচ্ছিলো হিংস্র হায়েনার ন্যায় পাশবিক অত্যাচার। যে অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চললো ক্রমবর্ধমান হারে। তারই প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)কে অনুমতি দিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য। সে মতে হিজরত করলেন তাঁরা। আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ সম্রাট তাদের আশ্রয় দান করলেন। কিছুদিন তারা বেশ আরামেই দ্বীন-ধর্ম পালন করতে

www.maktabatulabrar.com

পারলেন তথায়। কিন্তু কুরাইশরা তাদের এ শান্তি সইতে পরলো না। তারা দু'জন লোককে বেশ কিছু হাদিয়া উপঢৌকন সহ পাঠালো আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে। যাতে দামী দামী উপঢৌকনে তাকে বশে এনে তার রাষ্ট্রে আশ্রিত মুসলমানদের ধরে এনে পুনরায় ওরা অত্যাচার চালাতে পারে তাদের উপর।

প্রতিনিধিদ্বয় প্রোগ্রাম মতে আবিসিনিয়ায় গিয়ে প্রথমে আবিসিনিয়ার রাজ দরবারের পরিষদবর্গকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে রাখলো। যাতে তারা বাদশার কাছে দেয়া কুরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়ের প্রস্তাব সমর্থন করে। অতঃপর একদিন তারা দু'জন আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর রাজদরবারে হাযির হলো। হাজির হয়ে তারা বললো, আমাদের দেশের কিছু বোকা লোক নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। অতঃপর তারা যে ধর্মে দিক্ষিত হয়েছে, তা আপনাদের ধর্মও নয় আমাদের ধর্মও নয় বরং এ দুয়ের বাইরে এক নতুন ধর্ম তারা গ্রহণ করেছে। তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আপন দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। ফলে তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনার কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নিবেদন পেশ করতে। অবশ্য এদের অপরাধ ও কার্যকলাপের জন্য আপনার নিকট আমরা বিচার প্রার্থনা করছি না। কারণ এ ব্যাপারে মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গই সম্যকরূপে অবগত আছেন। তাই এদের বিচার তারাই ভালভাবে করতে পারবেন। সুতরাং এদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। অতএব আমরা আপনার খেদমতে এদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার বিনীত নিবেদন করছি।

কুরাইশ প্রতিনিধি দ্বয় পূর্ব থেকেই দরবারে সভাষদদেরকে বলে কয়ে ঠিক করে রেখেছিলো। সেমতে ওদের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা সমস্বরে ঠিক ! ঠিক ! ! বলে তাদের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালো এবং মক্কার ওসব রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহী (?) দেরকে এ কুরাইশ প্রতিনিধিদের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার জোর সুপারিশ জানালো।

বাদশাহ নাজ্জাশী একদিকে ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, অপরদিকে তিনি ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ। সব কথা শুনে তিনি বললেন, এটা কেমন কথা, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে কিছু লোক অত্যাচারের শিকার হয়ে আমাকে ন্যায়পরায়ণ মনে করে আমার রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো আর আমি তাদের কোন কথা না শুনে তাদেরকে তোমাদের কথামত তোমাদের হাতে তুলে দিব, তা কি

করে হয় ? সুতরাং আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিব কিনা তা পরে জানাবো।

এবার বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে দরবারে উপস্থিত করতে বললেন। দরবারের লোকেরা এসে বাদশাহর আদেশের কথা মুসলমানদেরকে জানালে তারা সকলে নির্দিধায় বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। বাদশাহর কাছে তারা কি বলবেন তা পরামর্শ করে ঠিক করে নিলেন। তারা সকলে মিলে এ ব্যপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন যে, আমরা যা বুঝেছি, যা বিশ্বাস করি, এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার এক বিন্দুও গোপন করা হবে না, এতে পরিস্থিতি যা হয় হবে।

মুসলমানগণ উপস্থিত হলে বাদশাহ নাজ্জাশী তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে যে ধর্ম গ্রহণ করেছো তা নাকি দুনিয়ার কোন ধর্মের সাথেই সামঞ্জস্যশীল নয় বরং সম্পূর্ণ অভিনব ধর্ম, আমি তোমাদের সে নতুন ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কাছে বিস্তারিত জানতে চাই।

এবার মুসলিম কাফেলার মধ্য হতে হযরত আলী (রাযি.)-এর সহোদর ভাই হযরত জাফর (রাযি.) ইবনে আবী তালিব সামনে অগ্রসর হলেন এবং অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে তেজস্বী ভাষায় পবিত্র ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে অভিভাষণ দান করলেন তা নিম্নরূপ ঃ

"জাহাপনা ! পূর্বে আমরা ছিলাম একটি অজ্ঞ ও বর্বর জাতি। যার কারণে আমরা পুতুল-প্রতিমা, চাঁদ সুরুজ আর ভূত-প্রেতসহ হাজারো জড়পদার্থের পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলাম আমরা। মুর্দাপ্রাণী ভক্ষণ করা ছিলো আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। হাজারো ধরণের অশ্লীলতা, প্রতিবেশীদের প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন চালাতাম অবিরত। এমনি নীতি-নৈতিকতা বর্জিত এক চরম মুহূর্তে মহান আল্লাহ আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করলেন।

তার নির্মল চরিত্র, সত্য-নিষ্ঠা, নীতি-নৈতিকতা ও বংশাবলী সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই আবগত আছি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহপাকের দিকে আহ্বান করলেন। সর্বক্ষেত্রে তাকেই একমাত্র শক্তির উৎস জেনে শুধু তারই ইবাদত করতে উপদেশ দিলেন। মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি পরিহার করে সকলের সাথে সদাচরণ করতে বললেন। মিথ্যা, ব্যাভিচার, চুরি-ডাকাতি পরিহার করার কথা বললেন। এক আল্লাহর সাথে

www.maktabatulabrar.com

আর কাউকে শরীক করা থেকে বারণ করলেন। আমাদেরকে নামায পড়তে এবং যাকাত আদায় করতে হুকুম করলেন।

আমরা তার কথাকে সত্য জেনে তার উপর মনে-প্রাণে ঈমান গ্রহণ করেছি। প্রতিমা ও জড়পদার্থের পূজা-উপাসনা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করেছি। শুধু এ অপরাধে আমাদের স্বজাতীয় লোকেরা আমাদের উপর চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন। তারা আমাদেরকে আবার ওসব অন্যায় অশ্লীল কর্মকাণ্ড ও জড়পূজার দিকে ফিরে যেতে বলে। আমাদের প্রতি তাদের নির্মম ও কঠোর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা আপনার মত একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আশা করি আপনার ছায়ায় আমাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ও অবিচার হতে পারবে না।"

অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর পক্ষ হতে কি বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন তার কিছু আমাকে শুনাও তো। এবার হযরত জাফর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করে সূরা মারইয়াম-এর কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। যারফলে বাদশাহ নাজ্জাশী হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মারইয়াম (আ.) সহ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) প্রমূখ সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা ও বিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারলেন। মজলিসে তখন এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হলো। হযরত জাফর (রাযি.)-এর বিজ্ঞ জনোচিত সারগর্ভ বক্তব্য ও সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে বাদশাহর দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি নিজ জ্ঞানের মহিমায় এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) এবং মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আবির্ভূত। দু'জনের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এবার বাদশাহ নাজ্জাশী কুরাইশ প্রতিনিধিদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে বললেন, তোমরা যাও! আমি এদেরকে কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দিতে পারি না।

ফলে সেদিন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেও পরের দিন পুনরায় নতুন ফন্দি এঁটে আবার বাদশাহর দরবারে হাযির হলো। বাদশাহ গতকালের ন্যায় আজও মুসলমানদেরকে দরবারে হাজির হতে বললে আজও সকলে স্বতস্ফূর্তভাবে হাজির হলেন। আজও বাদশাহ মুসলমানদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন। মুসলমানগণ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তার যথার্থ উত্তর দিলেন। এছাড়া তাদের যিশু সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করলে

মুসলমানগণও হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাসের বিশদ বিবরণ পেশ করেন।

সব শুনে বাদশাহ নাজ্জাশী অনুষ্ঠচিত্তে বলে উঠলেন, মুসলমানেরা এতক্ষণ যা বলেছে ঠিক বলেছে। যিশু নিজেও আমাদেরকে এরূপ কথাই বলে গেছেন। কুরাইশ প্রতিনিধিদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বললেন, মুসলমানগণ যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। তোমরাই বরং মিথ্যুক। সুতরাং তোমরা আমার রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর নাজ্জাশী নিজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলেন।

মহান আল্লাহ পাকের কি কুদরতী ব্যবস্থা, মুসলমানদের ধরে নিতে এসে তারা নিজেরাই মিথ্যুক বলে ধরা খেলো। আর বাদশাহ নিজে গ্রহণ করলেন পবিত্র ইসলাম। বাহ্যিকভাবে কুরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়ের আগমনেই মূলতঃ বাদশাহর প্রতি ইসলামের বাণী তুলে ধরা মুসলমানদের জন্য অতি সহজ হয়েছিলো। আর তারই ফলশ্রুতিতে বাদশাহর সত্য ও পুতধর্ম ইসলামের পরশে সোনার মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার পথ সুগম হলো।

উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর (রাযি.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ নাজ্জাশী সে চিঠি হাতে পেয়ে চুম্বন করেন এবং নিজ চোখে লাগান। এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর কিছু হাদিয়া ও উপঢৌকন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে প্রেরণ করেন।

বাদশাহ নাজ্জাশীর পূর্ণ নাম ছিলো আসহামা ইবনে আবযার নাজ্জাশী। এখানে নাজ্জাশী শব্দটি মূলতঃ বাদশার উপাধি। যার অর্থ রাজা। বাদশাহ নাজ্জাশী সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তার ইন্তিকালের কথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়েন।

মুক্তির সন্ধানে

ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে গুণ গুণ আওয়ায ভেসে আসছে। পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন কাফির কুরাইশ নেতা উমর (রাযি.), কড়া নাড়লেন তিনি। দরজা খুলে দেয়া হলো।

www.maktabatulabrar.com

উমর (রাযি.) ঃ বাহির থেকে কিসের আওয়াজ শুনছিলাম ?

ফাতিমা (রাযি.) ঃ কি শুনেছো তুমি ? কিছুই না।

উমর (রাযি.) ঃ তুই আমার কানকে ফাঁকি দিতে চাস ? সত্য করে বল, তোরা ইসলাম গ্রহণ করেছিস কিনা ?

সাঈদ (রাযি.) ঃ যদি আপনার ধর্ম সঠিক না হয় বরং অন্য কোন ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে বলুন আমরা কি করবো ?

হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর এ কথা শুনতেই হযরত উমর (রাযি.) ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিজ ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ (রাযি.)কে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন। নিজ স্বামীকে ভাইয়ের প্রহার থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন ফাতিমা। কিন্তু উমর (রাযি.) তাঁকেও বেদমভাবে প্রহার করলেন। বোন-ভগ্নিপতি উভয়কেই আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়া হলো। এত কিছুর পরেও দৃঢ় ঈমানের দীপ্ত মশালের বাহক হযরত সাঈদ (রাযি.) ও হযরত ফাতিমা (রাযি.)দ্বয়কে কোনক্রমেই ধর্মান্তরিত হতে রাযী করা গেলো না। তারা জানিয়ে দিলেন তোমার যা খুশি করতে পার তবুও এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ইসলাম ছাড়বো না।

উমর (রাযি.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত উমর (রাযি.)-এর বোন হযরত সাঈদ (রাযি.) হযরত উমর (রাযি.)-এর ভগ্নিপতি। হযরত সাঈদ (রাযি.)ও হযরত ফাতিমা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রাযি.) সে কথা শুনতে পেয়ে একদিন তেড়ে গিয়ে বেদম প্রহার করলেন বোন ফাতিমা (রাযি.) ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যাইদ (রাযি.)কে। শুধু ইসলাম গ্রহণের অপরাধহীন আপরাধে এভাবেই একদিন রক্তাক্ত হতে হয়েছিলো হযরত সাঈদ (রাযি.) ও তার স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে। নিম্নে তাদের সে ইসলাম গ্রহণের হৃদয়গ্রাহী ইতিবৃত্তই তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর পিতা হযরত যাইদ-এর অন্তর পূর্ব থেকেই কুফর-শিরক মুক্ত ছিলো। সত্য ধর্মের প্রদীপ্ত পথের সন্ধানে তিনি যেনো ব্যাকুল হয়ে উঠেন, । দূর-দূরান্তে, দেশ-দেশান্তরে সফর করে তিনি সন্ধান করতে থাকেন যথার্থ ও সঠিক দ্বীন, সঠিক মতবাদ। সত্যের সন্ধানে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি একজন ইয়াহুদী আলিমের কাছে সত্যধর্মের সন্ধান জানতে চাইলে ইয়াহুদী আলিম তাকে যথার্থ তথ্য দান করেন। তিনি হযরত যাইদকে দ্বীনে হানীফ গ্রহণের পরামর্শ দেন। হযরত যাইদ দ্বীনে হানীফ কি ? তা জানতে চাইলে ইয়াহুদী আলেম তাকে

বলেন, দ্বীনে হানীফ হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম। হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদীও ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল আবেদ। ইয়াহুদী আলেম তাকে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বারণ করে বলেন, যদি আপনি আল্লাহ পাকের গজবে পতিত হতে চান তবে আমাদের ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। তার একথা শুনে হযরত যাইদ তৎক্ষণাৎ ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণে নিজের অনীহা ও অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে দিলেন।

ইয়াহুদী আলিমের সাথে এ আলাপ করে হযরত যাইদ অন্যত্র গমন করেন। সেখানে তিনি একজন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকের সন্ধান পেয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার কাছেও হযরত যাইদ একইভাবে সত্যধর্মের সন্ধান প্রার্থী হলে সেও ঐ ইয়াহুদী আলিমের ন্যায় সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে কোন কৃপণতা না করে বলেন, আপনি যদি যথার্থ সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে চান তবে তা একমাত্র 'দ্বীনে হানীফ'। খ্রীষ্টান পাদ্রী একথাও বলেন, যে, আপনি যদি আল্লাহ পাকের গজবের পাত্র হতে চান তবে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। হযরত যাইদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় ধর্মকেই আমি পরখ করে দেখেছি। এগুলোর প্রতি আমার মোটেও কোন আগ্রহ নেই। সুতরাং ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

এছাড়াও এ সফরে হযরত যাইদ যাদের কাছেই সত্য দ্বীনের সন্ধান চেয়েছেন তারা সকলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 'দ্বীনে হানীফ' গ্রহণের ব্যাপারেই তাকে পরামর্শ দেন।

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, তৎক্ষণাৎ হযরত যাইদ আল্লাহ পাকের দরবারে দু'হাত উচিয়ে বলেন, হে আল্লাহ ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আজ থেকে আমি দ্বীনে হানীফের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে গেলাম।

ঘোর কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত যুগের লোক হয়েও হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর পিতা হযরত যাইদ নিজেকে দ্বীনে হানীফের একজন সাচ্ছা অনুসারী বলে গর্ব করতেন। তিনি বলতেন, আমিই একমাত্র মিল্লাতে ইবরাহীম তথা দ্বীনে হানীফের একনিষ্ঠ অনুসারী। এছাড়া অন্যরা কেউই দ্বীনে হানীফের অনুসারী নয়। (কারণ তারা সকলেই কমবেশী শিরকের মধ্যে লিপ্ত আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে কোন শিরকের সামান্যতম গন্ধও ছিলো না।)

www.maktabatulabrar.com

জাহিলী যুগের চরম নিন্দনীয় সমাজে যখন মেয়েদেরকে জীবন্ত মাটিতে প্রথিত করে রাখার মত লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড চলছিলো তখন হযরত যাইদ একাই সেসব মেয়েদের দায়িত্ব গ্রহণে নিজেকে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন। বর্বর সে সমাজের পিতারা যখন নিজের মেয়েকে গলে ছুরি চালিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হতো তখন হযরত যাইদ (রাযি.) দৌড়ে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলতেন, ভাই তুমি মেয়েটাকে মেরো না। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তাকে তোমার বাড়িতে নিয়েই লালন পালন কর, আর তা না হলে একে আমার দায়িত্বে দিয়ে দাও। আর মেয়ে যদি ছোট্ট শিশু হতো তবে হযরত যাইদ (রাযি.) তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসে নিজের অধীনে লালন পালন করতেন। এভাবে হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর পিতা হযরত যাইদ মিল্লাতে ইবরাহীম-এর দুর্দমনীয় বাসনা বুকে নিয়েই ইন্তিকাল করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত লাভ করে যখন মানুষকে মিল্লাতে ইবরাহীমের পথে আহ্বান জানাতে থাকেন তখন হযরত যাইদ এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন।

হযরত সাঈদ (রাযি.) নিজ পিতার কাছ থেকে তাওহীদের অনেক কথাই শুনেছেন। মিল্লাতে ইবরাহীম তার কাছে ছিলো একটি পরিচিত বিষয়। অন্য সকলের মত হযরত সাঈদ (রাযি.)ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মিল্লাতে ইবরাহীম তথা ইসলামের আহ্বান শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এই তো সেই ধর্ম যার খোঁজে আমার পিতা সুদূর সিরিয়া সফর করেছিলেন। যে দ্বীনের সন্ধান লাভ করতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন দেশ থেকে দেশান্তরে। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তার উত্তরসূরী হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহ এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিধায় আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় হবে আমার আব্বার সে কাংখিত মিল্লাতের অনুসারী হয়ে আমাদের হকের কাতারে যোগদান করা।

এসব ভেবে নিজ স্ত্রীর সাথে বিষয়টি আলোচনা করে তাকেও এ মিল্লাত গ্রহণের কথা বললে হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর সম্ভ্রান্ত স্ত্রী তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এরপর হযরত সাঈদ (রাযি.) আপন স্ত্রীকে নিয়ে মিল্লাতে ইবরাহীম তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনিত দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে হযরত উমর (রাযি.) (যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাদের বাড়ীতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বেদমভাবে প্রহার করেন। কিন্তু তাদেরকে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করেও ইসলাম ত্যাগ করতে রাযী করতে না পেরে হযরত উমর (রাযি.) থামলেন। এরপর আপন সহোদর বোন ও ভগ্নিপতির রক্তাক্ত শরীর ও কাপড় দেখে হযরত উমর (রাযি.)-এর দিল-মন কিছুটা নরম হয়। এবং মনের মাঝে তাদের প্রতি খানিকটা মায়া সৃষ্টি হয়। এভাবেই এক সময় হযরত উমর (রাযি.)ও মনের অজান্তেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আর সে আকর্ষণেই তিনি ইসলামের স্বর্ণ ছোয়ায় সোনার মানুষে পরিণত হতে সক্ষম হন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সাঈদ (রাযি.) ইসলামের অনেক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। অনেকগুলো যুদ্ধে তিনি নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েও যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

পূর্ব থেকেই হযরত সাঈদ (রাযি.) ছিলেন সম্পূর্ণ লোভ-লালসা মুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি অন্যান্যদের হক আদায়ের ব্যাপারে আরো বেশী যত্নবান হয়ে উঠেন। তা সত্ত্বেও হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর শাসনকালে তৎকালীন মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে আরওয়া নামী এক মহিলা হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। মহিলা গভর্নরকে বলে, হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর জমির কাছে আমারও একটু জমি ছিলো কিন্তু হযরত সাঈদ (রাযি.) তা তার নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে আপনার দরবারে বিচার প্রার্থনা করছি।

গভর্নর হযরত সাঈদ (রাযি.)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি অন্যের জমি দখল করার কঠোর শাস্তির কথা খোদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি। এরপরও কি আপনি মনে করেন আমি এ কাজ করতে পারি ?

গভর্নর তখন তাকে কসম করে বলতে বললেন। কিন্তু হযরত সাঈদ (রাযি.) এ কথা শুনে ব্যথিত হয়ে নিজের জমির মালিকানা ঐ আরওয়া নাম্নী মহিলার জন্য ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে আল্লাহ ! এ মহিলা যদি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে থাক তবে তাকে আপনি অন্ধ বানিয়ে দিন। আর তার বাড়ীতে অবস্থিত কূপটিকে তারজন্য কবর বানিয়ে দিন।

www.maktabatulabrar.com

এ ঘটনার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ মহিলা অন্ধ হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন সে খুব কষ্টে হাতিয়ে হাতিয়ে চলে। তখন কেউ আরওয়াকে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে সে বলতো, আমাকে হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর বদ দু'আয় পেয়ে বসেছে। অতঃপর একদিন হাতিয়ে হাতিয়ে চলার সময় ঐ মহিলা তার বাড়ীর কূপের মধ্যে পড়ে সেখানেই মারা যায় এবং সে কুপটিই তার কবর হয়। ঘটনাটি মদীনায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর থেকে যে কেউ কাউকে গালি দিতে চাইলে বলতো, তোমাকে আল্লাহ আরওয়ার মত অন্ধ বানিয়ে দিক। এ ছিলো একজন সাহাবার (রাযি.) সাথে বেয়াদবীর পরিণাম।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর সাথে বেয়াদবী করা থেকে হিফাযত করুন। এবং তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের তাওফীক দান করুন।

ঈমানের জয়

ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতাব্দীর কথা। মঙ্গোলিয়ার কিছু জংলী গোত্রের হিংস্র লোক ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তৎকালীন অচেতন ও আরামপ্রিয় মুসলমানেরা তাদের ঐ রক্তক্ষয়ী আক্রমণ সামাল দিতে ব্যর্থ হলো। এবং তারা নিরুপায় হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলো। এ সুযোগে ঐ রক্ত পিপাসু মঙ্গলীয় তাতারী দল অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মমভাবে মুসলমানদের প্রতি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালালো। এরপর থেকে তাতারীদের নাম শুনলেই মুসলমানরা কেঁপে উঠতো। তাতারীদের প্রতি মুসলমানদের ভয় ও আতঙ্ক এত বৃদ্ধি পেলো যে, একজন নিরস্ত্র তাতারী রাস্তায় একজন মুসলিম নওজোয়ানকে ধরে বলতো, 'তোমার নিঃশব্দ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, একটুও এদিক-সেদিক নড়াচড়া করতে পারবে না, আমি ঘর থেকে তরবারী নিয়ে আসছি, তোমাকে হত্যা করবো'। আর মুসলমান নওজোয়ান তার কথামত নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো। এতটুকু সাহসও তাদের হতো না যে, সেখান থেকে অন্যত্র পালিয়ে জীবন বাঁচাবে।

কিন্তু সে যুগের আশ্চর্য ও চমকপ্রদ একটি কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর সে ঐতিহাসিক কাহিনীটিই এখন সম্মানিত পাঠকবর্গকে শুনাচ্ছি।

তুগলক তৈমুর খান একজন তাতারী শাহজাদা। একবার সে অত্যন্ত দম্ভ ও অহমিকাভরে নিজ রাজপ্রাসাদ হতে প্রায় তিনশত মাইল পূর্বে শিকারে গেলো। ঘটনাক্রমে সে সময় ঐতিহ্যবাহী বুখারা শহরের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি সফররত ছিলেন, সে বুযুর্গের নাম ছিলো আকসূ।

ওদিকে তাতারী শাহজাদা ঘোষণা করে দিলো কেউ যেনো কোথাও বসে না থাকে সকলেই যেনো আমাদের সাথে একযোগে শিকারে বেরিয়ে পড়ে। শাহজাদার ঘোষণা শুনে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই তাদের সাথে শিকারে বেরিয়ে পড়লো।

তাতারী শাহজাদা অত্যন্ত অহমিকা ও দম্ভ সহকারে শহরের পথ ধরে এগিয়ে চলছিলো। সকল প্রজারা চলছিলো তার পিছু পিছু। ইতিমধ্যেই ঐ শাহজাদার নজর পড়লো দু'জন বৃদ্ধ লোকের প্রতি। যারা এক কোণে চুপচাপ নিশ্চিন্ত মনে বসে আরাম করছিলো। অহংকারী শাহজাদা গোশ্বার আতিশয্যে লাল হয়ে দাঁত কট্‌মট্‌ করতে লাগলো। সর্বশক্তি দিয়ে গর্জে উঠলো, 'কে ঐ দাম্ভিক যে আমার শাহী নির্দেশকে উপেক্ষা করার দাম্ভিকতা দেখাচ্ছে ? এ মুহূর্তে তাকে আমার দরবারে হাযির করো।'

সৈন্যরা সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে উভয় বুযুর্গকে অত্যন্ত অপমানের সাথে টেনে হেঁচড়ে শাহজাদার কাছে এনে হাজির করলো।

প্রথমতঃ শাইখ জামালুদ্দীন (রহ.) এবং তাঁর অপর সংগী এ অবাঞ্ছিত বিপদ দেখে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি আবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত শান্ত চিত্তে নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ক্ষমতায় মদমত্ত শাহজাদা তখন চিৎকার মেরে বলতে থাকলো, আমার নির্দেশ ছিলো সকল প্রজারা শিকারের উৎসবে আমাদের সাথে থাকবে। আর তোমরা দুই অভদ্র এখানে বসে আরাম করছো, এতবড় দাম্ভিকতা দেখাবার সাহস তোমরা কোথায় পেলে। তীব্র অহংকারের গরমে শাহজাদার মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ার অবস্থা, গোশ্বার আধিক্যে তার চোখ লালবর্ণ হয়ে গেলো।

হযরত জামালুদ্দীন (রহ.) তখন অত্যন্ত শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, আমরা মুসাফির মানুষ, শাহী নির্দেশের কোন সংবাদ আমরা জানতে পারিনি। তাদের অপারগতা গ্রহণযোগ্য ছিলো। শাহজাদা এবার চুপ হয়ে গেলো। খুব অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে শাহজাদা তখন শুকরের গোশতের এক একটি করে টুকরা নিজের শিকারী কুকুরের সামনে দিতে শুরু করলো। অতঃপর চূড়ান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে শাইখ জামালুদ্দীনকে

www.maktabatulabrar.com

লক্ষ্য করে বললো, ওহে ইরানের বৃদ্ধ ! তুমি উত্তম না আমার এ কুকুরটি উত্তম।

শাইখ এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলেন, আমি যদি আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দ্বীনের অনুসরণ করে চলতে পারি তবে অবশ্যই আমি এ কুকুর থেকে উত্তম কিন্তু আমি যদি সে দ্বীনের উপর চলতে অক্ষম হই তবে নিঃসন্দেহে আপনার এ কুকুরটিই আমার থেকে উত্তম।

শাইখের জবাবের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস বিরাজমান ছিলো, তাতে শাহজাদার মনে কিছুটা রেখাপাত করলো। সে বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো। অতঃপর শাহজাদা নিজের একজন কর্মচারীকে হুকুম করে বললো, আমি শিকার থেকে ফিরে আসার পর এ বৃদ্ধকে আমার তাঁবুতে পৌঁছে দিবে।

শাহজাদা অল্প সময়ের মধ্যেই শিকার থেকে ফিরে এলো। হযরত শাইখকে পূর্ব নির্দেশানুযায়ী শাহজাদার তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হলো। এবার শাহজাদা অত্যন্ত সম্মানের সাথে শাইখকে বসালো এবং বললো, আপনার সে ধর্ম কোন্‌টি যার প্রতি আমল করলে মানুষ কুকুর থেকে উত্তম হয়, আর সে ধর্মের প্রতি আমল না করলে মানুষ কুকুর থেকেও অধম হয়ে যায় ? আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, সে ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানতে। তাই আমার অনুরোধ বিষয়টি আপনি একটু খুলে বলুন।

হযরত শাইখ জামালুদ্দীন (রহ.) শাহজাদার এ মানসিকতা লক্ষ্য করে মনে মনে খুব খুশি হলেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং হৃদয়োত্তাপ ও আগ্রহ ভরে ইসলামের মোহনীয় আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার ব্যাখ্যাসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলেন। এবং 'কুফর'-এর এমন বিদ্‌ঘুটে বাস্তব ব্যাখ্যা এবং নিকৃষ্ট চিত্র তুলে ধরলেন, যার ফলে শাহজাদা নিজের অজান্তেই কাঁদতে শুরু করলো এবং বললো, হে সম্মানিত শাইখ ! নিঃসন্দেহে আপনার বর্ণিত ধর্মই সত্য। তবে এ মুহূর্তেই আমি ইসলামকে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা কৌশলগত দিক থেকে অনুচিত মনে করছি। আমি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় বসবো এবং পূর্ণ রাষ্ট্র যখন আমার শাসনাধীনে চলে আসবে ঐ সময় আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে সাধারণের মাঝে প্রকাশ করবো। ইসলামের স্বার্থও এরই মধ্যে নিহিত।

তার কথা শুনে শাইখ আর কিছুই বললেন না, তিনি চুপ থাকলেন। এরপর শাহজাদার কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করলেন। সে এই বলে ওয়াদা

করলো যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো এবং ইসলাম প্রচারের কাজ করবো। অতঃপর শাইখ তথা হতে চলে এলেন।

এর কয়েক বছর পর শাইখ জামালুদ্দীন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পরলেন। অসুস্থতা যখন চরমে পৌছলো এবং তিনি যখন নিজের জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করতে লাগলেন, তখন তিনি নিজ সন্তান শাইখ আরশাদুদ্দীন কে ডেকে শাহজাদা তুগলক তৈমুর খানের সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এরপর তিনি তাকে অসিয়্যত করে বললেন, হে আমার বেটা ! এখন আমার বিদায়ের পালা, আমি হয়তো এ রোগেই আমার মহান প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হবো। তুমি কথাটা স্মরণ রোখো, এ তাতারী শাহজাদা যখন রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হবে, তখন তুমি গিয়ে তাকে তার এ ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। এরপর শাইখ আরো কিছুদিন অসুস্থ থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এরপর ১৩৪৭ ঈসায়ী সালে শাহজাদা তুগলক তৈমুর খান অত্যন্ত জাকজমকের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার মসনদে সমাসীন হলো। এবং তাতারী প্রশাসনের প্রধান সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত হলো। এ সংবাদ জানতে পেরে শাইখ আরশাদুদ্দীন (রহ.) পিতার অসিয়্যত অনুযায়ী রাজধানী কাশগড় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, কিভাবে তিনি সম্রাটের দরবারে পৌঁছুবেন। শেষ পর্যায়ে শাইখের একটি কৌশল মাথায় এলো। তিনি প্রতিদিন সুবহে সাদিকের মুহূর্তে সম্রাটের বাসভবনের কাছে গিয়ে খুব জোরালো ভাবে আযান দিতে থাকলেন। তিনি এতো জোরে আযান দিতেন যারফলে শাহী মহলসহ আশপাশের এলাকা মুখরিত হয়ে উঠতো। এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেলো কিন্তু সম্রাট মোটেও এদিকে কোন লক্ষ্য করলো না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন শাইখ আরশাদুদ্দীন (রাহ.)-এর আযানের উচ্চ আওয়াযে সম্রাটের ঘুম সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে গেলে তার খুব গোস্বা হলো। সে বললো, এটা কোন্ অভদ্র যে প্রতিদিন আমাদের ঘুমে ব্যঘাত সৃষ্টি করে ? জলদি তারে ধরে আমার দরবারে উপস্থিত করো।

নির্দেশের সাথে সাথে গোলাম দৌড়ে গিয়ে শাইখ আরশাদুদ্দীনকে ধরে এনে সম্রাটের সামনে হাজির করলো। শাইখ মনে মনে খুব খুশি হলেন, কারণ এ উসীলায় তিনি সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তার ওয়াদাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ পেলেন। শাহজাদা হযরত শাইখের প্রতি একটি কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে ? আর প্রতিদিন ভোর হওয়ার আগেই এখানে এসে কেনই বা চিল্লাচিল্লি কর ?

www.maktabatulabrar.com

হযরত শাইখ শান্তভাবে জবাব দিয়ে বললেন, আমি শাইখ জামালুদ্দীন (রহ.)-এর ছেলে আমার নাম আরশাদুদ্দীন। আমার পিতা শাইখ জামালুদ্দীন এ দুনিয়ায় নেই তিনি পরকালের পথে চলে গেছেন। অনেক আগে একস্থানে আপনি আমার আব্বাজান (রহ.)-এর সাথে এই মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, আপনি যখন সম্রাটের আসনে সমাসীন হবেন তখন আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আমি আপনাকে আপনার সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছি। আমার আব্বাজান (রহ.) ইন্তিকালের পূর্বে আপনাকে এ ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে অসীয়্যত করে গিয়েছিলেন।

সম্রাট অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শাইখের কথাগুলো শুনলেন। তার নিজের কৃত ওয়াদার কথা তার স্মরণ ছিলো। শাইখ আরশাদুদ্দীন (রহ.)-এর এ আগমনের কারণে সম্রাট খুব খুশি হলেন। এবার তিনি বিছানা থেকে উঠে নিজের রাজসিংহাসনে এসে বসলেন এবং শাইখকেও নিজের পাশে বসালেন এবং বলতে লাগলেন, হযরত ! আমি যেদিন সম্রাটের এ আসনে সমাসীন হয়েছি, সেদিন থেকেই শাইখের অপেক্ষা করছি। বড় দুঃখের বিষয় শাইখ আর এ জগতে নেই, এখন আপনি বলুন আমার কি করতে হবে ?

শাইখ আরশাদুদ্দীন (রহ.) খুশিতে চমকে উঠলেন এবং বললেন, প্রথমে আপনি গোসল করে পাকপবিত্র হয়ে যান। তৈমুর খান সাথে সাথে গোসল করে নিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিসহকারে শাইখের সামনে এসে বসলেন। হযরত তাঁকে কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে মুসলমান বানালেন। এবং দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য দু'আ করলেন। প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় শিখিয়ে দিলেন। আর বললেন, এবার আপনি আপনার রাষ্ট্রে এ ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক করে দিন।

সম্রাট নিজের অধীনস্ত সকল আমীর-উমারাদেরকে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ফলে একযোগে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলো। এবং রাষ্ট্রে খুব দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটতে শুরু করলো। দিনে দিনে ইসলাম ও মুসলমানদের কাফেলা বড় হতে থাকলো। এভাবেই কুফরের উপর ঈমান বিজয় লাভ করলো। এবং সম্রাটসহ অনেক লোক একই সাথে ইসলামের পরশ লাভে নিকৃষ্টতার কূপ থেকে মুক্তি লাভ করে উৎকৃষ্ট সোনার মানুষে পরিণত হলো।

মক্কার মুসাফির

মক্কা নগরীর সর্বত্র একই গুঞ্জন একই আলোচনা, কুরাইশ বংশের এক যুবক নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। ধীরে ধীরে এ গুঞ্জন মক্কার আশপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়লো। পবিত্র মক্কানগরীর বাইরে মক্কার অদূরে অবস্থানরত আবূযর গিফারী (রাযি.)ও এ খবর শুনতে পেলেন। (তিনি তখনো ইসলামের অত্যুজ্জ্বল আলোর সন্ধান পাননি) তিনি চিন্তা করলেন, বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি প্রয়োজন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজ ভাইকে ডেকে তিনি বললেন, আমি মক্কার নতুন নবী সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিতে চাই, তাই তুমি একটু মক্কা থেকে ঘুরে আসো।

হযরত আবু যর (রাযি.)-এর ভাই বললেন, মক্কা যেতে হবে ? তা কি জন্য ? হযরত আবু যর (রাযি.) বললেন, বিষয়টি তুমিও হয়তো শুনেছো। মক্কায় বর্তমানে একজন নতুন নবী সম্পর্কে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলছে। তার দাবী হচ্ছে, তার কাছে আসমান থেকে আল্লাহর পয়গাম অবতীর্ণ হয়। তুমি গিয়ে বিষয়টা একটু তদন্তের দৃষ্টিতে খোঁজ-খবর নিয়ে এসো। আসলেই কি লোকটি নবী, নাকি এমনিতেই কোন মুখরোচক কথা আওড়ানো হচ্ছে।

হযরত আবু যর (রাযি.)-এর ভাই মক্কা সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং মক্কা চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি খোঁজ-খবর নিয়ে পুনরায় তিনি মক্কার অদূরে হযরত আবুযর (রাযি.)-এর কাছে ফিরে এলেন।

হযরত আবু যর (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো কি খবর নিয়ে এসেছো ?

হযরত আবু যর (রাযি.)-এর ভাই জবাব দিলেন, আমি যতটুকু দেখেছি এবং শুনেছি, তাতে তিনি যেসব কথা বলেন, তার সবটাই অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কথা। সে কথাগুলো অত্যন্ত আদর্শপূর্ণ এবং মঙ্গলজনক কথা। এছাড়া তিনি এমন একধরণের কথা (কুরআন শরীফ) মানুষকে শুনিয়ে থাকেন, যা কোন কবি সাহিত্যিকের কথা নয়। বরং সে কথা হচ্ছে মানুষের হিদায়াত ও সত্যসমৃদ্ধ এক অতুলনীয় বাণী। ভাইয়ের এসব কথা শুনে হযরত আবু যর (রাযি.)-এর মনে সান্ত্বনা পাওয়া তো দূরের কথা বরং তাঁর অস্থিরতা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেলো।

www.maktabatulabrar.com

এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেই মক্কা যাবেন। সেমতে তিনি প্রস্তুতিও গ্রহণ করলেন। খুব সংক্ষিপ্ত সফর সমাগ্রীসহ একটি পানির পাত্র সাথে অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা নগরীতে পৌঁছে প্রথমে তিনি একটি মসজিদে উঠলেন, কিন্তু তাঁর মন সর্বদাই অস্থির, তিনি ভাবলেন– কার কাছে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা যায়। এবং কি-ইবা জিজ্ঞাসা করা যায়। এভাবেই সেদিনটি কেটে গিয়ে রাত হয়ে গেলো ফলে সেখানেই তিনি শুয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যেই হযরত আলী (রাযি.) তাঁকে দেখলেন এবং বুঝলেন লোকটি কোন মুসাফির হবে। তিনি তাঁকে সাথে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যত্নের সাথে খানা খাওয়ালেন এবং রাতে তার বাড়ীতেই হযরত আবু যর (রাযি.)কে থাকার ব্যাবস্থা করে দিলেন। যখন সকাল হলো তখন হযরত আবু যর (রাযি.) নিজের সামানপত্র নিয়ে পুনরায় মসজিদে চলে এলেন। হযরত আবু যর (রাযি.) নিজেও তার আগমনের ব্যাপারে কিছু বললেন না আর হযরত আলী (রাযি.)ও স্বেচ্ছায় কিছু আলোচনা বা জিজ্ঞাসা করলেন না।

দ্বিতীয় দিনও এমনিতেই কেটে গেলো। কারো সাথে কোন কথা হলো না। সন্ধ্যা হয়ে গেলে হযরত আবু যর (রাযি.) সে রাতেও মসজিদের এক কোণে পড়ে রইলেন। ঘটনাক্রমে সেদিনও তার প্রতি হযরত আলী (রাযি.)-এর নযর পড়লো। তিনি ভাবলেন, মুসাফির লোকটির প্রয়োজন বোধ হয় এখনো সারেনি, তাই আজো সে এখানে অবস্থান করছে। এদিনও হযরত আলী (রাযি.) তাকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। কালকের ন্যায় আজকেও ভালভাবে মেহমানদারী করলেন এবং নিজের কাছে শোয়ালেন। মুসাফিরের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন তিনি মনে করেননি। কারণ তার কাজটা কোন ধরণের তাতো তিনি জানেন না। হতে পারে এমন কোন কাজে সে এসেছে, যে ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয়তো সে লজ্জা বোধ করবে। এতক্ষণ হযরত আবু যর (রাযি.) নিজেও কিছু বলেননি।

আজো যখন সকাল হয়ে গেলো তখন হযরত আবু যর (রাযি.) তাঁর সকল সামানপত্র নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। আজ সন্ধার সময়ও তৃতীয় বারের মত হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। এবার হযরত আলী (রাযি.)-এর বিবেকে একটু ধাক্কা লাগলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তিনদিন যাবৎ একজন মুসাফির এখানে আছে, প্রতিদিনই

আমার সাথে দেখা হচ্ছে, রাত্রি যাপন হচ্ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে আমি এতটুকু কথাও জিজ্ঞাসা করলাম না যে, ভাই আপনি কেন এসেছেন ? তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে আমার তো সম্ভব হলে তাঁকে কিছু সহযোগিতা করা উচিত। এ কথা ভেবে হযরত আলী (রাযি.) মুসাফির হযরত আবু যর (রাযি.)কে বললেন, আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে আমাকে বলুন, আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি ? সম্ভব হলে সে ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু সহযোগিতা করবো।

হযরত আবু যর (রাযি.) উত্তরে বললেন, আমি অপনাকে আমার এখানে আসার কারণ বলবো, তারজন্য একটি শর্ত হলো, আগে আপনি আমাকে কথা দিন, আমার সে কাজের ব্যাপারে আপনি আমার সাথে থাকবেন কিনা ? এবং আমাকে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিবেন কিনা ?

হযরত আলী (রাযি.) বললেন, কেন আমি আপনার সাথে থাকবো না এবং কেনই বা আপনাকে দিকনির্দেশনা দিব না, আপনি তো আমাদের অতিথি। যদি আপনার কাজটি এমন হয় যা আমাদের দ্বারা করা সম্ভব, তবে অবশ্যই আমরা তা করবো। হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাসমূলক এ সুন্দর কথা শুনে হযরত আবু যর (রাযি.)-এর মনোবল কিছুটা বৃদ্ধি পেলো। এবার তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল মানুষের ন্যায় বলতে লাগলেন, আমরা শুনতে পেলাম এখানে নাকি একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আছেন। যিনি আসমান থেকে তাঁর কাছে আল্লাহ পাকের পয়গাম আসে বলে দাবী করে থাকেন। আমি শুধু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এসেছি। যাতে আমি প্রকৃত বিষয়টা অনুধাবন করতে পারি।

হযরত আলী (রাযি.) মুসাফির হযরত আবু যর (রাযি.)-এর এ কথা শুনে মনে মনে খুশি হলেন। এবং বললেন, এখন তো রাত হয়ে গেছে আপনি খাওয়া দাওয়া করে আরাম করুন। সকাল হলে আমরা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাবো। এখানকার পরিস্থিতি তেমন সুবিধাজনক নয় বিধায় আমাদেরকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমি আপনাকে সাথে করে নিয়ে যাবো তবে যদি কোন জায়গায় কোন সমস্যা দেখা দেয় আমি পেশাবের বাহানা করে রাস্তার আশপাশে কোথাও বসে যাবো, তখন আপনি আমার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা হাঁটতে থাকবেন। যাতে কেউ এ কথা বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার সাথে যাচ্ছেন।

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবু যর (রাযি.) খানা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আজ চোখে এক বিন্দুও ঘুম এলো না। সকালের প্রতীক্ষায় তিনি সারাটি রাত অপেক্ষমান থাকলেন। অবশেষে সকাল হলো। হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবু যর (রাযি.)কে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে রওয়ানা হলেন। হযরত আলী (রাযি.) আগে আগে চলছেন আর হযরত আবু যর (রাযি.) তার পিছে পিছে হাঁটছেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে বসে হযরত আবু যর (রাযি.) খুব গুরুত্বসহকারে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনলেন। হযরত আবু যর (রাযি.) তার ভাইয়ের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অমূল্য বাণীসমূহ এবং মধুমাখা উপদেশাবলী শ্রবণ করে তিনি আরো অভিভূত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। দ্বীন ও ইসলামের প্রতি তিনি আপন হৃদয় মিনারে অনুভব করলেন এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ। এক পর্যায়ে সে মজলিসেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে স্বর্ণ যুগের স্বর্ণ মানব হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর তালিকায় নিজের নাম তালিকাভুক্ত করে নিলেন।

এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু যর (রাযি.)কে দির্দেশ দিয়ে বললেন, এখনই তুমি নিজের এলাকায় চলে যাও এবং নিজ বংশীয় লোকদেরকে এ হকের দাওয়াত পৌঁছাতে থাক। আবার আমার পক্ষ থেকে কোন সংবাদ পেলে সাথে সাথে এখানে চলে আসবে।

হযরত আবু যর (রাযি.) এখন তাওহীদ ও রিসালাতের ইশ্ক ও মহব্বতের সাগরে পুরোপুরি ডুবন্ত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অসাধারণ আকর্ষণে তিনি পাগলপারা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি অনুমতি দিন আমি মানুষের বড় বড় জমায়েতে চিৎকার করে করে তাওহীদের বাণী প্রচার করবো। একথা শেষ করে হযরত আবু যর (রাযি.) বাইরে চলে এলেন এবং হরম শরীফের লোক সমাগমে চিৎকার মেরে বলতে লাগলেন–

'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল।

একথা ঘোষণার সাথে সাথে মুশরিক সম্প্রদায় হযরত আবু যর (রাযি.)-এর উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু যর (রাযি.)কে তারা মারতে মারতে অস্থির করে ফেললো। বেহুঁশ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঐ পাষণ্ডদের আক্রোশ তখনো থামেনি। ওরা সে অবস্থাতেও তাঁকে আঘাতের উপর আঘাত করে চললো। এ অবস্থা দেখে হযরত আব্বাস (রাযি.) দৌড়ে এলেন এবং মুশরিকদের উপর্যুপরি আঘাত থেকে হযরত আবু যর (রাযি.)কে রক্ষা করার জন্য তিনি তার উপর শুয়ে পড়লেন এবং লোকদেরকে বললেন, তোমরা জানো এ ব্যক্তি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ? সর্বনাশ হোক তোমাদের, তোমরা যাকে এভাবে মারলে সে তো 'গেফার' গোত্রের লোক। তোমাদের সিরিয়া যেতে হলে সে গেফার গোত্রের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর এ কথা শুনে ওরা চলে গেলো। সেদিনের মতো হযরত আব্বাস (রাযি.) হযরত আবু যর গেফারী (রাযি.)কে পাষণ্ড মুশরিকদের হাত থেকে বাঁচালেন।

অতঃপর পরের দিন আবার হযরত আব্বাস (রাযি.) পূর্বের দিনের ন্যায় হযরত আবু যর (রাযি.)কে প্রহার করতে দেখে একইভাবে এদিনও তিনি হযরত আবু যর (রাযি.)কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এমনি অসংখ্য নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার বরদাস্ত করেও তিনি দ্বীনের উপর টিকে থাকলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীনে হক থেকে সরে দাঁড়াননি।

এভাবেই হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) দ্বীন ও ইসলামের জন্য সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে ইসলামকে আমাদের জীর্ণ কুটির পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এবং দ্বীনের জন্য আমানবিক নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছেন আর তাদের সম্মানকে করেছেন উচ্চ থেকে উচ্চতর নিজেরা পরিণত হয়েছেন সোনার মানুষে।

www.maktabatulabrar.com

আলোর জীবন

দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের কাজ চলিয়ে যাচ্ছেন। পবিত্র মক্কা নগরীরর অলি-গলিতে ইসলামের চর্চা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ। দ্বীনের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে অগণিত শিশু-কিশোর।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবানে মহান আল্লাহ দান করেছিলেন এক অসাধারণ আকর্ষণ। যে কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে হকের আহ্বান শুনতে পেতো, সাথে সাথে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যেতো এক অভাবনীয় বিপ্লব, শামিল হয়ে যেতো সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারীদের নূরানী কাফেলায়।

এ অবস্থা দেখে মক্কার কাফিরদের অন্তর জ্বালার সীমা রইলো না। তারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল বলে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে দিলো। লোকদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে এবং তাঁর কথা শুনতে অত্যন্ত কঠোর ভাবে বারণ করতে লাগলো।

এমনি অবস্থায় সুদূর ইয়ামানের একজন প্রসিদ্ধ কবি মক্কায় আগমন করলো, যার নাম তুফাইল। এ প্রসিদ্ধ কবি তুফাইল ছিলো তার গোত্রের প্রধান। ইয়ামান অধিবাসীরা তাকে যথেষ্ট ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন করতো। তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতো। কবি তুফাইল মক্কায় পৌঁছুলে মক্কাবাসীরা তাকে ব্যাপকভাবে সম্বর্ধনা দিলো এবং খুব সম্মান প্রদর্শন করলো।

মক্কাবাসীরা ভাবলো তুফাইল যদি ঘটনাক্রমে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু কথা শুনে ফেলে তবে সে হয়ত আর দেরী না করে অমনি ইসলাম গ্রহণ করে নিবে। কারণ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কথার মাঝেই রয়েছে এমন আশ্চর্য আকর্ষণ যা কেউ শুনলে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। এছাড়া তুফাইল নিজেও যেহেতু একজন কবি তাই কোন্ কথা ভাল আর কোন্ কথা খারাপ তা পরিমাপ করার মেধাও তার আছে। সেমতে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য, উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্য, উন্নত

নীতি নৈতিকতার আর্কষণের কারণে তুফাইল তাকে দেখলে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করে নিবে, এতে সামান্যতম সন্দেহও নেই। আর তুফাইল যেহেতু তার সম্প্রদায়ের সরদার তাই সে ইসলাম গ্রহণ করলে তার গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিবে। এসব কথা ভেবে মক্কার কাফিররা সীমাহীন ব্যাস্ত ও অস্থির হয়ে পড়লো। তুফাইলের মক্কায় আগমন তাদের জন্য একটি বিরাট চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তারা পড়ে গেলো মহাভাবনায়।

এ অবস্থায় তাদের মধ্যকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি জরুরী পরামর্শ সভায় একত্রিত হলো। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্ত নিলো, যেকোন মূল্যে তুফাইলকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাগপাশ থেকে দূরে রাখতে হবে। কোনক্রমেই যেনো সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারে।

সিদ্ধান্ত মুতাবিক কয়েকজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল তুফাইলের সাথে দেখা করলো এবং অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ও মঙ্গলকামী ভাবধারায় তুফাইলকে বললো, 'আপনি ইতিমধ্যেই হয়তো শুনে থাকবেন, যে, আমাদের এ অঞ্চলে একজন লোক আছে, যে লোকটি কিছুদিন যাবৎ নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করছে। লোকটি অত্যন্ত ভয়ানক পর্যায়ের জাদুকর। তার কথাবার্তায় বিপদ-আপদের নিদর্শন বিদ্যমান। একবার কেউ তার কথা শুনলেই সে লোকটির জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই মক্কার অনেক সরলপ্রাণা লোক তার জাদুর জালে আটকে পড়েছে। ফলে তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তার নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। তার এ নতুন ধর্ম প্রচারের কারণে আমাদের সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক পরিবারের পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রী, চাচা-ভাতিজায় বিবাদ ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়ে গেছে। একবার যাকে তার জাদুতে পেয়ে বসে সে এমন মাতাল হয়ে পড়ে, যার ফলে সে আর কোন কথাই শুনতে রাযী হয় না। সে ধর্ম থেকে ফিরে আসা তা অনেক দূরের কথা। আপনাকে আমরা এসব কথা এজন্য জানিয়ে দিলাম যাতে আপনি পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকতে পারেন।

তুফাইল তাদের এসব কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনলো। আর মনে মনে শক্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলো 'কোন সময় তার কথা শুনবো না।'

www.maktabatulabrar.com

তাহলে হতে পারে আমিও তার জাদুর জালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারি। আর এমনটি হয়ে পড়লে তখন উপায়টা হবে কি ?

এরপর থেকে যখনই তুফাইল কা'বা গৃহের আশে-পাশে যেতো, তখন খুব ভালভাবে কানের মধ্যে তুলো দিয়ে কান বন্ধ করে যেতো। যাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন আওয়ায কানে আসতে না পারে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তুফাইল বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে গেলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফে নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। নবীকণ্ঠের মধুর তিলাওয়াতের গুণ গুণ আওয়ায তুফাইলের কানে পৌছে গেলো। মধুর সে আওয়ায বড় ভাল লাগলো তার কাছে। একবার খানিকটা দমে যাওয়ার চিন্তা করে পুনরায় সে ভাবলো, এটা কেমন কথা যে-কারো বক্তব্য শোনা যাবে না ? না এটা সমর্থন করা যায় না। আমি নিজেই তো একজন কবি, ভাল-খারাপের পার্থক্য আমি বুঝি। কথার সূক্ষ্মতা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান রয়েছে। আমি কি এতটুকু বিষয়ও নির্ণয় করতে পারবো না যে, কোন্ কথাটি আমার জন্য ভাল আর কোন্টি আমার জন্য ভাল নয় ? একটু শুনেই দেখিনা লোকটি কোন্ ধরনের কথা বলে। এসব ভেবে কানের তুলো অপসারণ করে তুফাইল নিজের কান সেদিকে লাগিয়ে দিলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করে চলছিলেন আর তুফাইল তা একমনে শুনে যাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে তুফাইল তার হৃদয় মহলে এক ব্যতিক্রম অনুভূতি আঁচ করলো। তার দিল বরফের ন্যায় গলতে শুরু করলো। প্রতিটি আয়াত শুনার সাথে সাথে সে তার মনে এক একটি নতুন আবেগ অনুভব করতে লাগলো।

নামায শেষ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাড়ীর দিকে চললেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধুর কণ্ঠের তিলাওয়াতের অভাবনীয় আকর্ষণ তুফাইলকে বসে থাকতে দিলো না। সেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরনে তাঁর পিছে পিছে চলতে লাগলো। ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আওয়ায শুনতে পেলেন– 'হুযূর ! দয়া করে আমাকেও ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন।'

পিছন ফিরে তাকালেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি দেখলেন, ইয়ামানের প্রথিতযশা কবি এবং সম্মানিত সরদার তুফাইল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে।

অনুপম আদর্শের মূর্ত প্রতীক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্নের সাথে নিজের কাছে বসালেন, অতঃপর এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তুফাইল তার পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনালো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তার কথাগুলো শুনলেন। এরপর ইয়ামান সরদার তুফাইল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হুযূর ! দয়া করে আমাকে আপনার কিছু কথা শুনান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে পবিত্র কুরআন শরীফের হৃদয়গ্রাহী কিছু আয়াত পড়ে শুনালেন।

তুফাইল অত্যন্ত গভীরভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিলাওয়াত শুনছিলো। তার কাছে মনে হচ্ছিলো প্রতিটি আয়াত শুনার সাথে সাথে তার পঙ্কিল মনের কালিমা ও অন্ধকার ধীরে ধীরে বিদূরিত হচ্ছে। অচেতনতার পর্দা সরে যাচ্ছে, সত্যের নূরানী আলোর বিচ্ছুরণ তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিলাওয়াত শেষ হলো। এবার তুফাইল বলতে লাগলো, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই খোদার কসম করে বলছি, আমি আরবের অনেক বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে অনেক ভাল ভাল কথা শুনেছি। যার একটি অপরটি থেকে ভাল। কিন্তু আজ যে কথা আমি শুনেছি এরকম উত্তম, উন্নত এবং পবিত্র কথা আমি আমার জীবনে শুনিনি। আজকের কথাগুলোই হতে পারে একজন মানুষের জীবনপথের দিশা। সব কথাগুলোই যেনো নূরের আভায় প্রদীপ্ত প্রাঞ্জল। ন্যায়ের দিবাকর এ কথাগুলো থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যথার্থ সত্য থেকে বিমুখতারই নামান্তর। আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, একথাগুলো কোন মানুষের কথা হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এসব কথা হচ্ছে মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের কথা।

তুফাইল এ কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো, আর তার হিদায়াতের খুশিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় মন ভরে উঠছিলো। অতঃপর তুফাইলের আবেদনের ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.maktabatulabrar.com

সাল্লাম তাকে কালেমা পড়ালেন। তার অন্তর ঈমানের নূরে নূরানী হয়ে উঠলো। ইয়ামানের সম্মানিত মেহমান এবার ঈমানের সম্মানও লাভ করলেন। মক্কায় প্রবেশের সময় তিনি শুধু দুনিয়ার বিচারে সম্মানী ছিলেন এখন থেকে তিনি দ্বীনের বিচারেও সম্মানী বিবেচিত হলেন। এখন থেকে তিনি হলেন একজন সম্মানিত সাহাবী, বিশিষ্ট কবি হযরত তুফাইল ইবনে আমর (রাযি.)।

হযরত তুফাইল (রাযি.) যখন ইয়ামান ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার অন্তর তো এখন ঈমানের নূরানী ঐজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমার পরিবারের অন্যান্য লোক এবং আমার বংশের লোকেরা তো এখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জমান। আপনি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করে দিন, তারাও যাতে ঈমানের আলোকে আলোকিত হতে পারে।

হযরত তুফাইল (রাযি.)-এর এ আবেদনের ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ ! আপনি তুফাইলকে ঈমানের নিদর্শন এবং রাহবর বানিয়ে দিন যাতে তাকে দেখে লোকেরা ইসলামের পথ খুঁজে পায়।

হযরত তুফাইল (রাযি.) পবিত্র ঈমানের হৃদস্পন্দন নিয়ে নিজের বাড়ী পৌঁছুলেন। ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমেই নিজ পিতা আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলো। হযরত তুফাইল (রাযি.) তাকে বললেন, আব্বা ! আমি কুফরীর অন্ধকার পরিত্যাগ করে ঈমানের দীপ্ত আলোয় প্রবেশ করেছি। এখন আমার সম্পর্ক শুধু ঐ ব্যক্তির সাথেই থাকতে পারে, যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিখানো কালেমা পাঠ করবে এবং ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসেবে মেনে নিবে।

হযরত তুফাইল (রাযি.)-এর এ হৃদয় নিংড়ানো কথা শুনে তার পিতা আমর মহাভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, ঈমানের এত বড় শক্তি যার ফলে পিতা-পুত্রের সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। তবে কি ঈমানের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চাইতেও অধিক শক্তিশালী ? এসব চিন্তাভাবনা করে হযরত তুফাইল (রাযি.) পিতা আমর দূ'সী নিজ সন্তানকে লক্ষ্য করে বললেন, তুফাইল ! আমাকেও তুমি সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু কথা শুনাও। হযরত তুফাইল (রাযি.) অত্যন্ত ধীরে ধীরে

ইসলামের পয়গাম শুনালেন। সত্যের অভূতপূর্ব আকর্ষণ এবার আমর দূ'সী (রাযি.)কে দারুন ভাবে আকৃষ্ট করলো। তিনি তাঁর ছেলে হযরত তুফাইল (রাযি.)কে বললেন, হে তুফাইল ! আমি হলাম তোমার পিতা আর তুমি হলে আমার বেটা। আমাদের এ সম্পর্ক অটুট-অক্ষুন্ন থাকবে। আমিও তোমার মত সত্য নবীর উপর ঈমান গ্রহণ করছি, যে নবীর উপর তুমি ঈমান গ্রহণ করেছো।

হযরত তুফাইল (রাযি.)-এর দু'চোখ এবার আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত করতে লাগলো। তিনি বললেন, হে আমার সম্মানিত পিতা ! চলুন আপনাকে গোসল করিয়ে আনি। এরপর আপনি ইসলামের কালেমা পাঠ করে মহান স্রষ্টার প্রিয়জনদের কাফেলায় শামিল হয়ে যান।

সে মতে আমর দূ'সী এবার গোসল করে এলেন। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। নিজের অন্তর ঈমানের নূরে নূরানী করে তুললেন। তিনিও শামিল হলেন আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের নূরানী কাফেলায়।

এবার হযরত তুফাইল (রাযি.) নিজের জীবন সঙ্গীনী স্ত্রীর সাথে দেখা করলেন। নিজের প্রিয়পাত্রী স্ত্রীকে দেখে হযরত তুফাইলের দু'চোখে পানি নেমে এলো। অনেক কষ্টে তিনি অশ্রু সংবরণ করে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী ! এখন থেকে তো তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক বাকী নেই। কারণ আমি মক্কার অধিবাসী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান গ্রহণ করেছি। আর তুমি এখনো সে নূরের আভা থেকে বঞ্চিত। আমি এখন ইসলামের আলোয় পথ চলছি। আর তুমি এখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছো। সুতরাং ঈমান আর কুফর কোনদিন একই স্থানে অবস্থান করতে পারে না। আমার সম্পর্ক এখন শুধু তাদের সাথেই হতে পারে, যারা ঐ মহান সত্তা আল্লাহ পাকের ইবাদত করে, যে আল্লাহ পাকের কোন ব্যাপারে কোন শরীক নেই। এবং যারা ঐ মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান গ্রহণ করে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পথের সন্ধান দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে।

হযরত তুফাইল (রাযি.)-এর কাব্যভাব সমৃদ্ধ এ আবেগাপ্লুত কথাগুলো শুনে তার স্ত্রীর মনের দুয়ার খুলে গেলো। সত্যের অভূতপূর্ব আকর্ষণ তাকেও দারুনভাবে প্রভাবিত করলো। সে বলতে লাগলো, হে আমার প্রিয় স্বামী ! আপনি আমার স্বামীই থাকবেন। আমি আমার বাকী

www.maktabatulabrar.com

জীবন আপনার স্নেহ ছায়াতেই কাটাবো। আমিও আপনার ন্যায় ঐ মহান আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ করছি, যিনি সারা দুনিয়ার স্রষ্টা। এবং আমি ঈমান গ্রহণ করছি ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, যাকে মানব মুক্তির দিশারী রূপে এ ধরায় প্রেরণ করা হয়েছে। এরপর তিনি পবিত্র কালেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হলেন।

এভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের মাঝে ইসলামী অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে ইসলামের নূরানী কাফেলায় শামিল করতে পেরে হযরত তুফাইল (রাযি.)-এর আনন্দের অন্ত রইলো না। তার হৃদয়-মনে বয়ে যেতে লাগলো এক অভাবনীয় আনন্দ ফোয়ারা। সত্যের বিজয়ে তার চেহারা চমকে উঠলো পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তিনি ইসলামের এ অসাধারণ আকর্ষণ লক্ষ্য করে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আস্তে আস্তে তাঁর ডাকে তাঁর গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

এভাবেই শুরু হলো হযরত তুফাইলের (রাযি.) এক নতুন জীবন, গড়ে উঠলো অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরিবর্তে এক 'আলোর জীবন'।

হত্যার বদলা

ঃ এ লোকটিকে মেরে দিতে পারবে ?

ঃ পারবো, অবশ্যই পারবো। তবে সেজন্য চাই কিছু বিনিময়।

ঃ কি বিনিময় চাও, কত টাকা দিতে হবে তোমাকে ?

ঃ তা আমি কিছুই বলবো না, লোকটি মেরে দিবো, তোমরা খুশি হয়ে আমাকে পুরস্কৃত করবে।

ঃ ঠিক আছে তাই হবে। তুমি যদি ঐ লোকটি মেরে ফেলতে পার তবে তোমাকে বড় রকমের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

এ জাতীয় কথাই হচ্ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর সাথে মক্কার কাফির-মুশরিকদের। তারা হযরত ওয়াহশী (রাযি.)কে ভাড়া করেছিলো একজন মহৎ মানুষকে মেরে ফেলার জন্য। যাকে মারার জন্য হযরত ওয়াহশী (রাযি.) মক্কার কুরাইশ-কাফিরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন, তিনি ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিত চাচা, সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাযি.)।

চুক্তি মুতাবিক ওয়াহশী (রাযি.) হযরত হামযা (রাযি.)কে ঐতিহাসিক উহুদ প্রান্তরে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছিলেন। খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছিলো হযরত হামযা (রাযি.)-এর পবিত্র লাশ। বুক চিরে কলিজা ছিঁড়ে আনা হয়েছিল আক্রোশ নিভাতে। চিবিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়েছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবী ও পরম শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত হামযা (রাযি.)-এর পবিত্র কলিজা। যে কলিজাকে তিনি করেছিলেন পবিত্র-পরিশুদ্ধ। কুফর আর শিরকের নোংরামী থেকে মুক্ত করে যিনি তাতে জ্বেলেছিলেন তাওহীদের বাতি। হাজার হাজার কল্পিত দেব-দেবীর ভণ্ডবিশ্বাসকে হৃদয়মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যিনি সে কলিজায় বপন করেছিলেন ঈমানের বীজ। কত হৃদয় বিদারকই না ছিলো সে ইতিহাস, কত মর্মস্পর্শী ছিলো সে দৃশ্য। যে বর্ণনা শুনে, যে দৃশ্য আবলোকন করে ধৈর্যের পর্বত স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

তবে পুরো বিষয়টিই ছিলো হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার আগে। তিনি তখন ছিলেন কুফরের যুলমাতে আচ্ছাদিত। দ্বীন-ইসলামের সোনালী পরশ তখনো তিনি লাভ করতে সক্ষম হননি। পরবর্তী সময়ের কথা।

হযরত ওয়াহশী (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী সাহাবা কাফেলার তিনি হলেন একজন গর্বিত সদস্য। সীমাহীন অনুতপ্ত হলেন বিগত দিনের এহেন লোমহর্ষক ভুলের জন্য। ইসলামের একজন মহান ব্যক্তিত্বকে শহীদ করার প্রায়শ্চিত্তে তিনি জাহান্নামের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ইসলামের একটি বড় দুশমনকে। নিজেকে তিনি পরিণত করেছিলেন একজন সোনার মানুষে। ইসলাম নামের পরশ-মাণিকের অদৃশ্য ছোঁয়া আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিমুগ্ধ আদর্শের সোনালী স্পর্শে তিনি নিজেকে শামিল করে নিয়েছিলেন স্বর্ণযুগের স্বর্ণ মানবগণের স্বর্ণতালিকায়। তাই বলছি–

দুর্ধর্ষ কাফির-মুশরিক অধ্যুষিত ঐতিহাসিক মক্কানগরী বিনা রক্তপাতে বিজিত হলো। মুসলমানদের হাতে চলে এলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় জন্মভূমি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাফির অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে যে মক্কানগরী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ছাড়তে হয়েছিলো মক্কা তাঁর

www.maktabatulabrar.com

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)কে। আজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মক্কার রাষ্ট্রপ্রধান। মক্কানগরী আজ কুফর-শিরকের কালিমামুক্ত হলো। পবিত্র মক্কাকে ঘোষণা করা হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র। মক্কাবাসীদের নির্মম নির্যাতন, অত্যাচার ও হাজারো অন্যায় আচরণের জন্য তারা আজ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে বিস্মিত করে ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা। এ সুযোগে বড় বড় দাগী অপরাধিরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হওয়ার সাহস পেলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রাযি.)। তিনি তখনো অমুসলিম। নববী দরবারে এসে তিনি বললেন, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে কি আমি আমার অতীত কর্মকাণ্ডের অপরাধ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারবো?

যে ওয়াহশী (রাযি.)-এর হাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিত চাচা হযরত হামযা (রাযি.)কে নির্মমভাবে শাহাদৎ বরণ করতে হয়েছিলো। ঐতিহাসিক উহুদ প্রান্তরে যার নির্মম ব্যবহার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়েছিলো। যিনি চুক্তির ভিত্তিতে মানুষ হত্যাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোকেরা যাকে নিজেদের দুশমন হত্যার জন্য উজরত দিয়ে ভাড়া করতো। সেভাবেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে যিনি হযরত হামযা (রাযি.)কে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করেছিলেন ইনি সেই ওয়াহশী (রাযি.)।

ওয়াহশী (রাযি.)-এর প্রশ্নের জবাবে রহমতে আলম, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি একটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার তবে মহান আল্লাহ তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর সে ধ্বংসাত্মক গুনাহটি হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থির করা। আল্লাহ তা'আলা মুশরিককে কখনো ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধীদের যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন।

ওয়াহশী (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আগমনের পূর্বে তাঁর হৃদয়মনে ইসলামের প্রতি এক নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আগমন করে তাঁর কণ্ঠের দু'চারটি কথা শুনে তিনি আরো ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পুনরায় তিনি জানতে চাইলেন, ওহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! পবিত্র কুরআনে তো এ কথাও বলা

হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে কোন মুমিনকে হত্যা করে তবে সে সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। এ কথা বলতে বলতে হযরত ওয়াহশী (রাযি.) এর দু'চোখ জুড়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। দু'চোখ উজাড় করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি তো কোন সাধারণ মুমিনকে হত্যা করিনি বরং আমি হত্যা করেছি আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন বিশেষ মুমিন ও আপনার একজন প্রিয় ব্যক্তিত্বকে। আমার এ হাতই তো রঞ্জিত হয়েছে হযরত হামযা (রাযি.)-এর পবিত্র খুনে। আমার সে ধৃষ্টতাও কি আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন ?

উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেক আমল করতে থাকে, মহান আল্লাহ তার গুনাহ শুধু ক্ষমাই করেন না বরং তার যাবতীয় গুনাহকে সওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে পবিত্র কুরআনে আমলে সালিহা বা নেক আমলের কথাও এসেছে। আমার প্রবৃত্তি নিতান্তই অবাধ্য। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করেও নেই, তবুও আমার প্রবৃত্তি আমাকে পরিপূর্ণভাবে নেক আমল করতে দিবে না। সুতরাং শেষ বিচারে আমাকে জাহান্নামেই যেতে হবে। তাই আমাকে এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করে দিন যাতে আমার থেকে কোন ছোটখাট অপরাধ প্রকাশ পেলেও তা মাফ হয়ে যায়। এ সময় পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

"(হে নবী !) আপনি আমার ঐ সকল বান্দাদের বলে দিন, যারা নিজের উপর অনাচার করেছে, তারা যেনো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না পড়ে। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় অনুগ্রহ ও ক্ষমাশীল।"

(সূরা-যুমার, ৫৩ আয়াত)

এবার হযরত ওয়াহশী (রাযি.) আর বিলম্ব করতে পারছিলেন না। তার ভিতরে দ্রুত ভাবান্তর হতে লাগলো। তিনি এবার নিজের মধ্যে ইসলামের প্রতি চূড়ান্ত আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি যেনো আর এক মুহূর্তও ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সহ্য করতে পারছেন না। তাই তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতের উপর নিজ হাত

www.maktabatulabrar.com

রাখলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আজ থেকে আমাকে আপনি আপনার অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করবেন। এখন থেকে আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আপনার অনুসরণের মাধ্যমে কাটাবো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাহুদ্বয় সম্প্রসারিত করে হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রাযি.)কে আপন সিনার সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমাকে এজন্য মোবারকবাদ দিচ্ছি যে, আজ তোমার জাহান্নাম জান্নাতে পরিণত হলো। তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ– তুমি আমার উপর একটি বিষয়ে অনুগ্রহ করবে। আর তা হচ্ছে, তুমি আমার সামনে কম আসবে। কারণ, আমি যখনই তোমাকে দেখি তখনই আমার শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত হামযা (রাযি.)-এর খণ্ড বিখণ্ড লাশ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একথা হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর অন্তরে যেন তীরের ন্যায় বিধলো। তিনি গভীর রাতে জেগে জেগে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকলো। চোখের পানিতে চেহারা ভিজাতে থাকলেন। আর মহান মাওলার দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার দরবারে কিছুই চাই না শুধু একটি জিনিস চাই। আমার মনে একটি মাত্র আকাংখা আছে তা আপনি পূর্ণ করতে দিন। সে আকাংখা হচ্ছে, আমার হাতে আমি আপনার একজন বড় দোস্তকে হত্যা করেছি যার প্রতি অত্যাচারের কারণে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন! আমি যেনো আপনার একজন বড় দুশমনকে হত্যা করে তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। যাতে আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোবারক চেহারায় আমি মুচকি হাসির একটি ঝলক দেখতে পাই।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর শাসন কাল। যখন বিভিন্ন ফিৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। হযরত আবু বকর (রাযি.) বীরদর্পে তা প্রতিহত ও নিশ্চিহ্ন করেন। সে সময়ের ফিৎনাসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ ফিৎনা ছিল, খতমে নবুওয়াতের অস্বীকৃতি। সে ফিৎনা দমনে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) জিহাদ

ঘোষণা করলেন। সে জিহাদে অংশগ্রহণ করলেন হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রাযি.)।

মিথ্যা নুওয়াতের দাবীদার ভণ্ড মুসাইলামাতুল কাযযাবের নবুওয়াতের ভণ্ড দাবীর সাধ মিটানোর জন্যই রণ সাজে সজ্জিত হয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আজ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। জিহাদের দিনের সুবহে সাদিক উদিত হলো। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাতে আরাম করে নিয়েছেন। কিন্তু হযরত ওয়াহশী (রাযি.) পূর্ণরাত জাগ্রত থেকে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি ভরে ফরিয়াদ করলেন, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রভু ! হে গোটা বিশ্ব ভুমণ্ডলের প্রতিপালক ! আমি আপনার একজন প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করেছি, তাই আমার একান্ত আকাংখা যে, আজ আমি তার প্রতিবদল আদায় করবো। আমি আজ অতীত ভুলের জন্য সিজদায়ে সাহু করতে চাই। আমি আপনার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মলিন চেহারায় দেখেছি। পরকালে হাশরের ময়দানে আমি যেনো প্রিয় নজীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে হাসি দেখতে পাই। আপনার নামজাদা বড় দুশমন মুসাইলামাতুল কায্যাবকে দয়া করে আপনি আমার হাতেই মৃত্যু দিন।

সকালবেলা মুসলিম বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। মুসলিম বাহিনীর সাথে হযরত ওয়াহশী (রাযি.)ও যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ময়দানের এক কোণ থেকে আওয়ায এলো, হযরত ওয়াহশী (রাযি.) চিৎকার মেরে বলছেন, ওহে মুসলিম সেনাদল ! আমাকে তোমরা মুবারকবাদ দাও, কারণ আমার একান্ত আকাংখা মহান আল্লাহ পূর্ণ করেছেন।

মুহূর্তেই সকলের দৃষ্টি পড়লো হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর প্রতি। তারা দেখতে পেলো, হযরত ওয়াহশী (রাযি.) নবুওয়াতের ভণ্ড দাবীদার মুসাইলামাতুল কায্যাব-এর সিনার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তার মাথা কেটে বর্শার মাথায় উচিয়ে ধরেছেন এবং বলছেন, এখন আমি এ দুনিয়া থেকে কিছুটা চিন্তামুক্ত অবস্থায় বিদায় নিতে পারবো। কারণ আমি পরকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে হাজির হয়ে বলতে পারবো উহুদের যুদ্ধে আমার হাতে আপনার প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রাযি.) শহীদ হয়েছিলেন, যার ফলে আপনার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, আপনার মনে সীমাহীন ব্যথা লেগেছে। আমি তার

www.maktabatulabrar.com

প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আপনার সিংহাসন দখলের নিন্দনীয় প্রচেষ্টার নিকৃষ্ট হোতা মুসাইলামাতুল কায্যাবকে আপনার নবুওয়াতের সিংহাসনে বরদাস্ত করিনি। বরং চিরদিনের জন্য ওর নবুওয়াতের সাধ মিটিয়ে ওকে জাহান্নামে পৌছে দিয়ে এসেছি।

এ ছিল হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর এক বিরল কীর্তি। তিনি দ্বীনের একজন মহান খাদিমকে শহীদ করে অনুতপ্ত হয়েছেন এবং আল্লাহর দরবারে তার পরিবর্তে দ্বীনের একজন বড় দুশমনকে হত্যা করার আকাংখা প্রকাশ করে দু'আ করেছেন। মহান আল্লাহ তার সে দু'আ কবুল করেন এবং নবুওওতের মিথ্যা দাবীদার দাজ্জাল, কায্যাব মুসাইলামাকে তার হাতে জাহান্নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

বর্তমান অবস্থাতেও দাজ্জাল কায্যাবের অভাব নেই সুতরাং আজকের বাংলায় এমন একজন মুসলিম যুবকও কি নেই যে হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-এর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে বর্তমান যুগের নব্য মুসাইলামাদের ভণ্ডামীর সাধ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিতে পারে ?

স্বপ্নের হাতছানি

একটি প্রশস্ত গভীর কূপ। সে কূপে দাউ দাউ করে জ্বলছে উত্তপ্ত আগুন। সে কূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে খালিদ। দাঁড়িয়ে আতঙ্ক অবস্থায় প্রত্যক্ষ করছে জ্বলন্ত আগুনের ভয়াল দৃশ্য। শঙ্কিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, যেনো শিউরে উঠছে তার দেহ-মন। ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হলো সাঈদ। সাঈদ আর কেউ না সে খালিদেরই পিতা। কিছু বলার আগেই খালিদকে খামচে ধরলো সে। এভাবেই পিতা সাঈদের হাতে আক্রান্ত হলো পুত্র খালিদ। খালিদকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলো সাঈদ। হঠাৎ এহেন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো খালিদ। হায় ! এখন কি করি ? কিভাবেই বা রক্ষা পাই এ দস্যু বাপের হাত থেকে? এ ভয়ানক লেলিহান অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপিত হওয়া থেকে বাঁচার পথই বা কি ?

ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী আরেকজন মহামানব। দয়া মায়ায় পূর্ণ কি নূরানী চেহারা তাঁর। আশ্চর্য সৌন্দর্যের অধিকারী জ্যোতির্ময় আনন থেকে যেনো দীপ্তিমান আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। যার ঐজ্জ্বল্যের কাছে পূর্নিমার চাঁদের রশ্মিও যেন হার

মানে। এ মহামানব আর কেউ নন, তিনি মানবতার মুক্তির দিশারী, অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদের বন্ধু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি এসেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন খালিদকে, টেনে নিয়ে এলেন অগ্নিগর্তের কাছ থেকে দূরে এক নিরাপদ স্থানে। উদ্ধার করলেন, খালিদকে তার পাষণ্ড বাপের হাত থেকে। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিত হওয়ার এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও তা থেকে রক্ষা পেলো খালিদ।

উপরের কথাগুলো একটি স্বপ্নের বিবরণ। গভীর ঘুমে অচেতন অবস্থায় উপরোক্ত স্বপ্ন দেখলেন একজন সম্মানিত সাহাবী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্নেহভাজন হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনিল আস (রাযি.)। তবে এ স্বপ্ন যখন তিনি দেখেছেন তখনো দ্বীনে হক তথা ইসলামের আলোর ছোয়া তিনি পাননি। তখনো তিনি ছিলেন কুফরীর অন্ধাকারে নিমজ্জিত। এ স্বপ্ন দেখে হঠাৎ কিছুই বুঝে উঠতে না পারলেও তিনি নিজেই বলেন যে, স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমি কসম করে বললাম, নিঃসন্দেহে এটি একটি বাস্তব স্বপ্ন।

কিন্তু কি এ স্বপ্নের তাৎপর্য ? কিইবা বুঝানো হচ্ছে আমাকে এ স্বপ্ন দ্বারা ? আর এর অন্তর্নিহিত মর্মই বা কি ? তা যে আমাকে বুঝতেই হবে, জানতে হবে আমার এ খাবের তাৎপর্য, যেকোন উপায়ে আমাকে উদ্ধার করতে হবে এ স্বপ্ন আমাকে কি বলতে চাচ্ছে ? এসব ভাবতে ভাবতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে এসে হাজির হলেন হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রাযি.)। এসে স্বপ্নের কথা সবিস্তারে আলোচনা করলেন তাঁর কাছে। সব শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, আল্লাহ পাক তোমার মঙ্গল করতে চাচ্ছেন, তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে যিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনি আল্লাহ পাকের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর এ স্বপ্ন তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করতে বলছে। তোমার পিতা সাঈদ তোমাকে অগ্নিপূজা আর মূর্তিপূজার পথে পরিচালিত করে মূলতঃ তোমাকে এক ভয়াবহ বিপদের মূখোমুখি করে দিচ্ছে।

অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, আমার বিশ্বাস তুমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করবে এবং

ইসলাম গ্রহণ করে নিবে। আর সে ইসলামই তোমাকে ভয়াবহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। যার অসীলা বা মাধ্যম হবেন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তোমার পিতা সাঈদের নসীবে ইসলাম জুটবে না বলেই মনে হয়। সে শেষ বিচারে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর (রাযি.)-এর এ বিজ্ঞজনোচিত ব্যাখ্যা শুনে হযরত খালিদ (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি আমাদেরকে কোন্ জিনিসের দিকে আহ্বান করে থাকেন ?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, আমি তোমাকে মহান আল্লাহ পাকের পথে আহ্বান করছি। যিনি এক-অদ্বিতীয়, কেউ তার শরীক নেই। আর আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাকের বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল এবং আমি এ কথার প্রতি আহ্বান করি যে, তোমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও, যে মূর্তি কারো কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে না এবং যাদের এ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই যে, কারা তার ইবাদত করছে আর কারা করছে না।

হযরত খালিদ (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবেগপূর্ণ এ কথাগুলো অত্যন্ত গভীরভাবে শুনলেন। কথাগুলোর প্রতিটি শব্দই যেনো তার অন্তরে আঘাত করলো। এ বাণী যেনো তার মনের দরজায় ধাক্কা মারলো। খুলে গেলো তাঁর হৃদয়ের দ্বার। কাল বিলম্ব না করে তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন এবং সাথে সাথে যবানে উচ্চারণ করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ এক এবং মহান আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দা এবং যথার্থ সত্য নবী।

এভাবেই তিনি কুফরীর অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে দ্বীন-ইসলামের পরশে সোনার মানুষে পরিণত হলেন।

www.maktabatulabrar.com

হযরত খালিদ (রাযি.) নিজেই বর্ণনা করেন, আমার বিধর্মী পিতা যখন আমার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনতে পেলো, তখন সে রাগে-গোশ্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে আমার কাছে তেড়ে এসে আমাকে বেদম প্রহার করলো। আমার মাথা ফেটে ফিনকী দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। আমাকে প্রহার করতে করতে তার হাতের শক্ত লাঠি সে ভেঙ্গে ফেললো। আর গর্জন করতে করতে আমাকে বললো, তুই মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্ম গ্রহণ করেছিস, যে আমাদের পুরো জাতির বিরোধিতা করে আমাদের মাবুদদেরকে গালমন্দ করছে আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নির্বোধ এবং বোকা বলছে।

হযরত খালিদ (রাযি.) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আমি আমার স্রষ্টা আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন, তা সম্পূর্ণই সঠিক ও নির্ভুল। এ কথা শুনে আমার পিতার গোশ্বা আরো বেড়ে গেলো। আমাকে সে ভয়ানকভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে তার সামনে থেকে সরে যেতে বললো এবং কসম করে বললো, আমি তোর খানাপিনা বন্ধ করে দিব। আমিও অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে বললাম, আপনি আমার খানা বন্ধ করে দিলে স্বয়ং আল্লাহ আমার খানাপিনার ব্যবস্থা করবেন। এ কথা বলার পরই আমার পিতা আমাকে তার ঘর থেকে বের করে দিলো। আমার অন্যান্য ভাই-বোনদের বলে দিলো, কেউ যেনো আমার সাথে কথা না বলে। যদি কেউ কথা বলে তবে তার সাথেও আমার মত আচরণ করা হবে বলে সে সকলকে সতর্ক করে দিলো।

হযরত খালিদ (রাযি.) এবার পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সোজা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে হাযির হলেন। হযরত খালিদ (রাযি.) হয়তো এমনটিই কামনা করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট ইয্যত করলেন। এ কথা দিবালোকের ন্যায় বাস্তব যে, অন্য যে কারো দরবার ছেড়ে মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারের দিকে পা বাড়ালে সে কোনদিনও বেইয্যত হয় না, এতে তার ইয্যত সম্মান

www.maktabatulabrar.com

মোটেও কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবার ত্যাগ করে অন্য যে কোনদিকে পা বাড়ালে সে পা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে বাধ্য। কারণ ইয্যত ও সম্মান সম্পূর্ণই ঈমানের মধ্যে নিহিত। আর কুফরীর মাঝে শুধু যিল্লত আর অপমান। এখানে ইয্যত লাভের সামান্য সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত নেই।

এভাবেই হযরত খালিদ (রাযি.) ইসলাম নামের পরশ পাথরের স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছিলেন আর সেজন্য তিনি সহ্য করেছিলেন সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন। মহান আল্লাহপাক যাকে সৎপথের সন্ধান দিতে চান তারজন্য এমনিভাবেই একটি সুপথের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। হযরত খালিদ (রাযি.)-এর জন্য একটি স্বপ্নই হয়েছিল বিরাট কল্যাণকর। তাকে চৈতন্য ফিরে পেয়ে সঠিক সরলপথের সন্ধান লাভের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো তার একটি রাতের ঘুমের ঘোরে দেখা একটি স্বপ্ন। বাহ্যিকভাবে তার দৃশ্য ভয়াল ও অপসন্দনীয় হলেও তার মধ্যকার অন্তর্নিহিত অর্থ ও মর্ম ছিলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও কল্যাণকর।

হযরত খালিদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, একবার আমার পিতা অত্যন্ত ভয়ানকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রোগের তীব্রতায় তার জীবন আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তখনো তার কুমতলবের অবসান হলো না। সে রোগ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললো, আমি যদি এ রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে পারি তবে এ মক্কানগরীতে আর ঐ নতুন খোদার পুজা-অর্চনা (ইবাদত) চলতে দিব না, যে খোদার ইবাদত করার জন্য মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে বলে থাকে। হযরত খালিদ (রাযি.) বলেন, এ কথা শুনে আমি মহান আল্লাহপাকের দরবারে এই বলে দু'আ করলাম যে, হে আল্লাহ ! আমার পিতা যেনো এ রোগ থেকে আর সুস্থ না হয়, সে যেনো আর বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে না পারে।

মহান আল্লাহ হযরত খালিদ (রাযি.)-এর দু'আ ফিরিয়ে দেননি। তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন। ফলে সাঈদ ঐ রোগ থেকে আর সুস্থ হয়নি। বরং কিছুদিন পরে সে রোগে কাতরাতে কাতরাতেই তার জীবন লীলা সাংগ হলো। মক্কানগরী থেকে এক আল্লাহর ইবাদতকে উৎখাত

করার সাধ আর পূর্ণ হলো না তার। বরং উত্তরোত্তর সে ইবাদত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একসময় তা ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বের আনাচে-কানাচে, সর্বত্র-সবখানে। (সীরাতে মুস্তফা-১/১৬৩)

নতুন ভাবনা

ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে। মক্কায় ওদের ঠাই হয়নি। মদীনায় গিয়ে ওরা বাসা বেঁধেছে। রাজত্ব কায়েম করে বসেছে সেখানে। ওরা যতবড় রাজ্যের মালিকই হোক না কেন আমি আমার পিতা হত্যার বদলা নিব। আমার গায়ে যদি রক্ত মাংস থেকে থাকে তবে আমি ওদের নেতা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যা করবোই। যতদিন আমার এ অভিপ্রায় বাস্তবায়িত না হবে ততদিন আমি থামবো না। এতে যতপ্রকার কৌশল আমাকে অবলম্বন করতে হয় তা করবো। যত অর্থ, যত সম্পদ এজন্য ব্যয় করতে হয় তাও করবো, তবুও মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হওয়ার সাধ মিটিয়ে দিবো.....।

এ জাতীয় আরো শতরকম কল্পনায় বিভোর একজন গোত্রপতি। নাম তার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। মূর্তিপূজা, গান বাজনা, মদ-জুয়া, হত্যা-সন্ত্রাস ইত্যাকার হাজারো অন্যায় ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সদাসর্বদা। এক কথায় ইসলাম বিদ্বেষের একজন উঁচুদরের ঠিকাদার সে, ইসলামের একজন বড় দুশমন। ঈমান ও কুফর-এর সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র যুদ্ধ ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া মুসলমান সৈন্যের তরবারীর আঘাতে মারা যায়। ফলে সাফওয়ানের আক্রোশ আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের নামই যেনো তার কাছে বিষতুল্য। কারণ মুসলমানদের নাম শুনলেই তার পিতা হত্যার শোক সজীব হয়ে উঠে, ভিতরে জ্বলে উঠে প্রতিশোধ স্পৃহার তপ্ত আগুন দাউ দাউ করে। তাই সে পিতা হত্যার বদলা নিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার বিভিন্ন ফন্দি খুঁজতে লাগলো।

উমায়ের ইবনে ওয়াহহাব অপর এক মুশরিকের নাম। মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক সে। সাফওয়ান বিভিন্ন কৌশলে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলো। এ বন্ধুত্ব আসলে কোন বন্ধুত্ব ছিলো না বরং এর পিছনে লক্ষ্য ছিলো অন্যকিছু। বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। দুই বন্ধুর দিন-রাত ভালই কাটছে। সাফওয়ান দেখলো উমাইরের সাথে তার বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীরে

www.maktabatulabrar.com

পৌঁছে গেছে। এবার সে তার আসল ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। উমাইরকে সে মদীনায় পাঠাতে চাইলো। আর বললো, সেখানে গিয়ে তুমি সুযোগের সন্ধানে থাকবে– মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কিভাবে হত্যা করা যায়। তাকে হত্যা করতে পারলে তুমি আমার কাছ থেকে প্রতিদান হিসেবে মূল্যবান পুরস্কার লাভ করবে। তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সংসার আমি দেখাশুনা করবো। এক্ষেত্রে তোমার সংসারের যে কোন চাহিদা পূরণে আমি যে কোন ধরনের আর্থিক ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত আছি।

এ জাতীয় আরো বিভিন্ন কথা বলে পরিশেষে অনেক টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ দিয়ে উমাইরকে সাফওয়ান মদীনায় যাওয়ার জন্য রাযী করলো, কত বড় দুঃসাহসী পদক্ষেপ, কি লোমহর্ষক কর্মসূচী, কত ভয়াবহ চিন্তাধারা। মহান আল্লাহ যাকে বলে দিয়েছেন, হে নবী ! মানুষের সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করবো। মহান আল্লাহর কুদরতী হাতে আশ্রিত সেই মহামানব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র (!)

উমাইর মদীনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রওয়ানার প্রাক্কালে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা কৌশল শিখিয়ে দিয়ে উমাইরকে বললো, তুমি প্রতিদিন মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে যাতায়াত করতে থাকবে এবং সুযোগ সন্ধান করবে। এরপর যখনই সুযোগ পাবে তখন আমার দেয়া এ তরবারী দ্বারা তার দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (নাউযুবিল্লাহ)

সাফওয়ানের দেয়া তরবারী নিয়ে উমাইর মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলো। চলতে চলতে সে একসময় পৌঁছে গেলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শহর পবিত্র মদীনায়। সে মদীনায় এসেছে কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার উদ্দেশ্য খারাপ, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে সে মদীনায় প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার খোশ-খাবে (?) মত্ত আজ তার হৃদয়মন। মহান আল্লাহর প্রিয় রাসূল, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, ঘনিষ্ট বন্ধু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আজ তাঁকে হত্যা করতে চাইছে সে মহান আল্লাহ পাকের একজন সাধারণ ও অবাধ্য গোলাম সাফওয়ান, আর সে অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কুমতলবে মদীনায় এসেছে আরেক অবাধ্য ভৃত্য উমাইর ইবনে ওয়াহহাব।

মুশকে আম্বরের বেশ কীমতি পাত্রকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কুমতলবেও যদি কেউ মুশকের পাত্রের কাছে আগমন করে তবে সেও মুশকের সুঘ্রাণ লাভ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ মুশকে আম্বরের মধ্যে রয়েছে এক অসাধারণ উদারতা। ফলে সে দোস্ত-দুশমন, মুমিন-বেঈমান নির্বিশেষে সকলকেই তার মোহনীয় সুঘ্রাণ বিতরণ করে থাকে। এখানেও ব্যাপারটা অনেকাংশে তেমনই হলো। একটু মনোযোগ সহকারে শুনুন–

প্রথমে উমাইর ইবনে ওয়াহহাব মদীনায় পা রাখতেই তার হৃদয়ে একটি ধাক্কা লাগলো, আমি একজন মানুষ খুন করতে এসেছি। আর যাকে খুন করতে এসেছি তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন বরং তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। শত শত্রুতা সত্ত্বেও যিনি মানুষের সাথে সদাচরণ করতে ভুলেন না, যার মোহনীয় আচরণ সকলকে করে মুগ্ধ, করে বিমোহিত। তার মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা কোন্ আপরাধে আমি তাকে খুন করতে চাচ্ছি ? সেকি আমার কোন ক্ষতি করেছে ? কই আজ পর্যন্ত যারাই তাকে দুশমন ভাবছে কেউই তো তার কাছ থেকে কোন অনিষ্টতা প্রকাশের নযীর উপস্থাপন করতে পারেনি ?

এ জাতীয় অনেক কথা অনেক প্রশ্ন তার মনে উঁকি মারলেও সে ভাবলো, না, তাকে ক্ষমা করা যায় না। সে আমাদের মাঝে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করেছে, আমাদের দেব-দেবীকে অসার ও মিথ্যা বলে অপমানিত করেছে। সর্বপরি আমি বন্ধু সাফওয়ানের সাথে কথা দিয়ে এসেছি। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যা করে আমি তাকে তার পিতা হত্যার বদলা নিতে সহায়তা করবো।

উমাইর ইবনে ওয়াহহাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী দরবারে হাজির হলো। একজন লোক বসে সকলকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছেন। অনেক ভাল ভাল কথা শুনাচ্ছেন আর তাকে ঘিরে বসে আছে আরো অনেক মানুষ। এইতো সেই লোক যাকে হত্যা করতে আমি এসেছি। এই তো সেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার জন্য আমাকে একটি ধারালো তরবারী দিয়েছে সাফওয়ান। কিন্তু এ লোক যে এক অসাধারণ লোক। যার চেহারা থেকে ঘটছে নূরের বিচ্ছুরণ, যার কথা থেকে ছড়াচ্ছে আলোকজ্জ্বল এক মায়ার জিন্দান। নাহ ! এ চেহারা কোন কুচক্রী বা মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না।

www.maktabatulabrar.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দর্শনে উমাইর ইবনে ওয়াহহাব এভাবে এক বিরাট ভাবনার সাগরে হারিয়ে গেলেন। তার হৃদয় মনে ঢেউ খেলতে লাগলো এক নতুন ভাবনা। সে এমন একজন আদর্শবান মানুষকে হত্যা করতে এসেছে, ভাবতেই তার মন জগতে এক কম্পন সৃষ্টি হলো। এরই মাঝে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মায়ার ফাঁদে আটকে পড়েছেন তিনি। সাথে করে নিয়ে আসা তরবারীটি গোপনে ফেলে দিলেন তৎক্ষণাৎ। পরিহার করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার নোংরা মনোবৃত্তি।

তরবারী ফেলে দিয়ে খুব দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি সমজিদে নববীর পানে। তার হৃদয়মনে এখন দানা বেঁধেছে এক নতুন ভাবনা, নতুন আবেগ, নতুন আকর্ষণ। তিনি ধীরে ধীরে অতীতকে ভুলে যেতে লাগলেন। ধীরপায়ে এগিয়ে এলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো কাছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী কণ্ঠের মোহনীয় বাণী তাকে মুহূর্তের মধ্যে পাগলপারা করে দিলো। তিনি বদলে গেলেন ক্ষণিকের মধ্যে 'আমি আপনার আনিত সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চাই' ধৈর্যহারা হয়ে এক পর্যায়ে বলে ফেললেন হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহহাব। নবী আদর্শের মুশকে আম্বরের ঘ্রাণ তাকে পাগল করলো, তিনি পড়ে নিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন, নিজেকে শামিল করে নিলেন সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) নূরানী জামাতে।

বিধাতার এটি অপূর্ব খেলা, অভূতপূর্ব মদদ। মাথা নিতে এসে নিজের মাথাই পেতে দিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে। এ যেনো দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহহাব (রাযি.) নিজের সবকথা খুলে বললেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। মদীনায় আসার কারণও জানালেন তিনি। হাস্যোজ্জ্বল অবয়বে ধৈর্য্যের সাথে সবই শুনলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত উমাইর (রাযি.)-এর এহেন ভয়ানক দূরভিসন্ধির কথা শুনেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কটুবাক্য ব্যয় করলেন না, প্রকাশ করলেন না বিন্দুমাত্র ক্রোধ কিংবা গোস্বা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী অবয়বের কি আশ্চর্য প্রভাব, তার ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর মোহনীয় আদর্শের কি অভূতপূর্ব আকর্ষণ। যার অসাধারণ প্রভাবে দুশমন হয় বন্ধু। জীবন বিনাশের অপবিত্র অভিলাশী হয় জীবন রক্ষাকারী। এভাবেই নবী আদর্শের স্বর্ণছোয়ায় আগণিত বনী আদম মন্দির আর মূর্তির মায়া পরিত্যাগ করে মসজিদ আর কুরআনের মায়ায় আত্মনিয়োগ করেছে।

কেটে গেলো অনেক দিন।

এরপরের কথা।

মক্কানগরী বিনা রক্তপাতে বিজিত হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের বিশাল বাহিনী মক্কা বিজয় করলো, হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহহাব ছিলেন সে বাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য।

মক্কা বিজয়ের পর সারা বিশ্বের এক ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রপ্রধান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের প্রতি 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করলেন, কিন্তু সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ভাবলো, ক্ষমার পরিধি যত বিশালই হোক না কেন তা আমাকে অন্তত শামিল করবে না। কারণ আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলাম। এই ভেবে সাফওয়ান কালবিলম্ব না করে জেদ্দা পালিয়ে গেলো।

হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহহাব জানতে পারলেন, তার পালিয়ে যাওয়ার কথা। তিনি রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার মনে আছে কি ? সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া আমার এককালের বন্ধু, সে মক্কা বিজিত হওয়ার পর প্রাণভয়ে জেদ্দা পালিয়ে গেছে।

করুণার আধার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমাইর (রাযি.)কে বললেন, তুমি তোমার বন্ধুকে সংবাদ দিয়ে নিয়ে এসো। তার কোন ভয় নেই, আমি তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনে হযরত উমাইর (রাযি.) অত্যান্ত আনন্দিত হলেন। এবং তিনি পুরনায় আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ ক্ষমা ও নিরাপত্তার প্রমাণ হিসেবে আমার নিকট কোন একটা নিদর্শন থাকলে ভাল হতো। এ কথা শুনে দয়ার সাগর

www.maktabatulabrar.com

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বদন মুবারক হতে চাদর খুলে হযরত উমাইর (রাযি.)-এর হাতে দিয়ে বললেন, যাও এটি নিয়ে তুমি তোমার বন্ধু সাফওয়ানকে দাও। আমি নিরাপত্তার নিদর্শন স্বরূপ এটি তাকে দান করলাম।

হযরত উমাইর (রাযি.) চলে গেলেন জেদ্দা, নিয়ে এলেন সাফওয়ানকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহাস্য মুখাবয়ব দর্শনে সাফওয়ান আশ্বস্ত হলো। ধীরে ধীরে তিনিও মনের মাঝে দ্বীন-ইসলামের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। একসময় তিনিও পড়ে নিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তিনি এখন মুসলমান। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর আলোর কাফেলার একজন সম্মানিত সদস্য হযরত সাফওয়ান ইবনে ওয়াহহাব (রাযি.)।

বিশ্ব এ যাবৎ আমাদেরকে অনেক তেলেসমাতি দেখিয়েছে। দেখাতে পেরেছে অস্ত্রের মহড়া, ক্ষমতার মদমত্ততা আর শক্তির নর্তন-কুর্দন। কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত উন্নত ও মহত্তম আদর্শের এহেন নযীর আর কেউ পেশ করতে পারেনি। যা পেশ করে দেখিয়েছেন সাইয়্যিদুল কাওনাইন, শাফীউল মুজনাবীন, রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আরেক জীবন

সত্তরজন দুর্ধর্ষ আবর দস্যু। রাগে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত। লাল রক্তে টলটলে চোখ ডানে বামে ফিরছে অবিরত। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। পাশবিকতায় উন্মত্ত এ দস্যুদল চরম উৎসাহ উদ্দীপনায় যেন মাতাল। সারাজীবন দুস্কৃতি আর লুণ্ঠন করেছি আজ একটা পুণ্যকর্ম? করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। লাৎ, মানাত, উজ্জা, হুবাল প্রভৃতি দেব-দেবীগণের অবমাননাকারী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুণ্ডপাত করার চাইতে বড় পুণ্যকর্ম (?) আর কি হতে পারে ! একদিকে তার দফা-রফা করে এক মহাপুণ্যকর্ম (?) সমাধা হবে, অপরদিকে এর প্রতিদান হিসেবে লাভ করা যাবে একশত উটের মহাপুরস্কার। এই তো 'সোনায় সোহাগা'।

মদীনার একদল দুর্ধর্ষ ডাকাতের কথাই বলছিলাম। ওরা এভাবেই হয়ে উঠেছিলো উন্মত্ত। ওসব মানবরূপী শয়তানী দেহ-মনের তন্ত্রে হাজারো ইবলীসীর বীভৎস তাণ্ডব দানা বেঁধেছিলো। প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিলো ওদের মন নামের শয়তানী আড্ডাখানায় হাজারো আক্রোশের নরকাগ্নি। ওরা সত্যের রাহবর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-কে হত্যা করার উন্মত্ত নেশায় মেতে উঠেছিলো।

কিন্তু......... মানুষতো গোলাম। তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতার কোন দলীল দস্তাবেজ আর ডকুমেন্ট নেই। তাকে যা করার সুযোগ দেয়া হয়, সে তাই করতে পারে। যতক্ষণ স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হয়, ততক্ষণই সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে চাইলেই তার সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন। এটি এমনি একটি বিষয়, তাই বলছি–

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের নির্যাতনে আড়ষ্ট হয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করলেন। এ কথা মক্কার কুরাইশদেরও পূর্ব থেকেই জানা ছিলো যে, তিনি অচিরেই কোন একদিন হিজরত করবেন। তাই তারা মদীনা গমনের পথে অবস্থানরত আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিষয়টি নিয়ে প্রচারণা চালালো। তারা ঘোষণা করে দিলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সহচরদেরকে হত্যা করতে পারলে প্রতিটি হত্যার বিনিময়ে শত উষ্ট্রের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এ ঘোষণায় আরব পথ-প্রান্তরের বাসিন্দাদের চক্ষু-কর্ণ খাড়া হয়ে উঠলো। সেই সাথে চরম লোভনীয় হয়ে উঠলো দস্যু সরদার, আসলাম গোত্রপতি বুরাইদার মন। সে কালবিলম্ব না করে আরব অধিবাসী সত্তরজন রক্তপিপাসু দুর্ধর্ষ ডাকাত সংঘবদ্ধ করে তাদের নিয়ে মদীনার পথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান থাকলো।

এদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র কয়েকজনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা নিয়ে এগিয়ে চললেন মদীনার পানে। সেখানে তিনি দ্বীনের মহান বাণী প্রচার করবেন। বনী আদমদেরে হকের পথে ডাকবেন। ভ্রান্ততার কুহেলিকা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে সঠিক সরলপথের

www.maktabatulabrar.com

পথযাত্রী করে গড়ে তুলবেন এ ছিলো তাঁর ঐকান্তিক মনোবাঞ্ছা। চলতে চলতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন মদীনার কাছাকাছি। আর অল্প একটু দূরেই মদীনার উপকণ্ঠ। এমনি সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো দস্যু সরদার বুরাইদার।

সত্তর জন অস্ত্রসজ্জিত ডাকাত। যারা অপেক্ষমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার উন্মত্ত নেশায়। তাদেরই সাথে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও আপাত দৃষ্টিতে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ ! ভেবে দেখলে গা শিউরে উঠার কথা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের মাঝে আক্রোশ নবতর রূপ ধারণ করলো। দস্যুদলের প্রত্যেকেই তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীদের হত্যা করার প্রস্তুতিতে বিকট মূর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকলো আর নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিকটবর্তী ভেবে চরমভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মানব কল্পনায় এহেন পরিস্থিতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বুরাইদা ও তার সংঘবদ্ধ দস্যুদলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আর বাকী নেই। কোনভাবেই তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আজ সম্ভবপর বলে বিবেচিত হতে পারে না।

কিন্তু এহেন ঘোরতর বিপদ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়েও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণরূপে স্থির ও অবিচল থাকলেন। তিনি তখনো স্বাভাবিক, প্রফুল্ল ও প্রশান্ত। এ কঠিন মুহূর্তেও সামান্য অধৈর্য্য ও অস্থিরতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। এতকিছুর মাঝেও তিনি সদা গম্ভীর ভাবাপন্ন, ধ্যানমৌন। তিনি যেন নিজ দায়িত্ব নিয়েই ভাবছেন। এ বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি যেন তার কোন ভাবনারই বিষয় নয়। আর বাস্তবেও তাই। কারণ তিনি জানতেন এ জীবন আমার নয় আর তা রক্ষা করার দায়িত্বও আমার উপর দেয়া হয়নি। বরং মহান আল্লাহর কাজে সত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই তার দায়িত্ব। তিনি জানেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাকে রক্ষার ভার এবং ভাবনা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তির হাতে ন্যস্ত। বিশ্বাসের এ তেজদীপ্ততা, ঈমানের এ অসাধারণ

শক্তি, আত্মনির্ভরতার এ অলৌকিক ভাব-এর চাইতে বৃহত্তর মু'জিযা আর কি হতে পারে ?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিবিষ্টমনে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। যে তিলাওয়াতের পবিত্র স্বরে পার্শ্ববর্তী পর্বতমালা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। ঠিক এমন মুহূর্তে দলপতি বুরাইদা তার সহদস্যুদের নিয়ে গর্জন করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলো। হুঙ্কার ছেড়ে দ্রুতপদে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

কিন্তু........ যতই কাছে যেতে লাগলো, ততই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠের সুমধুর তিলাওয়াত তাদের কর্ণগোচর হতে লাগলো। আর যায় কোথায় ? ক্রমেই পবিত্র কুরআনের মধুমাখা তিলাওয়াত আর তার মোহনীয় বাণী তাদের কর্ণকুহরে স্পষ্টস্বরে ধ্বনিত ও ঝংকৃত হতে থাকলো। যে ঝংকার তাদের মাঝে এক নব চৈতন্যের পরশ বুলিয়ে দিলো।

পবিত্র কুরআন যাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, স্বয়ং তারই কণ্ঠে সে কুরআনের সুমধুর পঠন কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে তা প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করতে পারার কথা। দলপতি বুরাইদা ক্রমেই প্রভাবিত হতে লাগলো। তার পদযুগল যেন ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। বাহুদ্বয়ের শক্ত মুষ্টি যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টি সম্মুখে হাযির হয়ে গেলো। স্বভাব সুলভ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

ঃ কে তুমি ? এখানে কি জন্য এসেছো ?

ঃ আমি আসলাম গোত্রপতি-বুরাইদা।

ঃ আসলাম ! শান্তি–বড় ভাল কথা।

ঃ আপনার কি নাম ? পরিচয় কি ?

ঃ আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার অধিবাসী। সত্যপথের সেবক, আল্লাহপাকের প্রেরিত রাসূল।

বুরাইদা এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো। নূরানী তেজদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে

তাকিয়ে বুরাইদার হৃদয়-মন প্রেম ও পুণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মোহনীয় জান্নাতী সে মুখাবয়বের অদৃশ্য আকর্ষণে সে ক্রমেই আত্মহারা হয়ে পড়লো। এরই মাঝে তার কম্পমান শিথিল মুষ্টি হতে তীক্ষ্ণ বর্শা খসে পড়লো। আগ-পাছ ভাবার মন আর তখন নেই, বুরাইদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসে পড়লো। বুরাইদার সাথে তার সঙ্গীদেরও একই ভাবের সৃষ্টি হলো। সকলেই হয়ে পড়লো আত্মহারা, মাতওয়ারা। এ যেন এক অকল্পনীয় আকর্ষণ, অভাবনীয় মু'জিযা।

নবী আদর্শের বেনযীর পরশ, পবিত্র কুরআনের মোহনীয় বাণী আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠের মধুময় তিলাওয়াতের স্বদীপ্ত প্রভাবে বুরাইদা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। অমনি সদলবলে সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরণে লুটিয়ে পড়লো। সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিলো, সত্যিই আপনি মহান, সত্যিই আপনি মহৎ, আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অসাধারণ। একবাক্যে সকলে পাঠ করে নিলো ইসলামের মহান মন্ত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রক্তপিপাসু একদল দস্যু শামিল হলো ইসলামী কাফেলার আলো ঝলমল মুক্তির মিছিলে। তারা সকলেই হলেন প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবী (রাযি.)। দলপতি বুরাইদা হলেন– হযরত বুরাইদা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু। ইসলাম নামের পরশ-মাণিকের ছোঁয়ায় তারা পরিণত হলেন স্বর্ণযুগের স্বর্ণমানবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনায় পৌঁছুতে হবে, তাই তিনি দলপতিসহ সত্তরজন নওমুসলিমের এ কাফেলাকে লক্ষ্য করে কিছু মূল্যবান উপদেশ বাণী শুনিয়ে দিয়ে পুনরায় মদীনার পাণে যাত্রা শুরু করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু হযরত বুরাইদা (রাযি.) এবার আর আগের বুরাইদা (রাযি.) নন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধুময় সংস্পর্শের শান্তি, তৃপ্তি ও উপকারিতা ইতিমধ্যেই আঁচ করে নিয়েছেন। তিনি এবার লাভ করেছেন নবচেতনা। তার ঐকান্তিক কামনা, মহান আল্লাহ যখন অনুগ্রহ করে চৈতন্য লাভের তাওফীক দিয়েছেন, সৌভাগ্য দান করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

www.maktabatulabrar.com

সান্নিধ্যলাভের, এরপর আমি আর অচেতনতার অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে চাই না। বঞ্চিত হতে চাই না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সৌভাগ্য পরশিত, বরকতপূর্ণ সান্নিধ্য হতে। তাই তিনি বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'আমাকে দয়া করে যখন চরণে স্থান দিয়েছেন অনুগ্রহ করে তা থেকে আর বঞ্চিত করে দিবেন না।'

অনুমতি নিয়ে হযরত বুরাইদা (রাযি.) আপন সঙ্গীদের সহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অগ্রবর্তী কাফেলা হিসেবে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। হযরত বুরাইদা (রাযি.)-এর মূল্যবান আমামা এবার তার বর্শাফলকে ইসলামের বিজয় নিশান রূপে আকাশে উত্তোলিত। সত্তরজন নওমুসলিম সাহাবা (রাযি.)-এর হাতে সত্তরটি উন্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ কৃপান। সত্তরটি চক্চকে ধারালো বর্শাফলক বাহুতে ধারণ করে সকলেই দলপতি হযরত বুরাইদা (রাযি.)-এর পিছনে এগিয়ে যেতে লাগলো। একযোগে কাফেলার হেলে-দুলে চলন এক জান্নাতী দৃশ্যের অবতারণা করলো।

মুক্ত হাওয়ার দোলায় দোলায়িত শুভ্র কেতনের তালে তালে হযরত বুরাইদা (রাযি.) মদীনাবাসীদের সুসংবাদ জানিয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন–

"ওহে মদীনার সৌভাগ্যবান মানব সন্তানেরা ! চেয়ে দেখো, তোমাদের এখানে আজ কার আগমন ঘটছে। চিরন্তন শান্তি ও মহামুক্তির বার্তাবাহক, যুদ্ধ নয় সন্ধিকামী মহান সিপাহসালার, ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক, নবীয়ে আখিরুয্যামান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ তার পবিত্র চরণধুলিতে মদীনার মাটিকে ধন্য করছেন।"

এভাবে মদীনাবাসীকে লক্ষ্য করে সৌভাগ্যবাণী গেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অগ্রবর্তী কাফেলা হিসেবে দস্যু কাফেলা– সাহাবা কাফেলায় রূপান্তরিত হয়ে মদীনায় প্রবেশ করলো। পরিসমাপ্তি ঘটলো তাদের অতীত পঙ্কিল জীবনের, শুরু হলো আরেক জীবন।

সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

- ❖ নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা — মূল্যঃ ১৪০/=
- ❖ আহকামে যিন্দেগী — মূল্যঃ ৩০০/=
- ❖ ফাযায়েলে যিন্দেগী — মূল্যঃ ৩০০/=
- ❖ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড — মূল্যঃ (cÖwZ LÛ) ৩৪০/=
- ❖ আহকামে হজ্জ — মূল্যঃ ১৪০/=
- ❖ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ — মূল্যঃ ৪৩০/=
- ❖ ইসলামী মনোবিজ্ঞান — মূল্যঃ ১৪০/=
- ❖ কথা সত্য মতলব খারাপ — মূল্যঃ ৬০/=
- ❖ কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র — মূল্যঃ ৬০/=
- ❖ চশমার আয়না যেমন — মূল্যঃ ৮০/=
- ❖ দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি — মূল্যঃ ৬০/=
- ❖ তোহফায়ে আবরার — মূল্যঃ ৭০/=
- ❖ তরীকে তা'লীম ও বাংলা সাহিত্য প্রশিক্ষণ — মূল্যঃ ৭০/=
- ❖ আল-বুরহানুল মুআইয়্যাদ — মূল্যঃ ১৬০/=
- ❖ অসিয়্যতঃ গুরুত্ব, ফযীলত ও পদ্ধতি — মূল্যঃ ১০০/=
- ❖ বেহেশতী হূর — মূল্যঃ ৭০/=
- ❖ নর নারীর সুন্দর জীবন — মূল্যঃ ৯০/=
- ❖ নবী (সা.) জীবনের টুকরো কথা — মূল্যঃ ৮০/=
- ❖ ইসলামী আখলাক — মূল্যঃ ১২০/=
- ❖ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১ম) — নির্ধারিত মূল্যঃ ৩৫০/=
- ❖ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (৪র্থ) — মূল্যঃ ৫০০/=
- ❖ বুলূগুস সাআদ — মূল্যঃ ১৬০/=
- ❖ তাসহীলুল হাওয়াশী — মূল্যঃ ১৬০/=

❖ তাসহীলুল বয়ান ফী শরহিদ্দীওয়ান মূল্যঃ ৮০/=

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাকতাবাতুল আবরার

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ 01712-306364

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সব বইয়ে সাধারণ মূল্যের ৫০% কমিশন।

www.maktabatulabrar.com